The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 879 | 18 July 2025 | শুক্রবার ০৩ শ্রাবণ ১৪৩২

Mamdani expected to clarify his position on 'globalize the intifada'
→ Page 18

Republicans just cut Medicaid. Will it cost them control of Congress?
→ Page 19

Hunters Point Parks offer free summer programming
→ Page 19

Cuomo's comeback starts with selfies and short sleeves
→ Page 18

আগুন নিয়ে খেলছেন ইউনূস!

মনোয়ারুল ইসলাম, *নিউইয়র্ক/*
মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সামনে কঠিন এক অগ্নিপরীক্ষা। ক্ষমতার আগুন নিয়ে খেলছেন তিনি। যে আগুনে পুড়ে হাসিনা দেশান্তরিত। ভারতে নির্বাসিত। জিয়া পুত্র তারেক যুক্তরাজ্যে পরবাসী। ২ জনই ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন। ইউনূস চাকুরিদাতা সোনার ছেলেদেরও ক্ষমতার মসনদে দেখতে অতি উৎসাহী। তাদের এনসিপিকে কিংস পার্টি বানিয়ে রেখেছেন। পুলিশ, আর্মি ও প্রশাসন ছাড়া তাদের শক্তিমত্তা শুন্যের কোঠায়। জামায়াত স্বপ্ন বিলাসে। এদের হাতেই ক্ষমতার আগুন হস্তান্তর করতে হবে। আর ব্যর্থ হলে তাকেই এ আগুনে পুড়তে হবে। সে আগুনের তাপাদোহ বাড়তে পারে উত্তরপাড়া টু যমুনা। কিংবা দিল্লী টু ঢাকায়। সমালোচকরা বলছেন, ৩৬ জুলাই আন্দোলনে সোনার ছেলেদের সহায়তায় রক্তের সিঁড়ি বেয়ে ইউনূস আজ সরকার প্রধান। তাদের আগুনেই পুড়তে হবে ইউনূসকে। গোপালগঞ্জের ঘটনা ভিন্ন বার্তা বহন করে। ট্যাংকের গুহায় আশ্রয় নিয়ে হাসনাত- নাহিদদের প্রাণ রক্ষা সরকারের প্রাণ রক্ষার সমতুল্য। হাসনাতদের বডি ল্যাংগুয়েজ ও চোখ রাংগানোর ↘ *এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়*

বিয়ে ভাঙ্গার খবর নেহায়েত গুজব : মিশেল ওবামা

আজকাল রিপোর্ট

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও তার স্ত্রী মিশেল ওবামাকে নিয়ে সম্প্রতি বিচ্ছেদের গুজব ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এতদিন বিষয়টি নিয়ে চুপ থাকলেও এবার এক ↘ *এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়*

কুমো স্বতন্ত্র প্রার্থী
জরিপে মামদানি এগিয়ে

আজকাল রিপোর্ট

সিটির মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে অ্যাম্বেলিম্যান জোহরান মামদানির কাছে বেদনাদায়ক পরাজয়ের পর নিউইয়র্ক স্টেটের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো থার্ড পার্টি প্রার্থী হিসেবে মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন। আগামী ৪ নভেম্বর নিউইয়র্ক সিটির ১১৩তম মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত ↘ *এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়*

হাসিনাকে 'ডেভিল রানী' বললেন সোহেল তাজ

আজকাল রিপোর্ট

গোপালগঞ্জে নাহিদদের ওপর হামলার নির্দেশদাতা 'ডেভিল রানী' হাসিনার বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ↘ *এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়*

বিবিসি প্রতিবেদন

গোপালগঞ্জের ঘটনা 'অশনি সংকেত'

আজকাল রিপোর্ট

জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি'র সমাবেশকে কেন্দ্র করে গোপালগঞ্জে সহিংতা ও হতাহতের ঘটনার পর এ নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে দেশের রাজনৈতিক মহলে। এই ঘটনায় সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। গোপালগঞ্জে বুধবারের এই সংঘাত-সহিংসতার ঘটনায় এখন পর্যন্ত অন্তত চার জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আওয়ামী লীগ দাবি করেছে ৩০ জনের মৃত্যু। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রথমে ১৪৪ ধারা জারি করলেও তাতে কাজ না হওয়ায় বুধবার রাত আটটা থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কারফিউ দেয় সরকার। যা পরবর্তীতে আরো বাড়ানো হয়। এই ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দেশের বিভিন্ন ↘ *এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সমাবেশকে কেন্দ্র করে গোপালগঞ্জে সংঘর্ষে হতাহতের ঘটানায় তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়াগীলীগ ও সমমনা সংগঠনগুলো। গত ১৬ জুলাই সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় আয়োজিত এই সমাবেশ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো ↘ *এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি
MONIR MEHRAN | আমরা বাংলায় কথা বলি
বিজনেস, ওয়ার্ক & ইনভেস্টমেন্ট ভিসা, পারিবারিক ইমিগ্রেশন, গ্রীন কার্ড & নাগরিকত্ব অ্যাসাইলাম (Affirmative) & মানবিক ভিসা (VAWA, U Visa, T Visa), ম্যান্ডামাস & ওয়েভারস (I-601, I-601A, I-212)
(929) 810-2009
(470) 800-9213
MONIR MEHRAN, JD. ATTORNEY AT LAW

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
সরকারী অনুদানে $8000-$10000 ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $20.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1212065

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন, নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
▪ TAX Liens Charge Offs ▪ Inquiries ▪ Collections ▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem, Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কন্সট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা, গাড়ী/বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা হাসপাতালে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য, ফেডারেল ডিসএবিলিটি
কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না
যোগাযোগঃ
917-282-9256
email: moinlaw@gmail.com
বিস্তারিত দেখুন ১১ নম্বর পৃষ্ঠায়
Moin Choudhury, Attorney at Law

RAJIB AHMED
PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT
MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
Uber lyft NYC TAXI
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স | পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
PCA & CDPAP SERVICE
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem.
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH
Senior Whole Health.
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

সামছুদ্দীন আজাদ-এর কলাম তবুও ধর্ষণ থেকে রক্ষা পাইনি ০৫ পৃষ্ঠায়

মানজুর-আল-মতিন-এর কলাম যে বন্ধন জুলাইয়ের... ০৬ পৃষ্ঠায়

শহীদুল্লাহ ফরায়জী-এর কলাম নিরস্ত্র থেকে সশস্ত্র আসিফ মাহমুদের রূপান্তর ০৭ পৃষ্ঠায়

অলকাউন্টি হেলথ কেয়ারের মনোমুগ্ধকর রিভার ক্রুজ

আজকাল রিপোর্ট

প্রবীণ নাগরিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য রিভার ক্রুজের আয়োজন করেছে নিউইয়র্কের অলকাউন্টি হেলথ কেয়ার অ্যান্ড সোস্যাল ডে কেয়ার। গত ১৩ জুলাই সকাল সাড়ে ১১টায় ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনা থেকে আনন্দঘন ক্রুজ যাত্রা শুরু করে । ইস্ট রিভার ও হাডসন রিভার ঘুরে সন্ধ্যা ৫টায় আবার ফিরে আসে জেটিতে। পুরো আয়োজনে ছিল প্রাণবন্ত পরিবেশ, বাহারি বাঙালি খাবার ও প্রবীণদের সরব অংশগ্রহণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অলকাউন্টি হেলথ কেয়ারের সিইও আব্দুল কাদের শিশির বলেন, প্রবীণরা যাতে নিউইয়র্ক সিটির সকল সুযোগ-সুবিধা যেন তারা পান, সেটিই আমাদের প্রচেষ্টা। এই রিভার এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

শরণার্থী প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার বিপক্ষে আদালতের রায়

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী প্রবেশ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন এক ফেডারেল বিচারক। তিনি বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন যেসব শরণার্থীর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমোদন আছে, তাদেরকে বাধা দিতে পারবে না। বিচারক জামাল হোয়াইটহেড সোমবার তাঁর রায়ে বলেন, ট্রাম্পের জুন মাসের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী ১২টি দেশের নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হলেও, তা শরণার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
তিনি বলেন, স্পষ্ট ভাষায় বললে প্রোক্লেমেশনটি শরণার্থীদের-এর আওতার বাইরে রাখে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন আল জাজিরা।
জজ হোয়াইটহেড ৮০ জন শরণার্থীর পুনঃপ্রবেশ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এদেরকে ইতিমধ্যে কঠোর যাচাই- এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

কুলাউড়া বাংলাদেশী এসো: পিকনিক '২৫

ফেরী পার্ক পরিণত হয় প্রাণের মিলনমেলায়

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকের বার্ষিক বনভোজন ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেড় হাজারের বেশি প্রবাসীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ব্রঙ্কস ফেরী পার্ক পয়েন্ট হয়ে উঠে এক খন্ড সিলেটে। সেই সাথে পরিণত হয় প্রবাসী বাংলাদেশীদের মিলনমেলায়। দিনভর আনন্দ আড্ডা, গান, খেলাধুলা ও র‍্যাফেল ড্রসহ নানা রকমের বাঙালী খাবারের আয়োজনে উৎসবমুখর পরিবেশে দিনটি কাটান সকলে।
নদীর ধারে প্রাকৃতিক সবুজে ছায়াঘেরা নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস ফেরী পার্ক পয়েন্ট এর বিস্তীর্ণ প্রান্তর গত ১৩ জুলাই রোববার একদিনের জন্য পরিণত হয়েছিল প্রবাস জীবনে এক খণ্ড প্রাণের কুলাউড়ায়। কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক পিকনিক, যেখানে প্রবাসে ছড়িয়ে থাকা কুলাউড়াবাসী হৃদয়ের টানে একত্রিত হন প্রাণের এই মিলনমেলায়। কুলাউড়াবাসীদের স্মৃতিময় আপন এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

সাংবাদিক সালাহউদ্দিন আহমেদের ভ্রাতৃবিয়োগ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বিশিষ্ট সাংবাদিক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ-এর মেঝো ভাই, সাবেক ব্যাংকার এবিএম খোরশেদ আলম (৬৭) মঙ্গলবার ১৫ জুলাই বাংলাদেশ সময় রাত ৯টার দিকে ঢাকার উত্তরা আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

বন্ড শুনানীর আগেই আটক করতে পারবে 'আইস'

আজকাল রিপোর্ট

ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) বন্ড শুনানির অনুমতি না দিয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারী যে কাউকে কারাগারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগের চেয়ে অনেক বেশি লোককে আটক করার পদক্ষেপ নিয়েছে আইস। এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক টড লিওনস ৮ই জুলাই কর্মচারীদের লিখেছিলেন যে সংস্থাটি মানুষকে আটক করার জন্য তার 'অসাধারণভাবে বিস্তৃত এবং সমানভাবে জটিল' কর্তৃত্ব পুনর্বিবেচনা করছে। তাতে লোকেরা অভিবাসন বিচারকের সামনে বন্ড শুনানির জন্য অযোগ্য হবে। এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কসহ ১৫ ইমিগ্রেন্ট বিচারক বরখাস্ত

আজকাল রিপোর্ট

অভিবাসন আদালতের বিচারকদের ছাঁটাই অব্যাহত রয়েছে। গত ১১ জুলাই আরো ১৫ জন অভিবাসন বিচারককে বরখাস্ত করা হয়েছে। ই-মেইলের মাধ্যমে বরখাস্ত হওয়া বিচারকদের জানানো হয়, তাদের চাকরির মেয়াদ ২২ জুলাই শেষ হচ্ছে এবং তারা অবিলম্বে ছুটিতে যাচ্ছেন। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আদালতগুলো বর্তমানে প্রায় ৪০ লক্ষ মামলার জটে ভুগছে। যদিও কংগ্রেস সম্প্রতি বিচার বিভাগকে অভিবাসন-বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য ৩ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দিয়েছে, কিন্তু একজন নতুন বিচারক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণে এক বছরেরও বেশি সময় লাগে।
বরখাস্তকৃত বিচারকরা ম্যাসাচুসেটস, ইলিনয়, ওহাইও, টেক্সাস, নিউইয়র্ক এবং এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

জ্যাকসন হাইটস-এ বাংলা ব্যান্ড 'আরজিবি' ও 'সাউদার্ন ব্রিজে'র কনসার্ট

আজকাল রিপোর্ট

দর্শকদের রোমাঞ্চিত করে নিউইয়র্কের মঞ্চে দুটি বাংলা ব্যান্ডের কনসার্ট 'আনকম্পেটেবল নাইনটিস' হয়ে গেলো। গত ১১ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটস-এর জুইশ সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ কনসার্টে অংশ নেয় নিউইয়র্কের নতুন ব্যান্ড 'আরজিবি' ও অ্যারিজোনার ব্যান্ড 'সাউদার্ন ব্রিজ'। আয়োজনের শুরুতেই মিনহাজ আহমেদ দর্শকদের চমকে দেন। কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই উপস্থাপক হিসেবে মঞ্চে ডাকেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা ও উপস্থাপক সাজু খাদেমকে। নব্বই দশকের জনপ্রিয় বাংলা ব্যান্ড এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন · ব্যাংক্র্যাপসি · ক্রেডিট কার্ড মেটার · ডিভোর্স · চাইল্ড কাস্টডি · চাইল্ড সাপোর্ট · অর্ডার অব প্রোটেকশন · সিটিজেনশিপ · সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

Suryia Rahman, Esq

NYI
NY INSURANCE BROKERAGE

NY INSURANCE BROKERAGE INC

আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২) প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি, তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে NY INSURANCE-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ

Design & Print by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

বিশেষ সম্পাদকীয়

লিচুর বাগানের হাতছানি ও হাসনাত নাহিদদের বাসনা

লিচুর বাগানে কাঁটা। নায়িকার বেড়া ডেঙ্গানোর হাতছানি। নায়ক হাসনাত, নাহিদ ও সারজিসদের আটকাবে সাহস কার। হাসনাতের বডি ও মুখায়োবের তাষা রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সরকারি ছত্রছায়ায় লিচুর বাগানে বসে রস সেবন ও নায়িকার হাতছানিতে বেড়া ডেঙ্গানোর স্বপ্ন থাকতেই পারে এ যুবকদের। কিংস পার্টির মর্যাদায় ধরাকে সরা জ্ঞান করবার অবকাশ থাকতেই পারে। বেড়া আর ডেঙ্গানো হবে না। জনগনের মনের বাগানে প্রবেশতো বহুদূর। মব সৃষ্টি আর চোখ রাংগানোর নাম রাজনীতি নয়। এইতো কয়েকদিন আগে পুরাণ ঢাকায় সোহাগ হত্যাকান্ড নিয়ে এনসিপি ও জামাতের আচরণ অনেককে বিস্মিত করেছে। এই হত্যাকান্ড অবশ্যই নিন্দনীয়। দলীয় পরিচয় নিয়ে এই হত্যাকান্ড করে থাকলে কোন দায়িত্বশীল দলই এ হত্যাকান্ডকে সমর্থন বা গুন করবে না। বিএনপির অঙ্গ সংগঠন যুবদলের এক নিম্ন পর্যায়ের নেতাকর্মির নাম প্রকাশ্যে আসার সাথে সাথে হত্যাকান্ডের নিন্দা জানিয়েছে। যাদের নাম এসেছে তাদের দল থেকে বহিষ্কার করেছে। অবিলম্বে গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি জানিয়েছে। কোন হত্যাকান্ড, বিশৃংখলা ও অরাজকতা হলে প্রথম ব্যর্থতার দায় পরে আইনশৃংখলা বাহিনীর উপর। উন্নত দেশে এ ধরণের দায়ভারস্বীকার করে দায়িত্বশীলরা পদত্যাগ করেন। দেশে বিদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠার এমন নজির রয়েছে। সোহাগ হত্যাকান্ডে পুলিশ প্রধান কিংবা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার বিরুদ্ধে একটি আওয়াজ উঠলো না। তাদের বিরুদ্ধে শ্লোগান উঠলো না। সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে কথা নেই। এটিকে শুধুই রাজনীতিকরণ করা হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা দেশে বিএনপির বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর জন্য রাজপথে নামা হলো। লন্ডনে বসবাসরত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী শ্লোগান ও ন্যাক্কারজনক ভাষা ব্যবহার করা হলো। 'টিনের চালে কাউয়া, তারেক রহমান শাউয়া' শ্লোগান দিল শিবির ও এনসিপি নেতারা। তাদের রাজনীতির এই ভাষা অনেককেই বিস্মিত করেছে। দেশ বরেণ্য রাজনীতিক খালেদা জিয়াকে অপমান করতেও লিচুর বাগানের ছেলেরা উজ্জীবিত ছিলেন। অথচ আইনশৃংখলা ব্যর্থতায় সরকারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। হায় স্যালুকাস! সরকারের ছত্রছায়ায় আস্ফালন ও রাজনীতির সুস্থধারা ব্যত্যয় ঘটিয়ে ক্ষমতার স্বাদ নেবার আকাংখাই কি হাসনাতদের উদ্দেশ্য? নির্বাচন প্রলম্বিত করার কৌশল?

> তবে লিচুর বাগানের নায়কদের মনে রাখতে হবে কিংস পার্টির তকমা না থাকলে তারা কি গোপালগঞ্জ থেকে ফিরে আসতে পারতেন? বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল শত উস্কানীর মুখে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে আসছে। কিংস পার্টি ও জামাতের উস্কানীতেও তারা সংযত। তারেক রহমানের নির্দেশনায় শত ষড়যন্ত্র ও কুটকৌশলের ফাঁদে পা দিচ্ছে না। বরং গোপালগঞ্জে এনসিপি নেতাদের ওপর হামলার ঘটনায় বিএনপি সাথে সাথে নিন্দা জানিয়েছে। পরিচয় দিয়েছে দায়িত্বশীলতার। সহনশীলতা ও সুস্থধারার রাজনীতি ফিরে আসুক। জনগনের ক্ষমতায়ন ও নির্বাচিতরাই হোক জনগনের সেবক। মব সৃষ্টিকারিদের হাতে দেশ নয়

গোপালগঞ্জের ঘটনা ভিন্ন বার্তা নিয়ে এসেছে হাসনাতদের জন্য। প্রশাসনের ছত্রছায়াও তাদের রক্ষা করতে পারেনি। পালিয়ে আসতে হয়েছে সেখান থেকে। ফ্যাসিস্টদের দোসররা যা ঘটিয়েছে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে লিচুর বাগানের নায়কদের মনে রাখতে হবে কিংস পার্টির তকমা না থাকলে তারা কি গোপালগঞ্জ থেকে ফিরে আসতে পারতেন?

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল শত উস্কানীর মুখে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে আসছে। কিংস পার্টি ও জামাতের উস্কানীতেও তারা সংযত। তারেক রহমানের নির্দেশনায় শত ষড়যন্ত্র ও কুটকৌশলের ফাঁদে পা দিচ্ছে না। বরং গোপালগঞ্জে এনসিপি নেতাদের ওপর হামলার ঘটনায় বিএনপি সাথে সাথে নিন্দা জানিয়েছে। পরিচয় দিয়েছে দায়িত্বশীলতার। সহনশীলতা ও সুস্থধারার রাজনীতি ফিরে আসুক। জনগনের ক্ষমতায়ন ও নির্বাচিতরাই হোক জনগনের সেবক। মব সৃষ্টিকারিদের হাতে দেশ নয়।

স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের এক বছর

সোহরাব হাসান

গণ-অভ্যুত্থানের বার্ষিকী উপলক্ষে ১লা জুলাই থেকে সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নানামুখী কর্মসূচি নিয়েছে। ওই দিন বিএনপি বাংলাদেশ চীন মৈত্রী হলে আন্দোলনে শহীদ ও গুম হওয়া পরিবারের স্বজনদের নিয়ে এক সমাবেশ করে, যাতে বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ভিডিও বার্তায় বক্তব্য রাখেন এবং দেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের লক্ষ্যে দ্রুত নির্বাচনের তাগিদ দেন। ছাত্রনেতৃত্ব থেকে গড়ে ওঠা জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতারা রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে দেশব্যাপী তাদের কর্মসূচি শুরু করেছে। আরও কোনো কোনো দল আলাদা কর্মসূচি নিলেও চব্বিশের সেই উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়নি।

চব্বিশে ছাত্রদের আন্দোলনটি সরকারি চাকরিতে কোটার বিরুদ্ধে শুরু হলেও পরবর্তীকালে সেটা সরকার পতনের একদফায় পরিণত হয়। আন্দোলনে সাধারণ মানুষ সক্রিয় হয়েছিল বৈষম্যহীন একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। বিগত সরকারের আমলে তিনটি নির্বাচনে তারা ভোট দিতে পারেননি। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সর্বত্র দখলবাজি, চাঁদাবাজির সঙ্গে প্রশাসনের সর্বস্তরের দুর্নীতির মহোৎসব মানুষকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করেছিল। এক বছর পর দেখা গেল, আইনের শাসনের বদলে একধরনের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। আওয়ামী লীগ আমলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বিএনপি-জামায়াত ট্যাগ লাগিয়ে শায়েস্তা করা হতো। এখন স্বৈরাচারের দোসর হিসেবে ট্যাগ লাগানো হচ্ছে।

অতি সম্প্রতি বেশ কিছু ঘটনায় নাগরিক নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়েছে। কুমিল্লায় এক সন্ত্রাসী একজন সংখ্যালঘু দরিদ্র নারীকে ধর্ষণ করে এবং সহযোগীরা তার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। ভোলায় সন্ত্রাসীদের হাত থেকে স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে আরেক নারী গণধর্ষণের শিকার হন। চট্টগ্রামের পটিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা ছাত্রলীগের এক কর্মীকে থানা পুলিশের হাতে দিয়ে বলেছেন, তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেছেন, মামলা ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। কিন্তু ছাত্ররা তা মানতে নারাজ। এ নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয় এবং ছাত্ররা ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে অপসারণের দাবিতে ৭ ঘণ্টা চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। তাদের দাবির মুখে ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করে সরকার জেলা সদরে সংযুক্তে বাধ্য হয়।

এদিকে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম থানায় হামলা চালিয়ে সাজাপ্রাপ্ত দুই আসামিকে ছিনিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। এ হামলায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)সহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দুই পুলিশ সদস্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ২০০-২৫০ জন একযোগে থানা চত্বরে ঢুকে তাণ্ডব শুরু করে। তারা থানার চেয়ার, টেবিল, কম্পিউটার ও ল্যাপটপ তাণ্ডচুর করে, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র তছনছ করে, ইটপাটকেল ছুড়ে থানার জানালার কাঁচ ও দরজা ভেঙে ফেলে। পুলিশ তাদের বাধা দিলে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ হয়।

> সেই ছেলেটির খোঁজ স্বাধীন বাংলাদেশে পাওয়া গেলেও চব্বিশের জুলাইয়ের অনেক শহীদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাদের অনেকেই বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে গোরস্থানে শেষ ঠিকানা বেছে নিয়েছেন। কিন্তু সরকার কিংবা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিরা তাদের খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হয়নি

পুলিশ জানায়, বুধবার সন্ধ্যায় লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কের সমোরবাজার এলাকায় চাঁদাবাজির সময় বেলাল ও সোহেলকে হাতেনাতে আটক করা হয়। পাটগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উত্তম কুমার দাশ ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। এসব ঘটনা আইনশৃঙ্খলার অবনতির চরম বহিঃপ্রকাশ।

গত ১১ মাসে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েই সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি র‍্যাব, বিজিবি ও সেনাসদস্যরাও মোতায়েন আছে। তারপরও অপরাধ কমছে না। থেমে থেমে সংঘবদ্ধ সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। এই ধরনের একের পর এক আইনের শাসনবিরোধী কাণ্ড চলতে থাকলে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে প্রতিশ্রুত নির্বাচনটি করাও সম্ভব হবে না।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস মঙ্গলবার জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পুনরুত্থান কর্মসূচির উদ্বোধন করতে গিয়ে একটি চমৎকার বাক্য উচ্চারণ করেছেন। সেটি হলো স্বৈরাচার যেন আর মাথাচাড়া দিতে না পারে। তিনি এর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তার ভাষায়, 'স্বৈরাচারের প্রথম পাতা মেলার আগেই যেন আমরা তাকে ধরে ফেলতে পারি। ১৬ এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

মিথ্যা চরিত্রের ক্যান্সার

এস এম মোজাম্মেল হক

ক্যান্সার একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। যদিও যে কোন রোগই মৃত্যুর জন্য নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারে। তুচ্ছ কারণে মৃত্যুর বহু প্রমাণ যেমন রয়েছে আবার অনেক জটিল রোগ থেকেও অবিশ্বাস্যভাবে নিরাময় লাভ করার বহু নজিরও আছে।তবে কিছু রোগ আছে যা একবার পেয়ে বসলে তা থেকে নিস্তার পাওয়া খুবই কঠিন। অনেক উন্নত চিকিৎসায় হয়ত কষ্ট কিছুটা লাঘব হয় বা মৃত্যু ঝুঁকি সামান্য সময়ের জন্য কিছুটা কমিয়ে আনা যায় তবে প্রকৃতপক্ষে সে রোগই শেষ পর্যন্ত জীবনাবসনের কারণ হয়। বহু জটিল রোগের মধ্যে ক্যান্সার তদ্রুপ একটি রোগ যা কিনা শারিরীক রোগের অন্তর্গত তবে অনেক মানুষিক রোগও রয়েছে যা অত্যন্ত জটিল ও অনিরাময় যোগ্য।শরীর মন এর বাইরে চরিত্রও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অবয়ব যা দেখা নাগেলেও বাহ্যিক আচার আচরণে এর অন্তর্গত দোষ গুন প্রকাশ পায় যা সব সময় গোপন বা অপ্রকাশিত থাকেনা। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তা প্রকাশ হয়েই পরে।তবে ভাল মানুষের অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল ভ্রান্তি হলে তারা তা আত্মসম্মান বজায় রাখার স্বার্থে গোপন রাখার চেষ্টা করে বা গোপন থাক সেই কামনা করে যদিও সব সময় তাদের সে কামনা বাসনা পূরণ হয় এমন নয়। পক্ষান্তরে যারা নিজেদের ভাল মন্দের কারণে সুনাম দুর্নামের বিষয়টি তেমন তোয়াক্কা করেনা তারা নিজ কর্মের বিষয় নিয়েও তেমন ভাবেনা ।আবার অন্য একদল আছে যারা মন্দ কাজকেই সঙ্গী করে অগ্রগতি অর্জন করতে ব্যাপৃত।তারা কৌশলে নিজের দুষ্ট চরিত্র প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহী কারণ তারা মনে করে তাদের দুষ্ট চরিত্রের যত বেশী প্রচার হবে লোকজন তাদের তত বেশী সমীহ বা ভয় করে চলবে এটাই তাদের নিজেকে শক্তিশালী প্রমাণের অন্যতম উপায় এবং যেহেতু এতে তারা সাময়িক সময়ের জন্য নিজেকে কৃতকার্য মনে করে তাই তারা আচরণের এ কলুষিত দিকটিকে ক্রমান্বয়ে অবনতিশীল করতে ব্যাপৃত হয়। যদিও তারা মনে করে এটা তাদের কৃতিত্বেরই বহিঃপ্রকাশ।

সচেতন মানুষেরা কোন কিছুকেই ছোট করে দেখেনা ।কোন ছোট ঘটনা বা কারণ ছোট বলে অবহেলার ফলে অনেক বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেয় যা থেকে অকল্পনীয় দূর্দশা সৃষ্টি হতে পারে। তাই বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য শুরুতে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যা জীবনের সব ক্ষেত্রেই মেনে চলা আবশ্যক এবং যারা তা পারে জীবনে অনেক বড় বিপর্যয় থেকে তারা খুব সহজে রক্ষা পেয়ে যায়। কথা হচ্ছিল মিথ্যা নিয়ে। মিথ্যাকে অনেকে খুব ছোট খাট বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে থাকে অথচ বিষয়টি মোটেও ছোট নয়। অনেক বড় ঘটনা দূর্ঘটনার সূচনা হয় মিথ্যাকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়ার মাধ্যমে।ব্যক্তি পর্য্যায়ে মিথ্যা বলার বা আশ্রয় প্রশ্রয়ের কারণে যদি তার চরিত্র ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তাতে ক্ষতি হয় তার বা তার পরিবারের কিন্তু নেতৃস্থানীয়দের বেলায় তা নয় তার কারণে ক্ষতি হয় নেতৃত্বের অধীন বৃহৎ জনগোষ্ঠির সে কারণে ভেবে চিন্তে সকলের চলা খুবই জরুরী ।কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলে ফেঁসে যান তখন তা থেকে বাঁচার জন্য নতুন করে বলেন বক্তব্যটি রাজনৈতিক অথবা কথার কথা যা আর একটি মিথ্যা বিষয়টি তারা উপলব্ধি করতে না পারলেও জনগণ ঠিকই ধরে ফেলে আর এতে করে তাদের পূত পবিত্র চরিত্রে কালিমা লিপ্ত হয়। যা অন্যের দেয়া নয় নিজেদেরই অর্জন ।মিথ্যা বলা ও আশ্রয় প্রশ্রয়ের কারণে কেউ যদি একবার অন্যের নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত হয় তাহলে কোন ভাবেই আর সে কলঙ্ক থেকে নিস্তার পাবার সুযোগ থাকেনা ।গোয়েবলসের চরিত্রে মিথ্যার কলঙ্ক এমনভাবে লেপ্টে গেছে কোনদিন আর সে কলঙ্ক থেকে মুক্ত হবার সুযোগ নেই। ইসলামের সূচনা লগ্নে ওমর(রা) ও আবু

জাহেল উভয়ে একই মতাবলম্বি হওয়া সত্ত্বেও ওমর(রা) সত্যাশ্রয়ী হবার কারণে তার মর্যাদা হিমালয় সম উচ্চতায় অধিষ্ঠিত হয় অথচ আবু জাহেলের করুণ পরিনতি সবারই জানা। তদ্রুপ মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার কারণে খুব সামান্য সময়ের জন্য মীর জাফর নিজেকে বিজয়ী মনে করলেও প্রকৃত পক্ষে ঐতিহাসিক ভাবে সেই পরাজিত এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলাই বিজয়ী।ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে এভাবে হাজারো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। অতিরিক্ত লোভ মোহ এবং ন্যায়বোধের অভাবেই মানুষ যুগে যুগে এভাবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অথচ তা থেকে পরবর্তি প্রজন্ম শিক্ষা গ্রহন করে নিজেদের সংশোধনের পথে কখনো ফিরিয়ে না এনে বরং চাতুরতার আশ্রয় নিয়ে মিথ্যাকে রাজনৈতিক বক্তব্য বা কথার কথা হিসেবে চালিয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকে।

পক্ষ বিপক্ষ নির্ধারণে স্বার্থকে প্রাধান্য নাদিয়ে মিথ্যার পরিবর্তে সত্য এবং অন্যায়ের পরিবর্তে ন্যায়কে প্রাধান্য দেয়া হলে জীবন মান অনেক সহজ হতে বাধ্য ফলে অনেক দন্দ্ব সংঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া ও একটি সুন্দর পরিবেশও বজায় রাখা সম্ভব যা সকলের জন্যই মঙ্গলজনক। পৃথিবীতে মিথ্যাশ্রয়ী বহু যুদ্ধে এ যাবত বহু নিরীহ মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়েছে। অথচ মিথ্যা অযুহাতে যুদ্ধ না বাধিয়ে আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ পরিহার করে শান্তি স্থাপন খুবই সহজ।পৃথিবীতে বর্তমান চলমান অনেক সংঘাতও এর বাইরে নয়। শান্তিপ্রিয় ও বিবেকবান মানুষ মনে করে নিরীহ মানুষের জীবন রক্ষা ও শান্তি এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

> মনেরাখা দরকার শান্তির প্রশ্নে এগিয়ে আসায় কোন হার নেই বরং ইতিহাসে তাঁরাই অধিক সম্মানজনক অবস্থান লাভ করেন কারণ ভবিষ্যত যেহেতু কারো জানা নেই তাই বিজয়ের আশা পোষণ করে সংঘাত চালিয়ে যাবার চেয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যার যার নিজের অবস্থানকে কাজে লাগানোই উত্তম। আশা করা যায় সবাই পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবেন

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

আবু সাঈদের মৃত্যু ‘অধিক উত্তম, সম্মানের, শ্রেয়’

তুহিন ওয়াদুদ

আমাদের ইতিহাসে ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই দিনটি বিশেষ দিনে পরিণত হয়েছে। এই দিনে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী শিক্ষার্থী শহীদ আবু সাঈদ দানব সরকারের অস্ত্রের সামনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুই হাত প্রশস্ত করে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্ববাসী দেখেছে বাঙালি তরুণের সাহস। বিশ্ব ইতিহাসেও আবু সাঈদ এক অনন্য চরিত্র হয়ে উঠেছে।

পুলিশের কয়েকজন সদস্য একসঙ্গে তাকে ঘিরে ধরে লাঠিতে মেরেছে। অকুতোভয় আবু সাঈদ এত মার খাওয়ার পরও অস্ত্রের সামনে দুই হাত প্রশস্ত করে দাঁড়াতে দ্বিধা করেনি। আবু সাঈদকে কাছে থেকে নির্মমভাবে ছররা গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। এরপরও জীবনের এমন এক উচ্চতায় আবু সাঈদ পৌঁছে গেছে, যেখানে পৌঁছে গেলে মানুষ অমরত্ব লাভ করে।

শ্রেণিকক্ষে কোনো দিন উঁচু গলায় কথা বলেনি যে আবু সাঈদ, সেই কিনা কোটা সংস্কারের দাবিতে গড়ে ওঠা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হয়ে উঠেছিল নেতৃস্থানীয় সংগঠক-সমন্বয়ক। টিউশনিতে উপার্জন করে নিজের লেখাপড়ার খরচ নিজেকে চালাতে হতো তাকে। সেই টাকা থেকে কিছু দিয়ে আন্দোলনও এগিয়ে নিয়েছে সে। তার জন্মস্থানে প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কাছে তার বিনয়ের কথা শুনেছি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে-ই হয়ে উঠেছিল দুর্বিনীত।

সরকারি রক্তচক্ষুকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ অব্যাহত রেখেছিল শহীদ আবু সাঈদ। ছাত্রলীগের পেটোয়া বাহিনীর মার খেয়েও দমে যায়নি, বরং নিজেকে আরও দৃঢ় করে তুলেছিল আন্দোলনে। সে সময় সরকার যা চাইত, তাই হতো। সেই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আবু সাঈদের মৃত্যু ঘটনাক্রমে নয়। বয়সে তরুণ হলেও তার বুদ্ধির স্তর ছিল পরিণত। বুদ্ধিদীপ্ত ছিল তার অবস্থান। আন্দোলনকে চাঙ্গা করতে ফেসবুকে সে নূরলদীন, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা, শামসুজ্জোহা, রফিক,শফিক, বরকতকে নিয়ে লিখেছে। সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছে। ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে লিখেছে। আন্দোলনের যৌক্তিকতা বোঝানোর চেষ্টা করেছে।

শহীদ আবু সাঈদ ১৫ জুলাই ফেসবুকে অনেকগুলো পোস্ট করে। সব কটি কোটা সংস্কারের জন্য বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকেন্দ্রিক হলেও তার অর্থ কোটা আন্দোলনের সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। শহীদ শামসুজ্জোহার মারা যাওয়ার আগের দিন কী বলেছিলেন, তা উল্লেখ করেও একটি পোস্ট দিয়েছিল। শহীদ শামসুজ্জোহার উক্তিটি-‘আজ আমি ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত। এরপর কোন গুলি হলে তা ছাত্রকে না লেগে যেন আমার গায়ে লাগে।’ আবু সাঈদের মন্তব্য ছিল-‘অন্তত একজন শামসুজ্জোহা হয়ে মরে যাওয়াটা অনেক বেশি আনন্দের, সম্মানের আর গর্বের।’ এটাই ছিল ফেসবুকে তার শেষ পোস্ট।

জীবিত আবু সাঈদের চেয়ে মৃত আবু সাঈদ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। শহীদ আবু সাঈদ জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছে মৃত্যুও কত সুন্দর হতে পারে, অর্থবহ হতে পারে। দেশজুড়ে আন্দোলনকারীরা যেন আবু সাঈদের মতো হয়ে উঠেছিল। তারাও মৃত্যুভয় পদদলিত করে এগিয়ে গেছে প্রতিদিন। সেই এগিয়ে চলার পরিণতি ৫ আগস্ট দানব সরকারের পতন।

১৫ জুলাই সরকারের এবং সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের কঠোর সমালোচনা করে দীর্ঘ পোস্ট দিয়েছে। এখানে লিখেছে, ‘আপনাদের মতের সাথে না মিললেই সে রাজাকার এই অপকৌশল এখন আর চলবে না।’ এই পোস্টের শেষে লিখেছে, ‘দেশের মালিক দেশের জনগণ, কাজেই জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিন। সরকার যা চাইবে তাহাই হইবে এটা কোনো গণতান্ত্রিক দেশের চিত্র হতে পারে না।’

১৪ জুলাই আবু সাঈদ লিখেছে, ‘আমিও তো সেটাই কই বাঁচলে বাঁচার মতো বাঁচব। কারও রক্তচক্ষু ভয়ে, ন্যায়কে ন্যায়, আর অন্যায়কে অন্যায় বলতে পিছুপা হবো না।’

১৩ জুলাই তারিখে আবু সাঈদ ফেসবুকে লিখেছে, ‘সবথেকে যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো আপনি ন্যায়ের পক্ষে না অন্যায়ের পক্ষে। অন্যায়ের পক্ষে থেকে ১০০ বছর বাঁচার থেকে ন্যায়ের পক্ষে থেকে মারা উত্তম, সম্মানের, শ্রেয়।’ ১৬ জুলাই আবু সাঈদ শতবর্ষী হওয়ার বদলে ন্যায়ের পক্ষে থেকে মৃত্যুকে বরণ করেছে বীরের বেশে। ফলে সে হয়ে উঠেছে মৃত্যুহীন প্রাণ।

আবু সাঈদ ফেসবুকে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার মতো পোস্ট দেওয়ার কারণ আছে। আবু সাঈদসহ অন্য যে সমন্বয়কেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত কর্মসূচি পরিচালনা করেছে, তাদের কাউকে কাউকে ভয় দেখানো হয়েছিল। আন্দোলন বন্ধ করতে বলা হয়েছিল। তাদের গায়ে হাত তোলা হয়েছিল। সরকার, আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠন সবাই মিলে আন্দোলন বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কারণে অতীতে অসংখ্য মানুষকে সরকার মেরেও ফেলেছে। ফলে আবু সাঈদ মৃত্যু হতে পারে জেনেও অনড় ছিল।

জীবিত আবু সাঈদের চেয়ে মৃত আবু সাঈদ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। শহীদ আবু সাঈদ জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছে মৃত্যুও কত সুন্দর হতে পারে, অর্থবহ হতে পারে। দেশজুড়ে আন্দোলনকারীরা যেন আবু সাঈদের মতো হয়ে উঠেছিল। তারাও মৃত্যুভয় পদদলিত করে এগিয়ে গেছে প্রতিদিন। সেই এগিয়ে চলার এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

> পুলিশ-র‍্যাব-প্রশাসনের বিশাল গাড়িবহর ছিল মরদেহবাহী গাড়ির সঙ্গে। আবু সাঈদের আত্মীয়স্বজন, কয়েকজন সহযোদ্ধা ছিল সঙ্গে। শিক্ষক বলতে সঙ্গে ছিলাম আমি একাই। পথে প্রায় আধঘণ্টা একটি স্থানে মরদেহ আটকে রাখা হয়েছিল। আমরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখালে গাড়ি আবারও চলতে থাকে। রাতেই দাফন করতে চেয়েছিল। আবু সাঈদের ভাই রমজান আলী ও আমি বিরোধিতা করেছি। পরে সকালে আবু সাঈদের মরদেহ দাফন করা হয়। এরই মধ্যে একটি বছর চলে গেছে। আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডের বিচারেও এসেছে অগ্রগতি। আমরা চাই, শহীদ আবু সাঈদসহ জুলাই অভ্যুত্থানের সব হত্যাকাণ্ডের বিচার হোক। দেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রাণের বিসর্জন, সে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হলেই কেবল জীবনদান সার্থক হবে

ইসলামপন্থীদের নির্বাচনী ঐক্য কি আদৌ হবে, জোট হলে কী হবে

এস কে তৌফিক হক, সৈয়দা লাসনা কবীর ও মোহাম্মাদ ঈসা ইবন বেলাল

> নারীদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণে তাদের ভূমিকা কী হবে? আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়, ইসলামি দলগুলোর সাংগঠনিক কাঠামোয় ভিন্নধর্মাবলম্বী এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। এ বিষয়ে ইসলামি দলগুলোর ভাবনা কী? কীভাবে তারা দেশের সব নাগরিকের জন্য সমানভাবে কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করবে? শেষ কথা : ইসলামি দলগুলোর মধ্যে এর আগে একাধিকবার ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও ৫ আগস্ট-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বাস্তবতায় পুনরায় দলগুলোর মধ্যে নতুন করে ঐক্যের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এই ঐক্য প্রচেষ্টা আদৌ সফল হবে কি না, কিংবা ঐক্য হলে আগামী নির্বাচনে তাদের ফলাফল কেমন হবে, তার উত্তর পেতে আগামী জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে

দেশে জাতীয় নির্বাচনের পালে হাওয়া লেগেছে। আগামী ফেব্রুয়ারি কিংবা এপ্রিলে নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ায় আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশে ভোটারদের কাছে বিএনপির বিকল্প হতে চাইছে ইসলামি দলগুলো। তারা এক ছাতার নিচে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামী নির্বাচনে লড়তে চায়। তবে ইসলামি দলগুলোর অতীত ঐক্যের ইতিহাস মোটেও সুখকর নয়, তাই তারা এ নির্বাচনকে ঘিরে ঐক্য গড়তে চাইলে আদতে তা কতটা সফল হবে, নাকি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে, তা নিয়ে চলছে জল্পনাকল্পনা।

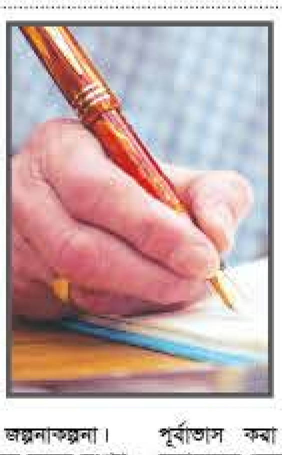

বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত ইসলামি রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ১০, সঙ্গে আরও কিছু অনিবন্ধিত ছোট দলও রয়েছে। এ দলগুলো মূলত তিনটি আদর্শিক ঘরানায় বিভক্ত। এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী হলো ‘সংস্কারপন্থী’ ধারার সর্ববৃহৎ দল। কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক দেওবন্দ আদর্শের দলগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় ধারার: এর মধ্যে রয়েছে ইসলাম আন্দোলনের মতো দলগুলো। কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক একটি ‘অরাজনৈতিক’ সংগঠন হলো হেফাজতে ইসলাম। ‘অরাজনৈতিক’ হলেও এ সংগঠনে বিভিন্ন ইসলামী দলের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এ দুটি ধারার বাইরেও আরও কয়েকটি গোষ্ঠী আছে, যারা মেজভি বা বেরলভি আদর্শের। এ দলগুলোর মধ্যে ঐক্য ও বিভক্তির ইতিহাস একরকম মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো। একদিকে যখন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অপর দিকে বিভাজন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ক্রিয়াশীল ইসলামি দলগুলোর মধ্যে কোনো না কোনোভাবে ঐক্য হলেও একমাত্র জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে ১৯৭৯ সালের পর অন্য কোনো ইসলামি দলই ঐক্য করতে আগ্রহী হয়নি।

অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল পূর্বাভাস করা বেশ জটিল। আগের নির্বাচনগুলোর ফলাফলের চেয়ে এবারের ফলাফল ভিন্ন হতে পারে।

নির্বাচনী ঐক্য ও বিভক্তির ইতিহাস

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশে ইসলামি রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল ১০। ’৭১-পরবর্তী সময়ে এসব দল ও ধর্মীয় রাজনীতি দুটিই নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৭৬ সালে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলে সেই বছর ডেমোক্রেটিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফতে রব্বানী পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী মিলে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লিগ (আইডিএল) নামে একটি জোটবদ্ধ রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গঠন করে।

এই প্ল্যাটফর্ম ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং ৬টি আসন লাভ করে। এটি ছিল বাংলাদেশের ইসলামি ধারার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রথম ঐক্য প্রচেষ্টা। ১৯৭৯ সালে জোটটির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও নেতৃত্ব নিয়ে দলগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে জোটটি আর এগোতে পারেনি এবং সেখানেই ভাঙন ধরে।

১৯৮১ সালে ইসলামপন্থী দলগুলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য একটি ঐক্য প্রচেষ্টা শুরু করে। হাফেজ্জি হুজুর যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের ডাক দেন, তখন ইসলামি দলের নেতারা এবং কিছু অরাজনৈতিক আলেম তাঁর ডাকে সাড়া দেন। জামায়াতে ইসলামী ঐক্যে অংশগ্রহণ করতে চাইলে হাফেজ্জি হুজুর তাদের মওদুদির কিছু মতবাদ সংশোধন করার আহ্বান জানান এবং পত্রিকায় এ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশের শর্ত জুড়ে দেন।

জামায়াত ওই শর্ত মেনে না নেওয়ায় জামায়াতকে ছাড়াই ঐক্য হয়। চারটি দলের সমন্বয়ে গঠিত ঐক্যটি ‘উলামা ফ্রন্ট’ নামে পরিচিত ছিল। তবে তারা সে নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

১৯৮৭ সালে হাফেজ্জি হুজুরের মৃত্যুর পর কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। হাফেজ্জি হুজুরের মৃত্যুর পর তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী ফজলুল হক আমিনী, আজিজুল হক ও সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে তিনটি আলাদা দল প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে ফজলুল করীমের দলই বর্তমানে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নামে পরিচিত।

১৯৯১ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর ছয়টি দলের সমন্বয়ে ‘ইসলামী ঐক্যজোট’ গঠন করা হয়। জোটটি ১৯৯১ সালের নির্বাচনে একটি আসন এবং মোট ভোটের ০.৮ শতাংশ পায়। তবে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও নেতৃত্বের আগাআগি নিয়ে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জোটটি আবার ভাঙনের মুখে পড়ে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী অন্যান্য ইসলামি দলের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলেও তারা এককভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ১৮টি আসন ও মোট ভোটের ১২.২ শতাংশ অর্জন করে।

জোট কি আদৌ হবে?

এবার ‘ইসলামী দলগুলোর ঐক্য’ বলতে মোটাদাগে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলনের জোটবদ্ধ হওয়াকে বোঝানো হচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে এ দল দুটি কখনো এক ছাতার নিচে আসেনি; বরং একধরনের দূরত্ব বজায় রেখেছে।

গত প্রায় সাড়ে চার দশকের ইসলামি দলগুলোর ঐক্য প্রচেষ্টায় একটি বিষয় লক্ষণীয়, সব ক্রিয়াশীল ইসলামি দলগুলোর মধ্যে কোনো না কোনোভাবে ঐক্য হলেও একমাত্র জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে ১৯৭৯ সালের পর অন্য কোনো ইসলামি দলই ঐক্য করতে আগ্রহী হয়নি। এর মূল কারণ ছিল জামায়েতের সঙ্গে অন্য এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস এবং কিছু কথা

মর্যাদাপূর্ণ কংগ্রেশনাল স্বর্ণপদক বিশ্ববরেণ্য এই মহান নেতাকে প্রদান করা হয়।১৯৯৩ সালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল শান্তি পুরস্কারে ম্যান্ডেলাকে ভূষিত করা হয়। ২০১৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরিশেষে জাতিসংঘ তাঁর মত দূরদর্শী ও বীর রাষ্ট্রনায়ক নীতির প্রতি চির অবিচল সফল ও কষ্টসহিষ্ণু নেতা তথা কোনো প্রকার লোভ প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার কাছে নিজেকে জড়াননি এমন মহামানবের জন্মদিনকে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ঘোষনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষের মত অধির আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুণছি, সে সব যুগন্ধর নেতা পৃথিবীতে আর কবে জন্মাবে " যারা কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে"

মো. কায়ছার আলী

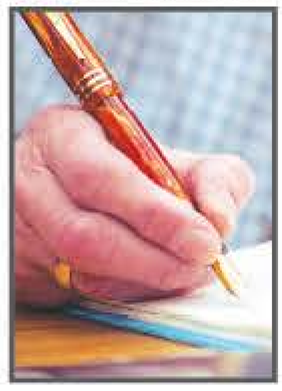

"আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে, কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাইরে, পাহাড় শিখায় তাহার সমান হই যেন তাই মৌন- মহান" আকাশের মত ঔদার্য,ক্লান্তিহীন বায়ুর মত কর্মীদের প্রেরণা এবং পাহাড়ের মত উচ্চতা নিয়ে যিনি আজও মাথা উঁচু করে বেঁচে ছিলেন, তিনি হলেন পৃথিবীর আপামর জনগণের অবিসংবাদিত নেতা এবং দুনিয়া কাঁপানো মাহাত্ম্যের মুকুট নিয়ে দেশে দেশে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে জাতীয় সংহতির বীজ বপন ও পুনর্জীবন বাস্তবায়ন করেছেন ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ও মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং এর জীবনীর প্রতি যার আগ্রহ বেশি তিনি হলেন অহিংস বর্ণবাদ বিরোধী দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা। দক্ষিন আফ্রিকার মানুষ তাঁকে আদর করে মাদিবা নামে ডাকে। এছাড়াও কিছু মহান ব্যক্তিত্বের পদচারণায় পৃথিবীর ইতিহাসে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন শত্রুকে অর্থাৎ রাজা পুরুকে হাতের কাছে পেয়ে বিজয়ী হয়ে প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে উদাহরণ স্থাপন করেছেন এজন্যই তো তিনি মহাবীর আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।

ক্ষমতার রাজনীতি থেকে নতুনদের হাতে নেতৃত্ব দিয়ে স্বেচ্ছায় অবসর নেন আধুনিক মালয়েশিয়ার উন্নয়নের রূপকার কিংবদন্তি প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ। ভারতের পশ্চিম বঙ্গের আলোকিত মুখ্যমন্ত্রী বর্ষিয়ান প্রয়াত জননেতা জ্যোতিবসু। ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছে নিজেই অন্যজনকে সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে স্বেচ্ছায় সরে আসেন বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। তবে আজকে লেখার কেন্দ্রবিন্দু হলেন মহত্ব এবং উদারতা অর্জনকারী এবং সাদা কালোর মৈত্রীর সেতুবন্ধনকারী, শান্তি আর সম্প্রীতির দাঁড়িয়ে থাকার স্তম্ভ বিশ্ববরেণ্য নেলসন ম্যান্ডেলা। কেন এবং কি জন্য একজন মানুষের জন্ম দিন কে জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিল। আজকে (১৮ জুলাই) নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মদিন তাই তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং ইন্টারনেট সার্চ করে লিখছি। ২০০৯ সালের ২৭শে এপ্রিল কনসার্ট ৪৬৬৬৪ এবং নেলসন ম্যান্ডেলা ফাউন্ডেশন নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস প্রতিষ্ঠা ও পালনে বিশ্ব জনগোষ্ঠির সহায়তা ও সমর্থন কামনা করেন। তদুপরি গত ২০০৯ সালে নভেম্বরে সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন আফ্রিকার স্থপতি এই মহান নেতা আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মদিনকে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব দেন। জাতিসংঘের ১৯২ সদস্য মহাসচিবের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাবটি গ্রহন করে। তাই ২০১০ সাল জাতিসংঘ দিনটিকে নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস (১৮ জুলাই) হিসেবে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে যথাযথ মর্যাদার সাথে সারা বিশ্বের মত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও পালন করছে। ১৯১৮ সালে ১৮ জুলাই দক্ষিণ আফ্রিকার উমটাটায় কৃষ্ণাঙ্গ রিজার্ভ ট্রান্সকিই শহরের রাজধানীতে মুভিজোর নামক গ্রামে পিতা হেনরি গাডলাও মাতা- নোসিকেনী দম্পতি ঘরে তিনি জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা ছিলেন গ্রাম্য মোড়ল। তবে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরাগ ভাজন হওয়ার পরে তারা তাঁর পিতাকে পদচ্যুত করেন। তিনি তখন তাঁর পরিবার সহ কুনু গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।ম্যান্ডেলার বাবার মৃত্যুর পর দালিন্দ্যেবো তাঁকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহন করেন। সেখানেই তিনি আস্তে আস্তে বেড়ে উঠেন। আর নেতৃত্বের গুণটা পারিবারিক ভাবে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে। ম্যান্ডেলা ছিলেন তাঁর পরিবারের প্রথম সদস্য যিনি স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। স্কুলে পড়ার সময় তাঁর শিক্ষিকা এমদিনগান ম্যান্ডেলার ইংরেজি নাম রাখেন নেলসন। ম্যান্ডেলা রাজপ্রাসাদের কাছের একটি মিশনারী স্কুলে পড়াশোনা করেন। থেম্বু রীতি অনুযায়ী ১৬ বছর বয়সে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর গোত্রে বরণ করে নেয়া হয়। এরপর তিনি ক্লার্কবারি বোর্ডিং ইন্সটিটিউট থেকে তিন বছরের জায়গায় মাত্র দুই বছরেই জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাশ করেন। স্কুল পাশ করার পর ম্যান্ডেলা ফোর্ট হেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ কোর্সে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষের শেষে ম্যান্ডেলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্র সংসদের ডাকা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এরপর তাকে ফোর্টস হেয়ার থেকে চলে যেতে বলা হয়। শর্ত দেয়া হয় কেবল ছাত্র সংসদে নির্বাচিত হতে পারলেই তিনি সেখানে ফেরত আসতে পারবেন। জীবনের পরবর্তী সময়ে কারাগারে বন্দী অবস্থায় তিনি ইউনিভার্সিটি অব সাউথ আফ্রিকা দুরশিক্ষণ কার্যক্রমের অধীনে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি ইউনিভার্সিটি অব উইটওয়াটার্সরান্ডে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা শুরু করেন। ছাত্র অবস্থায় সাদা কালোর ভেদাভেদ তাঁকে মানসিক ভাবে উৎপীড়িত করত। সাদারা পরিধান করতো দামি কাপড় আর খেত দামী খাবার। কালোদের দৈন্য অবস্থা জরাজীর্ণ পোশাক আর দীনহীন জীবন , একই দেশে দুই সমাজ ব্যবস্থা । এসব দেখে এক ধরনের আক্রোশ জন্ম নিয়েছিল মনের ভিতরে। বস্তিবাসী শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য দারিদ্র , ক্ষুধা ও পুলিশের অবিরাম হয়রানি নিত্য দিনের সঙ্গী

এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

BEST TAX EXPRESS INC.

ট্যাক্স
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

**অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন।**

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং,অডিট,ফাইন্যানসিয়াল স্টেটিমেন্ট, বুককিপিং , অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, লাইসেন্স ও পে-রোল,আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ।

Individual And Business Tax, Audit, Financial Statement, Bookkeeping, Non-profit Business Setup, Licensing & Payroll, Specialized In IRS & NYS Tax Problem Resolution

FINANCE, ACCOUNTING, TAX FILING, AUDIT & CONSULTING
(Business & Non profit)

Call Us
+1 (646) 253-4798
+1 (718) 878-6878

Email Us
besttaxexpress@gmail.com

OpenTime
Seven Days in a Week
(07.00 AM - 10.00 PM)

Website
www.besttaxexpress.com

Endicott Branch
103 Washingtone Avenue 2nd Fl, Endicott, NY 13760

Main Branch
168-29 Hillside Ave. 2nd floor, Suit-2 Jamaica, NY 11432

Buffalo Branch
1288 Fillmore Avenue, Buffalo, NY 14211

Jamaica Branch
159-06 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

Woodside Branch
69-07 Roosevelt Avenue 2nd Fl, Woodside, NY 11377

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

এক বছর আগের সাহস গেল কোথায়

> শুধু সংবাদ পরিবেশন নয়, সংবেদনশীল, ন্যায়ের পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান নিতে হবে। চতুর্থত, নাগরিক সমাজকে আবারও সচল করতে হবে। শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, ছাত্র, নাগরিক সমাজ-সবাইকে আবারও ভয়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ-সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে, প্রতিবাদ একা করার বিষয় নয়, সম্মিলিত হওয়ার প্রয়োজন। একজন এগিয়ে এলে দশজন এগিয়ে আসবে, তখনই অপরাধী ভয় পাবে। এই সমাজ একদিন 'ভয় করব না' বলে ইতিহাস তৈরি করেছিল। আজ সেই সমাজ নীরব। কিন্তু ইতিহাস বলে, এই নীরবতা দীর্ঘ বা চিরস্থায়ী নয়। আবারও কোনো ইস্যুতে জেগে উঠবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। কেউ হয়তো আবার বলবে-'ভয় করব না' এবং তখন অন্যরাও সেই কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাবে। হয়তো তখনই প্রশস্ত হবে ন্যায়বিচারের পথ, রাতের আঁধার কেটে আসবে এক আলোকিত নতুন ভোর

বিভুরঞ্জন সরকার

মিটফোর্ড এলাকায় একজন ব্যবসায়ীকে জনসম্মুখে পাথর দিয়ে থেঁতলে হত্যা করা হলো। ঘটনাটি যেমন নির্মম, তেমনই মর্মান্তিক। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেটি আঘাত করে, তা হলো-ঘটনার সময় আশপাশে থাকা মানুষের নীরবতা ও নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। কেউ বাধা দিল না, কেউ 'থামো' বলল না, কেউ ওই বিপন্ন মানুষটার জীবন রক্ষার শেষ চেষ্টা করল না। শ্রেফ তাকিয়ে থাকা, ভিডিও করা, হয়তো পরে শেয়ার করা-এই ছিল সমাজের প্রতিক্রিয়া। আর এই নিস্পৃহতা, এই ভয়ভীতির নিঃসাড় চেহারাটিই এখন বাংলাদেশের নাগরিক বাস্তবতার একটি নির্মম প্রতীক। অথচ এই দেশেই এক বছর আগে মানুষ রাস্তায় নেমেছিল, ভয়কে তুচ্ছ করে, চোখে সাহসের দীপ্তি নিয়ে, বুকের ভেতর বিপ্লবের চেতনা নিয়ে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসের গণ-অভ্যুত্থানে দেশের শহর থেকে মফস্বল পর্যন্ত নেমেছিল হাজার হাজার মানুষ, ছাত্র, শিক্ষক, তরুণ, বয়স্ক। রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্মমতা, গুলি, জলকামান, মামলা, গ্রেপ্তার-সবকিছুকে উপেক্ষা করেও তারা বলেছিল, 'ভয় করব না'। তারা এক নতুন ইতিহাসের বীজ বপন করেছিল। সে সময় স্লোগান ছিল-'ভয়ভীতি উপেক্ষা করে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করব'। কিন্তু মাত্র এক বছরের ব্যবধানে কী এমন ঘটল যে সাহসী মানুষগুলো আজ ভয়গ্রস্ত, নিশ্চুপ, আত্মরক্ষায় ব্যস্ত? এই পরিবর্তনের কারণ নিছক পরিস্থিতি নাকি এর গভীরে রয়েছে আরও বিস্তৃত রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যাখ্যা?

বাংলাদেশে ভয় নতুন কোনো বিষয় নয়। ভয় ছিল পাকিস্তান আমলেও, ছিল সামরিক শাসনামলেও। প্রতিবারই এই দেশের মানুষ সেই ভয়কে ছাপিয়ে গেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই ভয় যেন আরও চতুর, আরও কাঠামোগত, আরও সাংগঠনিক। এখন আর শুধু পুলিশি হুমকি বা রাজনৈতিক দমনই নয়, ভয় চলে এসেছে ঘরে ঘরে, মনে মনে। মানুষ এখন কথা বলার আগেও ভাবে, 'আমি এটা বললে কী হবে? মামলা হবে? কেউ ফলো করছে না তো? মব লেলিয়ে দেওয়া হবে না তো?' এই আতঙ্ক এমন এক বাস্তবতা তৈরি করেছে, যেখানে প্রতিবাদ নয়, চুপ থাকা হয়ে উঠেছে বুদ্ধিমানের পরিচয়। একসময় যারা বুক টান করে রাজপথে স্লোগান দিত, আজ তারা ফেসবুকে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার স্ট্যাটাস দিয়ে দায় সারে। এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন হঠাৎ আসেনি। এর পেছনে আছে দীর্ঘদিনের বিচারহীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়ন ও ভয়কে কৌশলে ব্যবস্থাপনার অস্ত্র বানিয়ে তোলা এক রাষ্ট্রীয় কাঠামো।

মিটফোর্ডে যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সেটি নিছক একটি ব্যবসায়িক বিরোধ থেকে জন্ম নেওয়া সহিংসতা নয়। বরং এটি একধরনের ক্ষমতার প্রদর্শন, যেখানে অপরাধী জানে-তার কিছুই হবে না। সে জানে, 'ক্যামেরা থাকলেও আমি পার পেয়ে যাব, দলীয় পরিচয় থাকলে কেউ ছুঁতে পারবে না।' এই আত্মবিশ্বাস তখনই আসে, যখন আইনের শাসন ব্যর্থ হয়, যখন বিচারপ্রক্রিয়া পক্ষপাতদুষ্ট হয়, যখন অপরাধীদের শাস্তির দৃষ্টান্ত সমাজে অনুপস্থিত থাকে। এর সঙ্গে যদি যুক্ত হয় স্থানীয় রাজনীতির দাপট, দলীয় ছত্রছায়া ও প্রশাসনের নীরবতা-তাহলে অপরাধ আর নিছক অপরাধ থাকে না, তা পরিণত হয় একপ্রকার ঘোষিত কর্তৃত্বে। সেই কর্তৃত্ব তখন সমাজের প্রতিটি স্তরে আতঙ্ক ছড়ায়। মানুষ জানে, প্রতিবাদ করলে বিপদ আসবেই। ভিডিও করলে হয়তো পরে পুলিশ ডাকবে, কিন্তু বাধা দিলে উল্টো মামলা খেতে হবে। এমনকি যে রিকশাচালক ঘটনাস্থলে ছিল, সে পরে সাংবাদিককে বলেছে, 'ভাই, এগিয়ে যেতে তো পারতামই, কিন্তু ওদের চিনি-তারা এক ডাকে ২০ জন আনতে পারে। তারপর আমাকে চিনে রাখলে পরে সামাল দেবে কে?' এই 'চিনে' ফেলার ভয়টাই এখন সবচেয়ে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ।

বিচারহীনতার সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাংলাদেশে বেড়ে উঠে স্থায়ী রূপ পেয়েছে। রাজনৈতিক পরিচয় অনুযায়ী মামলার গতি নির্ধারিত হয়, ভিকটিম নয়, অপরাধীর পরিচয় গুরুত্ব পায়। এই যে বিচারব্যবস্থার অসমতা-এটি একসময় রাষ্ট্রের ওপর মানুষের আস্থাকে উপড়ে ফেলে, তারা বুঝে যায়-প্রতিবাদ করা অর্থহীনই নয়, বরং পরবর্তী সময়ে বিড়ম্বনার কারণ হতে পারে।

এভাবেই এক ভয়গ্রস্ত সমাজ তৈরি হয়, যেখানে অন্যায় দেখেও মানুষ চোখ বন্ধ রাখে। শুধু রাষ্ট্র নয়, এই ভয়কে টিকিয়ে রাখার কাজে ভূমিকা রেখেছে নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যম। একসময় যে নাগরিক সমাজ সাহসী প্রতিবাদের জন্য পরিচিত ছিল, এখন তার বড় অংশই 'দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া' না গিয়ে নিশ্চুপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে বুঝে নিয়েছে। প্রতিবাদের ভাষা আজ বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ, আন্দোলন আর চোখে পড়ে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যাঁরা একসময় রাস্তায় নেমে যেতেন, এখন শুধু ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন। মিডিয়া কেবল ঘটনাটি ঘটেছে-এইটুকু বলেই দায়িত্ব শেষ করে, পারলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কাঠামোগত বিশ্লেষণ, রাষ্ট্রীয় সহনশীলতা, আইনের শাসনের চিত্র-এসব প্রশ্ন কেউ তোলে না। বরং মিডিয়া একটি নিরাপদ অঞ্চলে থেকে 'ব্যালেন্সড' থাকার চেষ্টা করে, যাতে কেউ 'দোষী' না হয়। অথচ মিডিয়ার কাজ তো শ্রেফ ঘটনার বিবরণ দেওয়া নয়, বরং ঘটনা বিশ্লেষণ করে সমাজকে জাগিয়ে তোলা।

রাজনৈতিক মেরুকরণও এই ভয় ও নীরবতার সংস্কৃতিকে আরও পোক্ত করেছে। আজ কেউ একটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বললেও তাকে প্রশ্ন করা এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

ভোট নিয়ে জট কতটা কাটল

আজাদুর রহমান চন্দন

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস যখন আগামী ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলছিলেন, বিএনপি তখন ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন চেয়ে আসছিল। তবে গত ১৩ জুন লন্ডনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের প্রসঙ্গ এলে তাতে একমত হওয়ার কথা জানায় বিএনপি। যদিও লন্ডন বৈঠকের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথ মার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো দৃশ্যমান তৎপরতা না থাকায় বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বে একধরনের সংশয় তৈরি হয়েছিল। ওই ঘোষণার পর বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেলেও নির্বাচন নিয়ে সরকারের দিক থেকে কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছিল না। এর মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন সাক্ষাৎ করে দীর্ঘ সময় একান্তে কথাও বলেন। কিন্তু ওই সাক্ষাতে নির্বাচনের সময় নিয়ে সুনির্দিষ্ট করে কোনো কথা হয়নি বলে পরে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন সিইসি। ৯ জুলাই আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস নির্বাচনের জন্য ডিসেম্বরের মধ্যে সব প্রস্তুতি শেষ করার নির্দেশনা দেওয়ায় দলটির সংশয় কিছুটা কেটেছে।

৯ জুলাই রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাসহ আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বৈঠক করেন। বৈঠকে নির্বাচনের নানা প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের পর প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সাংবাদিকদের বলেন, প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, নির্বাচন ফেব্রুয়ারি অথবা এপ্রিলে হবে। এর অর্থ হলো, নির্বাচনের জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দরকার, সেটি প্রস্তুত করতে যা কিছু প্রয়োজন, তা এখনই শুরু করতে হবে। প্রেস সচিব বলেন, এ জন্য সব প্রস্তুতি, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক প্রস্তুতিগুলো ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে প্রধান উপদেষ্টা নির্দেশ দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে নতুন নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এ সময়ের মধ্যে শেষ করারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। যদিও তফসিল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত এটা বলার সুযোগ নেই যে রমজানের আগে নির্বাচন হচ্ছে। এমনকি তফসিল ঘোষণার পরও নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার নজির আছে।

নির্বাচন ফেব্রুয়ারি অথবা এপ্রিলে হবে-প্রধান উপদেষ্টার এমন ঘোষণা নতুন কিছু নয়। গত ঈদুল আজহার আগে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণেও তিনি এমন কথাই বলেছিলেন। তবে লন্ডন বৈঠকের পর যৌথ ঘোষণায় বলা হয়েছিল, প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, সব প্রস্তুতি শেষ করা গেলে ২০২৬ সালে পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়ার আগের সপ্তাহেও (ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে) নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে সেই সময়ের মধ্যে সংস্কার ও বিচারের বিষয়ে পর্যাপ্ত অগ্রগতি অর্জন করা প্রয়োজন হবে। সেই শর্তগুলো এখনো বহাল আছে।

বিএনপির কোনো নেতা যদিও নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে সংশয়ের কথা বলেননি। তবে চায়ের দোকান, সেলুন কিংবা পাড়া-মহল্লার জটলায় লোকজন কিন্তু ঠিকই সংশয় প্রকাশ করছেন। এ ছাড়া সরকারি ভাষ্যেও সংশয়ের আলামত স্পষ্ট। ড. ইউনূস ও তারেক রহমানের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পরে যে যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করা হয়, তাতে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও সেখানে কিছু শর্ত আরোপ করে বলা হয়েছে, যদি সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা যায় এবং যদি বিচার ও সংস্কারে পর্যাপ্ত অগ্রগতি হয়। কিন্তু এই পর্যাপ্ত সংস্কারের মানদণ্ডটি পরিষ্কার নয়। অর্থাৎ বিচারের কোন পর্যায়কে পর্যাপ্ত বা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি বলা হবে এবং সংস্কারের কোন বিষয়গুলো সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বা জামায়াত নির্বাচনের ব্যাপারে আগ্রহী নয়-তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি।

রাজনীতিতে এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর এনসিপি, জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। তাদের কেউই ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে কোনো শক্ত অবস্থান নেয়নি। বরং তারা নির্বাচনের আগে বিচার ও সংস্কারে পর্যাপ্ত অগ্রগতি চায়। নির্বাচন যত বিলম্বিত হবে জামায়াত, এনসিপি ও ইসলামী আন্দোলনের মতো দলগুলোর তত সুবিধা। কারণ, বেশির ভাগ মানুষের বিশ্বাস, এই মুহূর্তে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হলে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করবে। তাই যদি হয়, তাহলে জামায়াত, এনসিপি ও ইসলামী আন্দোলনের মতো দলগুলোর কী লাভ? তবে লন্ডন বৈঠকে সরকারের লাভ হয়েছে ষোলো আনা। কারণ, ওই বৈঠকের পর থেকে করিডর ও বন্দর ইস্যুতে মুখে কুলুপ এঁটেছেন বিএনপির নেতারা।

জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নানামুখী আলোচনার মধ্যে মার্কিন মুলুক থেকে এসেছে শুল্কের খড়্গ। বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির সঙ্গে আলোচনায় সফল হতে না পারার এমন প্রেক্ষাপটে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন প্রস্তুতির প্রক্রিয়ার কথা জানায় সরকার। এর মধ্য দিয়ে বিএনপিসহ সংশয়ে পড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে এই বার্তা দেওয়া হলো যে সরকার নির্বাচনপ্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। হতে পারে এটাও সরকারের কোনো একটা এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

> এখন যদি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব বা অন্য দলের প্রস্তাবে অযৌক্তিকভাবে শতভাগ একমত হতে বলা হয়, এমনকি অযৌক্তিকভাবে যেখানে সরকারের চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ক্ষুণ্ন হবে রাষ্ট্র পরিচালনায়, সেখানেও যদি সবাইকে নিঃশর্ত রাজি হতে বলা হয়, সেটা তো সংস্কার হলো না। এনসিপি জুলাই সনদকে সংবিধানের মূলনীতিতে যুক্ত করতে চায়। এটি নিয়েও বিএনপির সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। এ রকম আরও অনেক বিষয় আছে যেগুলো নির্বাচনের পথে কাঁটা হয়ে দেখা দিতে পারে। এনসিপিকে দিয়ে নিজের কাজটি করিয়ে নিতে অন্তর্বর্তী সরকারও যে কতটা সিদ্ধহস্ত, তা বেশ কিছু ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে। নির্বাচন ইস্যুতেও সরকার এনসিপি-জামায়াতকে দিয়ে নিজের খেলাটা খেলিয়ে নিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০

- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- মোয়াল্লেম
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট

বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

৭৪৯

JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত

DELTA AIR LINES | Biman Bangladesh Airlines | American Airlines | ETIHAD AIRWAYS | QATAR AIRWAYS | Emirates | KUWAIT AIRWAYS

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।

আবু তাহের খান, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | কাঞ্চন, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | জামান রঞ্জু, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | কে.এম. শহিদ, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | মাহির, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | জাহাঙ্গীর, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | নিলয়, ট্রাভেল কনসালটেন্ট

NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road,
Jackson Heights
NY 11372

ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B,
Tucker, GA 30084
Tel: 404-704-7753

DHAKA OFFICE
Floor #03, House #09
Road # 17, Block-E,
Banani, Dhaka-1213
+88 01711256872

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

পালটা শুল্ক কি যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিক হাতিয়ার

ড. মাহবুব উল্লাহ্

দেশের ভেতরে গণতন্ত্রে উত্তরণে যে আশঙ্কা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশের ওপর ৩৫ শতাংশ পালটা শুল্ক (রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ) আরোপের ভয়ংকর সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই, গড়ে ১৫ শতাংশ পালটা শুল্ক পরিশোধ করে আসছে। এ পরিমাণ শুল্ক পরিশোধে বাংলাদেশ সক্ষমতার পরিচয় দিলেও, বাংলাদেশকে এখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব অনুযায়ী সর্বমোট ৫০ শতাংশ পালটা শুল্ক পরিশোধ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করে পালটা শুল্কের এ চাপ থেকে রেহাই পাওয়া না গেলে, বাংলাদেশকে চরম বিপর্যয়কর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে।

আমরা সাধারণভাবে জানি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে দেশ আমদানি করে, সেই দেশের আমদানিকারকরাই আমদানি শুল্ক পরিশোধ করে। কিন্তু পালটা শুল্কের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশ কোনো দেশে তাদের রপ্তানি সামগ্রী প্রবেশ করাতে চাইলে রপ্তানিকারক দেশের ব্যবসায়ীদেরকেই এ শুল্ক পরিশোধ করতে হবে। বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা ২০১৫ সাল থেকে নিজ নিজ সক্ষমতার ভিত্তিতে, গড়ে ১৫ শতাংশ পালটা শুল্ক পরিশোধ করে আসছিল। এখন ৩৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক যুক্ত হলে পালটা শুল্ক হার দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ। এটা যে খুবই উঁচু ধরনের হার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে নতুন করে যে ৩৫ শতাংশ পালটা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন, দ্বিপক্ষীয় দরকষাকষির মাধ্যমে তা কমিয়ে আনতে দুই দফা আলোচনা হলেও, এখন পর্যন্ত কোনো সমঝোতা হয়নি। আগামী ১ আগস্ট থেকে এ ঘোষণা কার্যকরের আগেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ আবারও বসতে চায়। গত সোমবার ১৪ জুলাই ২০২৫ সচিবালয়ে অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলন করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দীন। তার নেতৃত্বে একটি দল পালটা শুল্ক হার কমানোর জন্য চুক্তিতে আসতে ৯ থেকে ১১ জুলাই ওয়াশিংটনে আলোচনা শেষে গত রোববার ১৩ জুলাই দেশে ফিরেছেন। বাণিজ্য উপদেষ্টা জানিয়েছেন, ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কিছু আলোচনার বিষয় আছে। সেগুলো শেষ করে আবার আলোচনার জন্য তিনি আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। তিনি জানিয়েছেন, একটা ভালো ফলের জন্য সবাই মিলে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বাণিজ্য উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করে বলেছেন, বাংলাদেশ তার সক্ষমতা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবে এবং বাংলাদেশি পণ্যে যুক্তরাষ্ট্র যৌক্তিক পর্যায়ে শুল্ক নির্ধারণ করবে।

কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বা কোন বিষয়ে একমত কিংবা দ্বিমত পোষণ করেছে দেশটি, সেসব বিষয়ে কোনো জবাব দেননি বাণিজ্য উপদেষ্টা। এর কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ বিষয়ে দেশটির সঙ্গে নন-ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট রয়েছে। ফলে বিস্তারিত বলা যাচ্ছে না। গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী যুক্তরাষ্ট্র যদি স্বচ্ছতার নীতিতে ব্যত্যয় ঘটাতে চায়, তাহলে বুঝতে হবে এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো গূঢ় অভিসন্ধি রয়েছে। ছোট ও দুর্বল দেশ হিসাবে এটাই আমাদের নিয়তি হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

গত ২ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের ৬০টি দেশের ওপর বিভিন্ন হারে পালটা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশের জন্য এ হার ছিল ৩৭ শতাংশ। ৭ এপ্রিল ৩ মাসের জন্য তা স্থগিত করে দেশটি। এ মেয়াদ শেষ হয়ে যায় গত ৯ জুলাই। তার আগের দিন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে পাঠানো এক চিঠিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, বাংলাদেশের পণ্য আমদানিতে তারা ৩৭-এর বদলে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন। যুক্তরাষ্ট্রকে শূন্য শুল্কের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ কি তা দেবে? জবাবে শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, 'এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।' যুক্তরাষ্ট্র কোনো দেশে শুল্ক বাড়ালে বাংলাদেশকেও বাড়াতে হবে, এমন কোনো শর্ত আছে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাব দেননি বাণিজ্য উপদেষ্টা।

সংবাদপত্রের সূত্রে জানা গেছে, ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন প্রশ্ন করলে সেগুলোর জবাব পাননি। বাণিজ্য উপদেষ্টা ও বাণিজ্য সচিব তাদের জানিয়েছেন, পালটা শুল্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের আলোচনায় বাণিজ্যের পাশাপাশি অনেক বাণিজ্যবহির্ভূত বিষয়ও আছে। তবে ৯-১১ জুলাইয়ের আলোচনায় কিছু অগ্রগতি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো ক্ষমতাধর রাষ্ট্র বাণিজ্যের মতো অর্থনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে অর্থনীতিবহির্ভূত শর্তাদি যোগ করতে সিদ্ধহস্ত। মোটাদাগে বলা যায়, অর্থনীতিবহির্ভূত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থ। যে স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থ পূরণ হলে, যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর এক নম্বর মোড়ল রাষ্ট্র হিসাবে তার অবস্থান বজায় রাখতে সমর্থ হবে।

পাকিস্তান আমলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের পর যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তখন তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোটেও পছন্দনীয় ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র দুই বড় সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পাকিস্তানের ওপর বড় ধরনের অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। সেই চাপের মধ্যে ছিল পাকিস্তানি উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জন্য মার্কিন সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া অথবা হ্রাস করা, অথবা কঠিন কোনো শর্ত আরোপ করা। এর প্রতিবাদে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য জনগণ 'ডলারের বন্ধন ছিন্ন কর' নামে আন্দোলন করেছিল। এতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিগত শতাব্দীর এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

> যতদিন পর্যন্ত নতুন ধরনের নীতি ও কৌশলের সুফল আসবে না, ততদিন এদেশের জনগণকে বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হবে। এ দুর্ভোগের কারণ কি এই যে, বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে? বাংলাদেশ যে চীন থেকে বিপুল পরিমাণে আমদানি করে, তার কারণটা খুব সহজ। চীন তার পণ্যসামগ্রী প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করে। বাংলাদেশ চীন থেকে যে সমরাস্ত্র আমদানি করে, তার জন্য অন্য অনেক উৎসের তুলনায় কম দাম দিতে হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক; বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি গভীর। তাহলেও পাকিস্তানকে বাংলাদেশের মতো শাস্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। তার কারণ কি এই যে, পাকিস্তানের আণবিক অস্ত্র আছে এবং এ কারণে পাকিস্তানকে নাখোশ করতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র?

শাপলা নিয়ে ঘাপলা

ইলিয়াস হোসেন

> 'ধানের শীষ'-এর পরিবর্তে 'গমের শীষ' বা 'নৌকা'র বদলে 'জাহাজ' জনপ্রিয় হয়নি। মার্কা নিয়ে অতীতেও কামড়াকামড়ি কম হয়নি। কিন্তু, জনগণ পাশে না থাকলে দম বা দাম কোনোটাই পাওয়া যায় না। দল নিবন্ধন হওয়ার আগেই শাপলা প্রতীক ব্যবহার করছে এনসিপি। এ নিয়ে বৈষম্যের আশঙ্কা করছে ফ্যাসিস্টের হাতে নির্যাতিত নাগরিক ঐক্য। কেননা, তারা শাপলা চেয়ে আগে আবেদন করেছে। শাপলা না পেলে অন্যদের ঐতিহ্যবাহী প্রতীকও থাকা উচিত নয় বলাটা অনুচিত। এ যেন দাদার মুখে দাড়ি দেখে শিশু নাতির আড়ি। অভ্যুত্থানের এক বছরের মাথায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিভেদ দেখে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষ। তবু, তারা এখনো আশা করে নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের। আর সেজন্য ছোটখাটো স্বার্থ ত্যাগ করতে পারবে জীবনবাজি রাখা বিপ্লবীরা

নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'শাপলা' না পেলে রাজনৈতিক লড়াই করবে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি। গত রোববার প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাসির উদ্দিনের সঙ্গে দেখা করার পর প্রেস ব্রিফিংয়ে এ ঘোষণা দেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি দাবি করেন, 'শাপলা ছাড়া আমাদের বিকল্প অপশন নেই।' একই দিন সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেছেন, এখনই শাপলা প্রতীক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। যে কোনো দল যে কোনো প্রতীক চাইতে পারে। তবে, নির্বাচন কমিশনের তপশিলে এ প্রতীক নেই। এনসিপি দল হিসেবে নিবন্ধন পেলে এসব পর্যালোচনা করে দেখা হবে।' এর আগে প্রতীক হিসেবে 'শাপলা'কে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালার তপশিলভুক্ত না করার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তখন তিনি বলেন, 'জাতীয় প্রতীক শাপলা ও জাতীয় পতাকার বিষয়ে সুস্পষ্ট আইনে বলা রয়েছে। সংবিধানে এর উল্লেখ আছে। এ দুটির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আইন করা হয়েছে। একটা বিধিমালা রয়েছে। কোনো ব্যাপারে জাতীয় ফুল, জাতীয় পাখির বিষয় সুনির্দিষ্ট নেই।'

গত ৯ জুলাই এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে শাপলা বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসির ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন পেতে বাধা তৈরির অভিযোগও করেন তিনি। আর দলটির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেন, 'শাপলা যদি রাজনৈতিক দলের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি না পায়, তাহলে ধানের শীষও প্রতীক হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়। শাপলা জাতীয় প্রতীকের একটি অংশ। একইভাবে ধানের শীষ, পাটপাতা এবং তারকাও জাতীয় প্রতীকের অংশ। আর যদি মার্কা দেখেই ভয় পান তাহলে সেটা আগে থেকেই বলেন!' তবে, শাপলা নিয়ে অনড় মনোভাব দেখালেও সম্প্রতি উত্তরাঞ্চল সফরে দলটির একাধিক নেতা মার্কা দেখে ভোট না দিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

গত ২২ জুন দল নিবন্ধনের আবেদন করে এনসিপি। তারা দলীয় প্রতীক হিসেবে 'শাপলা' চেয়ে আবেদন করে। বিকল্প প্রতীক হিসেবে 'কলম' ও 'মোবাইল ফোন' চায়। এদিকে, নির্বাচনে ব্যবহৃত দলীয় প্রতীক পরিবর্তনের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছে নাগরিক ঐক্য। বর্তমান প্রতীক 'কেটলি'র পরিবর্তে 'শাপলা' চেয়েছে। ২ জুলাই প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে তারা এ আবেদন করে। একই সঙ্গে তারা জানায়, ২০১২ সালে তাদের শাপলা প্রতীক দেওয়া হয়নি। তখন কমিশনের যুক্তি ছিল, কমিশনের গেজেটভুক্ত প্রতীকের তালিকায় শাপলা নেই। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় প্রতীকের সাদৃশ্য। তাই তাদের প্রতীকটি দেওয়া যাচ্ছে না। এখন শাপলা নিয়ে দুই নাগরিকের (জাতীয় নাগরিক পার্টি ও নাগরিক ঐক্য) মধ্যে টানাটানি হচ্ছে। এনসিপির লড়াইয়ের হুংকারের বিপরীতে মাহমুদুর রহমান মান্নার নাগরিক ঐক্য সুবিচার প্রত্যাশা করছে। এ ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্যের শিকার হতে চায় না তারা।

বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত দলের সংখ্যা ৫০। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে এ সংখ্যা বাড়তে চলেছে। এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশনে ১৪৭টি নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে। বর্তমানে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধিতে প্রতীক বরাদ্দ রয়েছে ৬১টি। সম্প্রতি বরাদ্দ নেই এমন তিনটি প্রতীক-সোনালি আঁশ, কেটলি ও ঈগল তিনটি দলকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত প্রতীকগুলোর মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে কলার ছড়ি, কুঁড়ির, কুড়াল, খাট, তবলা, তরমুজ, দাবাবোর্ড, দালান, বাঁশি, বেঞ্চ, বেলুন, শঙ্খ ও স্যুটকেস-এই ১৩টি। নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে এমন অনেক দল নির্ধারিত এসব প্রতীকের বাইরেও কিছু প্রতীক বরাদ্দ চেয়েছে। ১৯৭২ সালের নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধিতে সংসদ নির্বাচনের জন্য ৭৩টি প্রতীক নির্ধারণ করা ছিল। এগুলো নিয়েই চারটি সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। কিন্তু বড় ধরনের বিপত্তি বাধে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়। সে সময় ১১১টি রাজনৈতিক দল বা জোট নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতীক বরাদ্দের জন্য আবেদন জানায়। ওই সময় নির্বাচন কমিশনে দল নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা না থাকায় যে কোনো দল বা জোটের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। রাজনৈতিক দল বা জোটের সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে তৎকালীন নির্বাচন কমিশন নতুন করে ১৪০টি প্রতীক নির্ধারণ করে। এর মধ্যে ৯০টি প্রতীক রাখা হয় রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য আর ৫০টি প্রতীক রাখা হয় স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য।

প্রতীকের এ পরিসংখ্যানের আড়ালে আছে হাস্যরসের নানা দেশি-বিদেশি আখ্যান। বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে ২০১৩ সালে ভারতের মধ্যপ্রদেশের রাজনীতি ব্যাপক উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। প্রধান দুই প্রতিপক্ষ কংগ্রেস ও বিজেপি প্রায় প্রতিদিনই একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নির্বাচন কমিশনে। ইন্দোরের অদূরে এক গ্রামে কংগ্রেস আবিষ্কার করল বিশাল পুকুরভর্তি পদ্ম ফুল। আর পুকুর পাড়ের স্কুলটাই ভোটকেন্দ্র। তারা কমিশনের কাছে দাবি জানায়, ভোট গ্রহণের আগে পুকুরকে পদ্মশূন্য করতে হবে। কেননা, পদ্ম বিজেপির প্রতীক। মানুষ পুকুরভর্তি পদ্ম দেখে বিজেপিতে ভোট দিতে বাড়তি এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP
347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজের এফিলিয়েটেড PRESIDENTIAL AWARD & NATIONAL HEALTHCARE CHAMPION AWARD
প্রাপ্ত এবং CIP মুহাম্মদ আব্দুল কাদের ভুঁইয়া (শিশির) পরিচালিত হোম কেয়ার এজেন্সি
ALL COUNTY
হোম কেয়ার
CDPAP
PCA
HHA.RN
NYS LICENSED HOME CARE AGENCY
অন্য এজেন্সিতে চলমান কেইস ট্রান্সফার অথবা নতুন কেইস শুরু করার আগে আমাদের পরামর্শ আপনাকে এগিয়ে রাখবে
PH : 718 593 0932
* DIRECT DEPOSIT * WEEKLY PAYMENT* FESTIVAL BONUS* 401K. INSURANCE
এজেন্সি ট্রান্সফার কেইস এর জন্য স্পেশাল সুবিধা দেওয়া হবে
Get Paid to Take care of Your Friends & Family
150-47 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432. Ph: (631) 935-8581, www. allcountyhealthny.com

PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট

CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।

COMMITTED HOME CARE

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা করে থাকি।

আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য COMMITTED HOME CARE নাম উল্লেখ্য করতে হবে।

Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:

37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814

MUNA CONVENTION 2025
AUGUST 8TH - 10TH, 2025
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER, PA
TORCHBEARERS OF ISLAM
SPREADING THE FAITH GLOBALLY
REGISTER NOW
WWW.MUNACONVENTION.COM
DR. OMAR SULEIMAN
IMAM DALOUER HOSSAIN
SAMI HAMDI
MOHAMMAD ELSHINAWY
DR. ALTAF HUSAIN
IMAM TOM FACCHINE
HAMZAH ABDUL-MALIK
IMAM SIRAJ WAHHAJ
ASIF HIRANI
SH. ABDUL NASIR JANGDA
LECTURE SERIES • CHILDREN RIDES • CULTURAL EVENTS • BAZAAR
YOUTH PROGRAMS • MATRIMONIAL SERVICES • SISTERS PROGRAMS
MUSLIM UMMAH OF NORTH AMERICA (MUNA)
WWW.MUSLIMUMMAH.ORG

এই সপ্তাহের কবিতা

লুঙ্গি এবং ভাগ্য
লুৎফর রহমান রিটন
[উৎসর্গ: দীপঙ্কর দাস, প্রকাশনার বাতিঘর]

লুঙ্গি এবং ভাগ্য দুটোই
হঠাৎ খুলে যায়
লুঙ্গি খুলে গেলে লোকে
ভীষণ লজ্জা পায়।
দিবালোকে খুললে ওটা
প্রেস্টিজ বরবাদ!
কিন্তু যদি ভাগ্য খোলে?
হাতের মুঠোয় চাঁদ।
যেমন তুমি ম্যাট্রিক পাশ
সেটাও টেনেটুনে!
কিন্তু তুমি উপদেষ্টা
হঠাৎ! গত জুনে!
তোমার চৌদ্দ গুষ্ঠির কেউ
মন্ত্রী ছিলো আগে!?
ম্যাট্রিক পাশ মন্ত্রী তুমি
ভাবতে কেমন লাগে?
বাসে চড়া সমন্বয়ক
চাঁদাবাজির হকে--
এখন পিছে গাড়ির বহর
ঝকঝকে চকচকে।
চাকরি বাকরি নিয়োগ বিয়োগ
সবই তোমার হাতে,
ব্যবসায়ীরাও ঢালছে অঢেল
নতুন টোকাই খাতে।
ভেবেছো কি কেমন হতো
বায়ুর গতির তুলে?--
তোমার যদি লুঙ্গি খুলতো?
কপালটা না খুলে?
লুঙ্গি আমার খোলাই ছিলো
তাতে কী যায় আসে!
না হয় কতক ঈর্ষাকাতর
দাঁত কেলিয়ে হাসে!
প্রশংসাতেও মুখর কতক
সেটাও দেখতে হবে,
কোনটা আমায় মানায় বেশি
জরিপ হইলো কবে!!
আমার পক্ষে ঝলক ছিলো
পলক ছিলো কতো!
নিন্দুকেরা যে যা-ই বলুক
আমি আমার মতো।
আমার পক্ষে ন্যারেটিভ কি
পছন্দ হয় না হে?
ন্যারেটিভসই প্রধান বিষয়
বুঝলে কি না বাহে....
ন্যারেটিভটা তৈরি করতে
আছে প্রথম আলো,
অপশক্তির পূজায় ঢালে
মিষ্টিকুলাস ঢালও!
লুঙ্গি তারও খুলবে দেখিস
হাওয়ার মতি-গতি--
সেনার আশীর্বাদে টোকাইর
তুঙ্গে বৃহস্পতি...

লেখক: ছড়াকার, অটোয়া।

এভাবে একদিন যাব চলে
আহম্মদ হোসেন বাবু

এভাবে একদিন যাব চলে-
সত্যি সত্যি যাব আমি, দেখে নিও তুমি
অনেকেই গেছে। কেউ কেউ বলে কয়ে, কেউ বা হঠাৎ
কেউ অন্ধকারে, কেউ বা দিনের আলোয়।
আজ বন্ধু লকেটটির হঠাৎ লকেট ছিঁড়ে গেল!
লকেটি এখন লকেট শূন্য!
বন্ধু বড় অসময়ে গেল! ছিঁড়ে গেল, ছেড়ে গেল!
চলে যাব এভাবে একদিন-
সত্যি সত্যি যাবো আমি, দেখে নিও তুমি।

বহু আগে সবাইকে অখুশি করে, খুশি গেছে!
সে না হলে পরীক্ষায় ফেল হতো- বন্ধু খলিল,
হঠাৎ করেই সেও গেছে!
কেউ সড়ক দুর্ঘটনায়, কেউবা মিছিলে-
কেউ সামরিক জান্তার কবলে-
বুকে গুলি নিয়ে রক্তাক্ত শরীরে,
কেউ কেউ মহামারী করোনায়।
এভাবে তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে...

তাই দেখে আমিও নিজের কাপড় নিজেই কিনেছি।
কয়েকবার পরেছিও, শুয়েও ছিলাম কয়েকদিন।
আয়নায় দেখেছি ঘুরেফিরে, বেশ লাগে!
জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে, আজ শুকালাম কড়া রোদে।
আমার মা-বাবা ধুয়েছিল, ন্যাপথলিন দিয়েছিল
আমিও দিলাম।
ন্যাপথলিনের গন্ধটা বেশ লাগে
জমজমের পানি আমার কাফনে এখন।
দম ভরে শ্বাস নেই, বুকটা ঢিপ-ঢিপ করে
কষ্ট, তবুও আমি যাব
ঢিপ-ঢিপটা বন্ধ হলেই উড়াল দেবো
সত্যিই উড়াল দেবো, দেখে নিও তুমি।
রোজ একটা শালিক আমাকে উড়াল শেখাতে আসে-
উড়ালটা শিখলেই আমি যাব চলে
জমজমের পানি আমার কাফনে
তৈরি হচ্ছি, ভিন্ন আমেজ যাপনে
এভাবে একদিন ঠিক ঠিক যাব চলে....

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

নিউইয়র্কের আকাশ
রওশন হক

নিউইয়র্ক শহর জেগে উঠে ভোরে,
কুয়াশায় ঢাকা চৌরাস্তাগুলো ঘোরে।
আকাশে মেঘ, বৃষ্টি নামে হঠাৎ,
ছাতার নিচে পথিকের ব্যস্ত যাত্রাপথ।

শীতের দিনে তুষার ঝরে চুপচাপ,
দেয়ালজুড়ে জমে সাদা নিঃশ্বাসের ছাপ।
সেন্ট্রাল পার্কে পাতা পড়ে ঝরে,
হেমন্ত বলে, "চলে এসো, সময় যে ধরে!"

গ্রীষ্মে আসে আলো আর গর্জন,
রোদে পুড়ে প্যাতেমেন্টে নাচে জীবন।
আকাশ নীল, মন খুশি, পাখি গান গায়,
হাডসনের জলে সূর্য ডুবে যায়।

নিউইয়র্ক, তুই রঙে ভরা বাতাস,
তোর আবহাওয়ায় বাজে কাব্যের হাস।
মুহূর্তে রৌদ্র, মুহূর্তে ঝড়,
তুই যে শহর, সৃষ্টির এক গীতিস্বর।

লেখক: কবি, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

ইচ্ছে হলেই
বেগম মুয়াখ্যিরা খানুম স্বপ্না

ইচ্ছে হলেই-
মেঘের রেণু উড়াতে উড়াতে
অসীম শূণ্যতায় হবো
নিরুপম ঐশ্বর্যমণ্ডিত সাইয়ারা (তারকা)।

আকাশের নিঃসীম উল্লাসে গেঁথে দিবো
স্বপ্নের সওগাত।

শিউলি বিষন্নতায় ম্লান হয়ে যাওয়া
প্রহরে এনে দিবো অমরাবতীর মৌ মৌ ঘ্রাণ।

ইচ্ছে হলে-
অশান্ত আসমানে
অমর্ত্য পাখি হয়ে
গেয়ে গড়বো শান্তি নিকেতন।

অবিকৃত মনুষত্ব ফিরাবো
বিধ্বস্ত পৃথিবীকে।

লেখক: কবি, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

এমন চললে
সুজন দাশ

শুভবুদ্ধির মানুষেরা আজ অসহায় দেখে চেয়ে,
বুঝছে না কেউ কোন দিক থেকে বিপদ আসছে ধেয়ে!
মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ছুটছে ক্ষমতাধরে,
বানায় অস্ত্র শানায় শক্তি নিরীহ মানুষ মরে!

কাকে যে বসাবে কাকে যে তুলবে মোড়লেরা চক কষে,
টাকা দিয়ে কিনে লুটেরা দালাল আদর্শ যায় ধসে!
কারোর শান্তি কারো যেন আর সহ্য হয় না দেখে,
মানবতা আর মহানুভবতা পুঁজিতে যাচ্ছে বেঁকে।

আর্ত পীড়িত মানুষের প্রতি উঠে গেছে দয়া মায়া,
সবার ভিতরে লোলুপদৃষ্টি পশুদের যেন ছায়া।
মাথা তুলে কেউ দাঁড়াতে চাইলে দিতে হবে তারে রুখে,
ভিতরে ভিতরে শয়তান সব ব্রজবুলি গায় মুখে!

ভাসছে সবাই যান্ত্রিকতায় অনুভূতি গেছে মরে,
বাড়ায় না হাত সেবার জন্য বোধ বুঝি গেছে ঝরে ?
সর্প হয়েই কামড়ায় ওঝা ওঝা হয়ে বেশ ঝাড়ে,
কথা আর কাজে মিলাতে গেলেই লাজ পেতে হয় তারে!

শিক্ষার চেয়ে অস্ত্রের পিছে ঢালছে সবাই টাকা,
আপন স্বার্থে শকুনীর দল বেছে নেয় পথ বাঁকা।
এমন চললে পৃথিবী থেকেই মানবতা চলে যাবে,
অমানুষ এসে লুটে নেবে সব বিভীষিকা এসে খাবে!

লেখক: কবি, আটলান্টিক সিটি, নিউজার্সি।

স্বপ্নের নগরে আমি জেগে থাকি
মোহাম্মদ মহিবুর রহমান

আজকাল আর স্বপ্ন দেখা ভালো লাগে না
চারদিকে ছড়ানো অমাবস্যা- সবই অচেনা।
কত আশা, কত সাহস নিয়ে এগিয়েছি জীবনভরে
এখন সবই যেন দহনে পুড়ে মরে।

ভাবনার সাথে বাস্তবের ফারাক বেশি
এ যেন রাজবন্দীর নতুন নিঃসঙ্গ নিশী।
মাঝে মাঝে উদাস নয়নে তাকাই দূর আকাশে
শান্তি আর আলো খুঁজি নির্মল বাতাসে।

আসল হারিয়েছি অনিশ্চিয়তার বেড়াজালে
কষ্ট হৃদয়ের গহীনে নিভৃতে জ্বলে।
অনেকের স্বপ্নের নগরে আমি জেগে থাকি
আলো-আঁধারে গড়া জীবন আমাকে দেয় ফাঁকি।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

গ্রামের মায়া
বিপুল চন্দ্র রায়

সবুজ ছোঁয়ায় ঘেরা চারিধার,
শান্তি ছড়ানো মোদের গাঁও।

বিলের ধারে জোনাক জ্বলে,
সন্ধ্যা হলে প্রদীপ জ্বলে ঘরে।
মাঠের শেষে বাঁশের ঝাড়,
রাস্তার ধারে পুকুর পাড়।
সকাল সাজে পাখির গান,
মিষ্টি সুরে জুড়ায় মন প্রাণ।

গল্পে ফোটে কথার বোল,
উঠোন জুড়ে হাসির রোল।
চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করে জল,
গ্রামের মায়া কাড়ে মন অবিরল।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

বাংলাদেশী স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা কর্পোরেশন
BANGLADESHI SPORTS COUNCIL OF AMERICA CORP.

GOLDEN AGE FOOTBALL TOURNAMENT-2025

VENUE : RANDALL'S ISLAND PARK & ICAHN STADIUM, ADDRESS: 10 CENTRAL ROAD, NEW YORK 10035

GAME SCHEDULE

WEEK 1 SCHEDULE JUNE 15, 2025 FIELD #10 (OPENING CEREMONY)

GAME TIME	MATCH
6:30 PM	BRONX UNITED VS AYSAB
7:30 PM	Jubo Songo VS Garden State FC

WEEK 2 SCHEDULE JUNE 22, 2025 FIELD #75

GAME TIME	MATCH
6:30 PM	NY RIVALS SC VS SANDWIP UNITED
7:30 PM	FIGHTERS CLUB VS NOAKHALI TIGERS

WEEK 3 SCHEDULE JUNE 29, 2025 FIELD #75

GAME TIME	MATCH
6:30 PM	BRONX UNITED VS NY RIVALS SC
7:30 PM	GARDEN STATE FC VS NOAKHALI TIGERS
8:30 PM	JUBO SONGO VS FIGTHERS CLUB

WEEK 4 SCHEDULE JULY 6, 2025 FIELD #75

GAME TIME	MATCH
6:30 PM	JUBO SONGO VS NOAKHALI TIGERS
7:30 PM	BRONX UNITED VS SANDWIP UNITED
8:30 PM	AYSAB FC VS NY RIVALS SC

WEEK 5 SCHEDULE JULY 13, 2025 FIELD #75

GAME TIME	MATCH
6:30 PM	FIGHTERS CLUB VS GARDEN STATE FC
7:30 PM	SANDWIP UNITED VS AYSAB FC

QUARTERFINAL GAME SCHEDULE FIELD #75 (BASED ON POINTS)

MATCH	TEAM 1 (RANK)	TEAM 2 (RANK)	GAME DATE	GAME TIME
Quarterfinal 1	1	8	JULY 20, 2025	6:30 PM
Quarterfinal 2	2	7	JULY 20, 2025	7:30 PM
Quarterfinal 3	3	6	JULY 27, 2025	6:30 PM
Quarterfinal 4	4	5	JULY 27, 2025	7:30 PM

SEMI-FINAL GAME SCHEDULE FIELD #10 (Based On Quarterfinal Results)

MATCH	TEAM 1 (WINNER OF)	TEAM 2 (WINNER OF)	GAME TIME	GAME TIME
SEMI-FINAL 1	QF 1 (1 VS 8)	QF 3 (3 VS 6)	AUGUST 3, 2025	6:30 PM
SEMI-FINAL 2	QF 2 (2 VS 7)	QF 4 (4 VS 5)	AUGUST 3, 2025	7:30 PM

FINAL GAME SCHEDULE FIELD #10 (Based On SEMI-FINAL Results)

MATCH	TEAM 1 (WINNER OF)	TEAM 2 (WINNER OF)	GAME DATE	GAME TIME
FINAL GAME	SF 1	SF 2	AUGUST 10, 2025	7:00 PM

সম্মানিত সুধী, আসসালামু আলাইকুম,

বাংলাদেশী স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা'র উদ্যোগে ২০২৫ সালের ফুটবল টুর্নামেন্ট এর আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৫ই জুন, ২০২৫ রবিবার ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বাংলাদেশী স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা'র কার্যনির্বাহী কমিটি, বোর্ড অব ট্রাস্টি'র সদস্যবৃন্দ সকলের সার্বিক সহযোগিতা ও উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি। ফুটবল টুর্নামেন্ট এর শুভ উদ্বোধন করবেন প্রধান অতিথি শাহ নেওয়াজ, এমবিএ, প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার, চেয়ারম্যান বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক।

উক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টে, কার্যনির্বাহী কমিটি, বোর্ড অব ট্রাস্টি'র সদস্যবৃন্দ ও কমিউনিটির সকল নেতৃবৃন্দকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

Event Venue & Date:
June 15th 2025, Sunday @ 6pm
Randall's Island Icahn Stadium, Field #10, Address: 10 Central Road, New York 10035

Dulal Miah Enam
President
Cell : 718-450-5394

Khairul Islam Kukon
General Secretary
Cell : 347-672-2256

GRAND SPONSOR

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব ধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-583-5002, Fax: 347-275-6834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

GROUP-A

BRONX UNITED FC | AYSAB | NYRSC (NEW YORK RIVALS SPORTING CLUB) | Sandwip United

GROUP-B

FIGHTER'S CLUB | Jubo Songo | GARDEN STATE FC | NT

Zohran Mamdani expected to clarify his position on 'globalize the intifada'

Shah Nawaz

Zohran Mamdani plans to clarify his stance on the use of the phrase "globalize the intifada" as soon as this week as he consolidates support in his bid to be New York City mayor, four people familiar with the discussions told POLITICO.
The Democratic nominee is expected to publicly refine his position after previously declining to condemn the slogan in multiple interviews and news conferences over the past month — even as he has denounced antisemitism more broadly.
His shift would come after meetings this week with Jewish elected officials and business community leaders. Mamdani is seeking to expand his support among the Democratic establishment and assuage fears running rampant in C-suites across the city.
Mamdani's campaign did not comment Tuesday on any moves the candidate would make to clarify his position on the phrase. But some Democrats welcomed the step as a significant gesture.
"Many Jews believe it is the bare minimum for Zohran to go beyond distancing himself personally from language like 'globalize the intifada,'" said an aide to a Jewish elected official granted anonymity to speak freely about the sensitive matter. "He must proactively be clear that language that incites violence against Jews simply isn't acceptable, from anyone, in the city he wants to lead."
Senate Minority Leader Chuck Schumer and House Minority Leader Hakeem Jeffries have also referenced Mamdani's defense of "globalize the intifada" — a rallying cry regarded as a call to violence against Jews for some and a call for Palestinian resistance to others — as they weigh whether to back his campaign for mayor.
Mamdani, a Queens state lawmaker who toppled former Gov. Andrew Cuomo in last month's primary, was asked about the phrase last month in a podcast by The Bulwark. He said then that

he hears it as a call for Palestinian human rights.
"That's not language that I use," the candidate told NBC News after winning the primary. "The language that I use — and the language that I will continue to use to lead this city — is that which speaks clearly to my intent, which is an intent grounded in a belief in universal human rights."
Mamdani has also said that the words mean different things to different people.
An aide to a New York Democrat said, "Any walking back of the 'globalize the intifada' nonsense is desperately needed if Mamdani wants to quell the deep and legitimate concern that many in the Jewish community have of him in this moment."
Mamdani's reaction to the phrase has been a central part of many of his ongoing discussions with elected officials and community and business leaders, and several have said publicly and behind closed doors that they hoped he would walk back his statements.
He met Monday with about 10 Jewish elected officials in New York, a gathering convened by Rep. Jerry Nadler, a founder of the Congressional Jewish Caucus and the dean of New York's House delegation.
Nadler endorsed Mamdani immediately after primary night. Mamdani also has the endorsement of Brad Lander, the Jewish city comptroller. When asked about the phrase, Lander told the Pod Save America podcast, "Maybe you don't mean to say it's open season on Jews everywhere in the world, but that's what I hear."
Mamdani met Tuesday with business leaders in the city, some of whom have been more concerned about his platform to raise taxes on the wealthy. He's set to meet later this week with Jeffries, one of several Democratic leaders who have yet to endorse Mamdani. Mamdani also plans to meet with Schumer, the country's highest-ranking Jewish elected official.
"What the 'globalized intifada' means is really wrong and should be condemned, and I look forward to my discussions with Mr. Mamdani," Schumer told reporters earlier Tuesday in Washington.
(Source-Politico)

Cuomo's comeback starts with selfies and short sleeves

Ajkal Desk

Andrew Cuomo is scrambling to reinvent himself in an uphill general election bid for New York City mayor. The former three-term governor is running as an underdog — speaking with voters, boosting his online presence and attempting to appeal to New Yorkers under 30. In sum, it's the opposite of how he ran his failed primary.
Cuomo is hiring a new social media team and revamping his get-out-the-vote operation. Consultants who advised his primary bid, which he lost to 33-year-old Zohran Mamdani by 12 points, aren't sticking around for the November race after their contracts ended, according to four people familiar with their plans. On the first full day of campaigning since his relaunch, Cuomo traveled around the city Tuesday and conducted interviews with local TV reporters. His campaign hyped a video of the auto enthusiast ex-governor jumping someone's car battery. Another short video released by his campaign Monday showed him taking selfies with New Yorkers and pledging an invigorated effort. The images evoked Mamdani's successful retail politicking and showed Cuomo ditching his trademark dark suit for informal shortsleeves. It's all meant to demonstrate to supporters the 67-year-old Cuomo is capable of recalibrating after running what was widely considered a sluggish primary campaign that his team wrongly assumed would be a slam dunk. Whether Cuomo — whose political career began on his father's 1977 mayoral bid — can effectively leverage modern-day campaign tools is a major question mark. Digital campaign strategists warn that Cuomo cannot be a how-do-you-do-fellow-kids copycat of Mamdani, who focused his campaign on affordability in a costly city using a slick social media presence. "You can't fake this stuff. And just sitting in a park without a suit on doesn't solve your authenticity problem," said Tim Fullerton, who was New York state's chief digital officer during Cuomo's gubernatorial administration. "Zohran is a digital native, but he also has a message that works."
In the general election, finding a message that works will be Cuomo 2.0's most pressing conundrum. And that challenge will be unlike anything he's faced during his long career in elective politics as he tries to block an inexperienced democratic socialist from taking the reins at City Hall. The moderate former governor enjoys household name recognition and has been considered the favorite in each race he's run since 2006. This time, he will not be running with institutional support from major labor unions who previously fell in line with his primary bid. Billionaire former Mayor Michael Bloomberg, who was a top donor to a Cuomo-allied super PAC, has not signaled plans to help him in the general election. A suit-wearing Cuomo launched his comeback primary bid on March 1 with a 17-minute video highlighting his accomplishments as governor and a warning that the city was beset with a post-Covid drift. The campaign was intended as a comeback after his 2021 resignation that stemmed from a state attorney general report that determined he sexually harassed 11 women. He's denied any wrongdoing. Cuomo, however, failed to mount a vigorous effort for what his supporters hoped would be a vindication after four years in the political wilderness. He zoomed around the city in his Dodge Charger and largely avoided mass transit. He shunned reporters and avoided their questions. He skipped many public forums with his Democratic opponents.
A relaunch is meant to fix those problems. Cuomo — who declined in a televised debate to apologize for his controversial Covid policies — told supporters this week he was sorry he failed them in the primary.

Channel i lines up special programmes celebrating Humayun Ahmed, Kabori and Afzal Hossain

Ajkal Desk

July 19 marks the death anniversary of celebrated author Humayun Ahmed and the birth anniversary of iconic Bangladeshi actress Sarah Begum Kabori. To commemorate the day, Channel i has planned special programming in their memory.
At 11:30 am on July 19, Channel i will air the Humayun Ahmed-written drama "Onno Konokhane", directed by Abul Hayat. Later that evening, at 6 pm, the channel will broadcast a special discussion titled "Tumi Chole Eso Ek Borshay" in remembrance of the prolific writer.
Poet Hasan Hafiz, Anandadhin editor Mazharul Islam, and artistes Faruk Ahmed and Munmun Ahmed will participate in the programme, directed by Anannya Ruma.
To pay tribute to Kabori, Channel i has arranged a three-day film screening.
On July 19 at 3:05 pm, the channel will broadcast her film "Masud Rana", directed by Masud Parvez and originally released in 1974.
On July 20 at 3:05 pm, viewers can watch the acclaimed film "Bodhu Biday", directed by Kazi Zahir. The same day at 5:30 pm, a special programme titled "Samayiki", hosted by Abdur Rahman, will feature Kabori's final interview.
On July 21 at 3:05 pm, the channel will air either "Koto Je Minoti", directed by Ibne Mizan, or "Binimoy", directed by Subhash Dutta.
Additionally, Channel i will celebrate the birthday of renowned actor and director Afzal Hossain on July 19 with a special episode of Taroka Kothon airing at 12:30 pm. The episode will feature Afzal Hossain as the special guest.

New Jersey men convicted of kidnapping Astoria man, torturing him in extortion scheme: Feds

Ajkal Desk

Three New Jersey men were convicted by a federal jury in Brooklyn on July 10 for a violent kidnapping and extortion attempt in Astoria in 2022.

Aasim Boone, 42, and Jarrett Bruce, 41, both of Englewood, and Lesly Valentin, 39, of Asbury Park, were found guilty of kidnapping conspiracy, transmission of interstate threats with intent to extort and attempted obstruction of justice. The verdict followed a three-week trial, and all three defendants face up to life in prison.

As proven at trial, Boone, Bruce and Valentin conspired to kidnap the Astoria man on Dec. 9, 2022. The victim was abducted outside his Astoria apartment complex. After he was forced into a vehicle at gunpoint, Boone, Bruce and Valentin drove him to New Jersey, where he was subjected to escalating forms of torture and held captive for more than five hours.

New Jersey men Jarret Bruce (left) of Englewood, Lesly Valentin (middle) of Asbury Park and Aasim Boone (right) of Englewood were convicted of kidnapping and torturing an Astoria man in 2022. Photos courtesy of EDNY

During the harrowing ordeal, the three men beat the victim with a gun, poured bleach on him, burned his back and legs with a blowtorch and sliced the victim's ear with a knife. The Astoria man was finally released on the Upper East Side of Manhattan.

Several days after the abduction, Valentin sent text messages to the victim, threatening further harm to him and his family if he failed to provide his kidnappers $150,000 in cash and 50 pounds of marijuana. After the scheme was uncovered, Boone attempted to destroy electronic evidence linking him to the commission of the crime.

"This was a heinous crime in which the defendants targeted a victim, abducted him from outside his home, and subjected him to barbaric acts of torture and cruelty, all for financial gain," U.S. Attorney for the Eastern District of New York Joseph Nocella said. "Once their crimes were uncovered, the defendants tried to destroy the evidence. With today's verdict, the defendants' efforts to escape accountability have failed and they now face significant punishment."

The defendants are no strangers to law enforcement and have extensive criminal histories and are believed to have participated in a series of residential burglaries committed by a violent street gang operating out of New Jersey, federal prosecutors said.

Valentin had previously pleaded guilty in New Jersey state court to aggravated assault related to a previous kidnapping.

Nocella thanked the Joint Violent Crimes Task Force, which is comprised of agents from the FBI and NYPD detectives, for their assistance with the investigation.(Source-Astoria post)

Hunters Point Parks offer free summer programming

Ajkal Desk

The Hunters Point Parks Conservancy (HPPC) is hosting its 10th year of free programming for children this summer in Hunter's Point South Park and Gantry Plaza State Park on the Long Island City waterfront, providing free family-friendly programming every morning at 10 a.m. across July and August.

HPPC's Summer Kids, which launched on July 7 and will run until Aug. 17, provides free events for children aged 10 and under every morning in both waterfront parks, including music, movement, and art offerings.

HPPC said the free events will give families "fun options" to spend time together outdoors while also helping neighborhood kids get outside and explore their local parks. The free programming includes events such as "Zing! Kids Fitness," which focuses on movement, mindset, and play and provides workouts and activities for children aged 4-11. "Yogi Beans," which introduces young people to yoga through non-competitive and non-judgmental activities, will also take place as part of the Summer Kids series. This is in addition to a number of events hosted by City Owlets, an organization offering modern activities for local families. City Owlets will provide access to art, music, science, and puppetry in Hunters Point South Park and Gantry Plaza State Park across July and August.

Kids practice yoga at Yogi Beans. Photo courtesy of HPPC.

The Blue Bus Project, a non-profit mobile art organization that brings free participatory art events to underserved communities, will also host recycled art workshops as part of the series. Children work with recycled and upcycled materials to raise awareness of waste and the transformational power of the imagination, turning 'trash' into a material ripe for creativity. Last year, more than 3,700 people participated in the series. HPPC Executive Director Jessica Sechrist said the Summer Kids remains one of the most "popular and rewarding" series that the conservancy produces each year. "As our neighborhood continues to grow and welcome more young families, we're proud to offer these events," Sechrist said in a statement. "We're proud to offer affordable, enriching programs for young children that help foster their appreciation for spending time outdoors and engaging with nature. It's great to see families return year after year and talk with new residents who find our activities and become regulars." This year's programming is sponsored by TF Cornerstone, Hunters Point South Living, Council Member Julie Won and the NYC Department of Youth and Community Development. Anyone interested in attending events this summer is advised to register to receive event updates in case events are cancelled due to inclement weather. Registration is available on the HPPC website. *(Source-Astoria Post)*

Republicans just cut Medicaid. Will it cost them control of Congress?

Ajkal Desk

Republicans just delivered Donald Trump a "big, beautiful" legislative win. Now they're fretting it will lead to some ugly electoral losses. GOP lawmakers are warning that slashing spending on Medicaid and food assistance will cost the party seats in the midterms — threatening their razor-thin House majority — by kicking millions of Americans off safety-net programs. "You would be foolish not to worry about it," Sen. Jim Justice (R-W.Va.) said in a brief interview. "If you don't keep the voters right with you, you're going to awaken to a bad, bad, bad day." Justice voted for the megabill last week, despite his concerns over some of its Medicaid provisions — and after warning Republicans "cannot cut into the bone." Steep cuts, he said, would cost the GOP voters and lead the party to "awaken to [being in the] minority."

Republicans have already lost one of their most vulnerable senators over the bill: North Carolina's Thom Tillis, who privately told his colleagues he would lose his seat over Medicaid cuts before announcing his retirement and publicly torching the public-health overhaul on the Senate floor. Another vulnerable GOP senator, Susan Collins of Maine, opposed it over the "harmful impact" Medicaid cuts would have on low-income families and rural health care providers.

"When you don't get health care right, it tends to have probably an outsized impact on politics," Tillis said in a brief interview ahead of the Senate's vote. He warned his party that slashing Medicaid could become a political albatross, like the Affordable Care Act was for Democrats during Barack Obama's presidency. The final bill, passed by the House on Thursday, delivered a $1 trillion-plus cut to health care programs and could lead to an estimated 11.8 million people losing their insurance. House Speaker Mike Johnson privately cautioned that the deeper cuts the Senate passed could cost him his slim majority next year, though he ultimately whipped his members to support the changes. Several Republicans said the cuts would make the bill a tougher sell to their voters. Adding to the GOP angst: Democrats are preparing to weaponries the bill as they did Republicans' failed efforts to repeal the Affordable Care Act in 2017. That 2018 midterm election led to a GOP wipeout in the House, with the party losing 40 seats, including some districts in Trump-leaning territory. Democrats are planning to again hitch vulnerable Republicans to the cuts to social safety-net programs. "I could have defended the House bill every day," said GOP Rep. Don Bacon, who had raised concerns over cuts to food aid and announced he would retire from his Nebraska swing seat as the Senate prepared to deepen the cuts in the House bill. "The other side is going to use Medicaid as an issue," he said, even as he voted for the megabill. "And I think the Senate [version of the bill] gives them a little more leverage to do so." Republicans are walking a tightrope as they return to their districts to start selling the sweeping policy package. They're going to lean into the megabill's popular provisions, like eliminating taxes on tips, while trying to escape unpopular reductions to safety-net programs. The final bill slashes spending by $1.7 trillion.

Voters broadly dislike the megabill; some recent polling shows a 2-to-1 margin of disapproval, according to surveys conducted by Quinnipiac University, The Washington Post, Pew Research and Fox News. Nearly half of voters want more federal funding for Medicaid, while just 10 percent want less, according to Quinnipiac. "What we know from past elections is that messing with people's health care coverage is very problematic for politicians. And it has, in the past, yielded some very, very negative views about the people who supported it," said Republican pollster Whit Ayres. Meanwhile, Democrats are rushing to capitalize on the controversy and plan to make it a centerpiece of their midterm messaging. House Minority Leader Hakeem Jeffries spoke on the floor for eight hours and 45 minutes, reading letters from constituents of vulnerable GOP lawmakers who could lose access to both programs. Democratic candidates followed up with post-vote statements blasting the Republicans they're looking to unseat for effectively kicking people in their districts off their health care plans. Their campaign arms and allied super PACs have already released several rounds of ads hammering vulnerable Republicans and say they plan to keep up the pace. Republicans are trying to figure out how to fight back. Their early salvos have focused on painting Democrats as supportive of tax hikes since they opposed a bill that would extend Trump's 2017 tax cuts and eliminate federal taxes on tips and overtime. Republicans also argue they're protecting the "most vulnerable" Medicaid recipients by removing undocumented immigrants and others they say shouldn't have access to the program anyway.

এক বছর আগের সাহস গেল কোথায়

১০ পৃষ্ঠার পর

হয়-'তুমি কোন দলের' রাজনৈতিক লেবেল একদিকে অপরাধের মাত্রা নির্ধারণ করে, অন্যদিকে এই দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবাদকে দুর্বল করে দেয়। সাধারণ নাগরিক দ্বিধায় পড়ে যায়-'আমি যদি প্রতিবাদ করি, তাহলে হয়তো আমাকে ওদের দলে ভাবা হবে।' ফলে বহু সচেতন মানুষও নিজেকে আড়ালে রাখে, চুপ থাকে। অপরদিকে যারা একসময় রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, তাদের অনেকেই এখন নিজের নিরাপত্তার জন্য নীরব থাকাকেই বেছে নিয়েছে। কিন্তু এই নিরবতা দীর্ঘ মেয়াদে ভয়কেই আরও শক্তিশালী করে।

এখন প্রশ্ন হলো, এই ভয়ের সমাজে ভবিষ্যৎ কী? মিটফোর্ডে একজনকে পাথর দিয়ে মেরে ফেলা হলো, কেউ বাধা দিল না-এ ঘটনা ব্যতিক্রম নাকি এটাই ভবিষ্যতের বাংলাদেশ? যেখানে রাস্তায় কেউ সাহায্যের জন্য চিৎকার করলে মানুষ দূরে সরে দাঁড়াবে। যেখানে গণপিটুনিতে কেউ মারা গেলেও কেউ এগিয়ে আসবে না। যেখানে মেয়েদের হয়রানির ভিডিও ভাইরাল হবে, কিন্তু কেউ তাদের বাঁচাতে হাত বাড়াবে না। আমরা কি এমন এক সমাজে প্রবেশ করছি, যেখানে অন্যায় হবে এবং সেটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হবে? ভয় যখন সামাজিক নর্ম হয়ে দাঁড়ায়, তখন কোনো দেশ, কোনো সমাজের নৈতিক অবস্থান বলে কিছু থাকে না।

এই পরিস্থিতিতে করণীয় কী? প্রথমত, আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। বিচারব্যবস্থাকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে, যাতে অপরাধী কোনো পরিচয়ে ছাড় না পায়। দ্বিতীয়ত, ভয় দূর করার জন্য রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে হবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, রাষ্ট্রদ্রোহ আইন-এসবকে সংস্কার করতে হবে, যাতে মানুষ মুক্তভাবে মত প্রকাশ করতে পারে। তৃতীয়ত, মিডিয়াকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে। শুধু সংবাদ পরিবেশন নয়, সংবেদনশীল, ন্যায়ের পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান নিতে হবে। চতুর্থত, নাগরিক সমাজকে আবারও সচল করতে হবে। শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, ছাত্র, নাগরিক সমাজ-সবাইকে আবারও ভয়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ-সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে, প্রতিবাদ একা করার বিষয় নয়, সম্মিলিত হওয়ার প্রয়োজন। একজন এগিয়ে এলে দশজন এগিয়ে আসবে, তখনই অপরাধী ভয় পাবে। এই সমাজ একদিন 'ভয় করব না' বলে ইতিহাস তৈরি করেছিল। আজ সেই সমাজ নীরব। কিন্তু ইতিহাস বলে, এই নীরবতা দীর্ঘ বা চিরস্থায়ী নয়। আবারও কোনো ইস্যুতে জেগে উঠবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। কেউ হয়তো আবার বলবে-'ভয় করব না' এবং তখন অন্যরাও সেই কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাবে। হয়তো তখনই প্রশস্ত হবে ন্যায়বিচারের পথ, রাতের আঁধার কেটে আসবে এক আলোকিত নতুন ভোর।

পালটা শুল্ক কি যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিক হাতিয়ার

১২ পৃষ্ঠার পর

ষাট দশকের মাঝামাঝি বিপুল মার্কিনবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পর্ককে রাজনৈতিক ও সামাজিক ফায়দা হাসিলের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। পালটা শুল্ক নিয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে চাউর হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশ চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক কমিয়ে আনুক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশ যেন চীন থেকে সমরাস্ত্র না কেনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সেগুলো কেনে। এসব শর্তের কথা আমরা কখনোই জানতে পারব না, কারণ দুই দেশের মধ্যে 'নন-ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট' হয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে, অথচ বাংলাদেশের জনগণ জানতে পারবে না। বাণিজ্য উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পর নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন ব্যবসায়ী বলেছেন, বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় এক পর্যায়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা মন্তব্য করেন, যদি কোনো কারণে ৪০ হাজার কোটি ডলারের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকার ঝুঁকিতে পড়বে বলে মনে হয়; তাহলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৮৩০ কোটি ডলারের অর্জন বিসর্জন দিতে হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ' নীতির ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি মাত্র ০.২৫ শতাংশ এবং বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ৬.২ বিলিয়ন ডলার হলেও দেশটিকে ৩৫ শতাংশ শুল্কের আওতায় আনা হয়েছে। এটি ১৪টি লক্ষ্যভুক্ত দেশের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। অথচ আরএমজি খাত থেকে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশেরও বেশি আসে। প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক, যাদের অধিকাংশ নারী, এ খাতের ওপর নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্র পোশাক খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় একক রপ্তানি বাজার, যেখানে প্রতি বছর প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের এ নীতিতে বৈশ্বিক নিয়ম পালিত হচ্ছে না ন্যায্যতাও থাকছে না। অনুমান করা খুব বেঠিক হবে না যে, রাজনৈতিক ও কৌশলগত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ নীতি তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও দুর্বল অর্থনীতির ওপর এ ধরনের বৈষম্যমূলক শুল্ক আরোপ ডব্লিউটিও'র 'ন্যায্য ও সমান সুযোগভিত্তিক' বাণিজ্যনীতির স্পষ্ট লঙ্ঘন। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক বৃদ্ধির এ ধাক্কা পোশাক খাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। পোশাক খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত সহায়ক শিল্প ও সেবা খাতের ওপরও ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হবে। এ খাতে অর্ডার কমে গেলে তার প্রভাব পড়বে পুরো সরবরাহ ও সাপোর্ট সেক্টরে। ধাক্কাটি লাগবে কাপড়, সুতা, বোতাম, জিপারসহ বিভিন্ন এক্সেসরিজের ওপর। এ ছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্যাকেজিং খাত, যেমন-কার্টন, লেবেল, পলিব্যাগ প্রস্তুতকারকরা, পরিবহণ খাতও ক্ষতির শিকার হবে, যেহেতু মালামাল পরিবহণ হ্রাস পাবে। হ্রাস পাবে ট্রাক, কনটেইনার ও জাহাজের ব্যবহার। বন্দর ও অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপোও ক্ষতির মুখে পড়বে। সোজা কথা হলো, এক ধরনের চেইন রিয়েকশন শুরু হবে, যা উৎপাদন, বিপণন, পরিবহণ ও কর্মসংস্থানকে সংকটাপন্ন করে তুলবে। এ থেকে বের হতে হলে বাংলাদেশকে যথেষ্ট সৃজনশীল নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত নতুন ধরনের নীতি ও কৌশলের সুফল আসবে না, ততদিন এদেশের জনগণকে বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হবে। এ দুর্ভোগের কারণ কি এই যে, বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে? বাংলাদেশ যে চীন থেকে বিপুল পরিমাণে আমদানি করে, তার কারণটা খুব সহজ। চীন তার পণ্যসামগ্রী প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করে। বাংলাদেশ চীন থেকে যে সমরাস্ত্র আমদানি করে, তার জন্য অন্য অনেক উৎসের তুলনায় কম দাম দিতে হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক; বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি গভীর। তারপরও পাকিস্তানকে বাংলাদেশের মতো শাস্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। তার কারণ কি এই যে, পাকিস্তানের আণবিক অস্ত্র আছে এবং এ কারণে পাকিস্তানকে নাখোশ করতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র?

লেখক : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ।

ইসলামপন্থীদের নির্বাচনী ঐক্য কি আদৌ হবে, জোট হলে কী হবে

৬ পৃষ্ঠার পর

ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্মীয় কিছু বিষয়ে মতানৈক্য। ফলে এবার যে ঐক্য প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে, সেখানে এসব বিষয়ের সমাধান না হলে আদৌ ঐক্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু, তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

লক্ষণীয়-মুখে জোটের কথা বললেও নির্বাচন সামনে রেখে জামায়াত এককভাবে প্রায় সব আসনে নিজেদের প্রার্থী প্রায় চূড়ান্ত করে মনোনয়ন দিয়ে রেখেছে। সে ক্ষেত্রে ইসলামি দলগুলোর সঙ্গে জোট হলে তাদের শরিকদের কতটা ছাড় দেবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অপর দিকে মতভেদের কারণে এত দিন জামায়াতকে দূরে রাখা বাকি ইসলামি দলগুলো জামায়াতের ইসলামীর নেতৃত্ব কতটা মানবে সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। ফলে এসব বিষয় সামনে রেখে ঐক্য প্রচেষ্টা থমকে যাওয়ার আশঙ্কাও কম নয়।

ঐক্য হলে কী হবে?

সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্ন, ইসলামি দলগুলো যদি এক ছাতার নিচে আসতে পারে, তবে তাদের জয়ের সম্ভাবনা কতটুকু বা তারা কেমন ভোট টানতে পারবে? ১৯৯১ সালের নির্বাচনে সব ইসলামি দল মিলে মোট ভোটের ১৪.৪ শতাংশ অর্জন করতে সক্ষম হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে ইসলামী ঐক্যজোটের ভোট ছিল ১ শতাংশ। অর্থাৎ ঐতিহাসিকভাবে অন্যান্য ইসলামি দলসহ এদের সর্বোচ্চ ভোটব্যাংক ১৬ শতাংশ হতে পারে। সরকার গঠনের ক্ষেত্রে এ ভোটব্যাংক পর্যাপ্ত নয়। ফলে অন্যান্য দলের তুলনায় তাদের এবার হয়তো তরুণ ও নিরপেক্ষ ভোটারদের দিকে ঝুঁকতে হবে।

অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল পূর্বাভাস করা বেশ জটিল। আগের নির্বাচনগুলোর ফলাফলের চেয়ে এবারের ফলাফল ভিন্ন হতে পারে। কারণ, এবারের নির্বাচনের চারটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এক. বিগত ১৬ বছর দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়ার কারণে কোন দলের সমর্থন বেড়েছে বা কমেছে এবং কোথায় আছে তা নির্ধারণ করা জটিল।

দুই. এবারের নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগ না থাকে, তবে তাদের সমর্থকেরা কোথায় যাবেন, সেটি এখনো অনিশ্চিত।

তিন. এবারের নির্বাচনে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৪ জন তরুণ ভোটার; এই তরুণ ভোটাররা কাদের ওপর আস্থা রাখবেন, সেটি এখনো অনিশ্চিত।

চার. গণ-অভ্যুত্থানের ফলে মানুষের চিন্তা ও চেতনায় পরিবর্তন এসেছে এবং এসব পরিবর্তন নির্বাচনের ফলাফলের ওপর যে প্রভাব ফেলবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে এসব দিক বিবেচনা করে যদি ইসলামি দলগুলো সঠিক কর্মপন্থা অবলম্বন করে, তবে তারা ভালো ফলের আশা রাখতে পারে।

ভোটের মাঠের পরিস্থিতি : আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের মনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, যার মধ্যে দুর্নীতি একটি প্রধান বিষয়। এ প্রেক্ষাপটে অন্যান্য দলের তুলনায় ইসলামি দলগুলোর প্রতি জনগণের আস্থা কিছুটা বেশি লক্ষ করা যাচ্ছে। ইসলামি দলগুলো যদিও কখনো সরাসরি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি, তবু চারদলীয় জোটের শাসনামলে তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা দখল-বাণিজ্যের অভিযোগ তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

অন্যদিকে বিগত সময়ে ইসলামি দলগুলোর সঙ্গে ভারতের একধরনের দূরত্ব স্পষ্টভাবে লক্ষ করা গেছে। বিশেষ করে গত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে ভারত ইসলামি দলগুলোর ওপর ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করেছে-এমন অভিযোগ উঠেছে। ফলে তাদের 'ভারতপ্রেমী' হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ভারতবিরোধী ভোটারদের কাছে এখন 'ভারত ইস্যু' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় এবং এ বিষয়ে ইসলামি দলগুলো সন্তোষজনক অবস্থানে থাকবে বলে ধারণা করা যায়।

উল্লেখিত বিষয়গুলোতে ইসলামি দলগুলোর প্রতি জনমনে একরকম ধারণা থাকলেও নারীদের বিষয়ে তাদের ভাবনা বা পরিকল্পনা নিয়ে ভোটারদের জানার আগ্রহ রয়েছে। ভোটাররা জানতে চান, ইসলামি দলগুলো ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেলে তারা কি ধর্মীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি নারীশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করবে? নারীদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণে তাদের ভূমিকা কী হবে?

আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়, ইসলামি দলগুলোর সাংগঠনিক কাঠামোয় ভিন্নধর্মাবলম্বী এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। এ বিষয়ে ইসলামি দলগুলোর ভাবনা কী? কীভাবে তারা দেশের সব নাগরিকের জন্য সমানভাবে কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করবে?

শেষ কথা : ইসলামি দলগুলোর মধ্যে এর আগে একাধিকবার ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও ৫ আগস্ট-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বাস্তবতায় পুনরায় দলগুলোর মধ্যে নতুন করে ঐক্যের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এই ঐক্য প্রচেষ্টা আদৌ সফল হবে কি না, কিংবা ঐক্য হলে আগামী নির্বাচনে তাদের ফলাফল কেমন হবে, তার উত্তর পেতে আগামী জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

● এস কে তৌফিক হক, অধ্যাপক ও পরিচালক, সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এসআইপিজি), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। সৈয়দা লাসনা কবীর, অধ্যাপক লোকপ্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মোহাম্মদ ঈসা ইবন বেলাল, গবেষণা সহযোগী, সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এসআইপিজি), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

আবু সাঈদের মৃত্যু 'অধিক উত্তম, সম্মানের, শ্রেয়'

৬ পৃষ্ঠার পর

পরিবারই ৫ আগস্ট দানব সরকারের পতন। যতক্ষণ দানব সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, ততক্ষণ আবু সাঈদকে নিয়ে সীমাহীন মিথ্যাচার করাও করা হয়েছে। মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছিল। মৃত আবু সাঈদের প্রতিও করা হয়েছে অবিচার। আবু সাঈদ মারা যাওয়ার পর আমি প্রায় ১২ ঘণ্টা মরদেহের সঙ্গে ছিলাম। গত বছর ১৬ জুলাই ৩টা ৫ মিনিটে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেছেন। আর এ মরদেহ আমরা হাসপাতাল থেকে নিতে পেরেছি রাত ১২টায়।

৯ ঘণ্টা মরদেহ হাসপাতালে আটকে রাখা হয়। আমরা চেয়েছিলাম আবু সাঈদের মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নেব। সেটি করতে দেওয়া হয়নি। ইংরেজি বিভাগের ভাড়া করা অ্যাম্বুলেন্সে মরদেহ নিতে দেওয়া হয়নি। পুলিশ-র‍্যাব-প্রশাসনের বিশাল গাড়িবহর ছিল মরদেহবাহী গাড়ির সঙ্গে। আবু সাঈদের আত্মীয়স্বজন, কয়েকজন সহযোদ্ধা ছিল সঙ্গে। শিক্ষক বলতে সঙ্গে ছিলাম আমি একাই। পথে প্রায় আধঘণ্টা একটি স্থানে মরদেহ আটকে রাখা হয়েছিল। আমরা ক্ষুদ্র প্রতিরোধ দেখালে গাড়ি আবারও চলতে থাকে। রাতেই দাফন করতে চেয়েছিল। আবু সাঈদের ভাই রমজান আলী ও আমি বিরোধিতা করেছি। পরে সকালে আবু সাঈদের মরদেহ দাফন করা হয়।

এরই মধ্যে একটি বছর চলে গেছে। আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডের বিচারও এগোচ্ছে অগোচরে। আমরা চাই, শহীদ আবু সাঈদসহ জুলাই অভ্যুত্থানের সব হত্যাকাণ্ডের বিচার হোক। দেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রাণের বিসর্জন, সে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হলেই কেবল জীবনদান সার্থক হবে।

তুহিন ওয়াদুদ: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং নদী রক্ষাবিষয়ক সংগঠন রিভারাইন পিপলের পরিচালক।

স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের এক বছর

৫ পৃষ্ঠার পর

বছর যেন আমাদের অপেক্ষা করতে না হয়।'

এর মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা স্বীকার করেছেন, স্বৈরাচার একদিনে সৃষ্টি হয় না। স্বৈরাচার সৃষ্টি হয় ধীরে ধীরে। প্রথমে স্বৈরাচার মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে। পরে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহার করে। যার অসংখ্য নজির মানুষ কেবল গত ১৬ বছর নয়, এর আগেও প্রত্যক্ষ করেছে। কঠিন বাস্তবতা হলো গত ৫৪ বছরে কোনো দল পর পর দু'বার সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে পারেনি। সামরিক শাসন কিংবা জবরদস্তি ভোট করেই তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকতে হয়েছে। বিরোধী দলে থাকতে আওয়ামী লীগ ১৭৩ দিন হরতাল করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। অথচ ক্ষমতায় এসে তারাই ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রায় একক ইচ্ছায় কাজটি করা হয়েছিল।

প্রধান উপদেষ্টা ওই অনুষ্ঠানে তার বক্তৃতায় গণ- অভ্যুত্থানে ছাত্র-তরুণের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে লক্ষ্য নিয়ে তরুণ ছাত্র-জনতা, রিকশাচালক, শ্রমিকেরা শহীদ হয়েছেন, আহত হয়েছেন, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে জুলাই-আগস্ট মাস জুড়ে আমরা গত বছরের প্রতিটি দিনকে আবারো পুনরুজ্জীবিত করবো।' অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এর পেছনে ছিল একটা বিরাট স্বপ্ন-নতুনভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণ, নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ।'

মুহাম্মদ ইউনূস তার আগে জুলাই গণ- অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, 'আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সেই সব তরুণ-তরুণী, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, রিকশাচালকদের-যারা রাস্তায় নেমে গণতন্ত্রের পতাকা উঁচিয়ে ধরেছিলেন; সাহস, ত্যাগ আর দৃঢ়তার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।' প্রধান উপদেষ্টা যেই স্বপ্ন ও প্রত্যয়ের কথা বলেছেন, এক বছর পর সরকার কি তার কাছাকাছি আসতে পেরেছে? এ প্রশ্নের সরল উত্তর হলো সরকার অনেকক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। দুঃখের জনগণের ভাগ্যের কোনো বদল হয়নি। গণ-অভ্যুত্থানের মূল কথা ছিল বৈষম্যহীন ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গঠন। কিন্তু গত ১১ মাসে বৈষম্য আরও বেড়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ত্রিশ লাখ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে। অনেকে চাকরি হারিয়েছেন।

প্রধান উপদেষ্টা জুলাইকে ঐক্যের মাস হিসেবে অভিহিত করলেও আমরা সবক্ষেত্রে অনৈক্যের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। চব্বিশের জুলাই আগস্টে যে রাজনৈতিক দল ও ছাত্রনেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে বিজয় এনেছে, আজ তারা পরস্পরবিরোধী অবস্থানে আছে। কেবল রাজনৈতিক দল নয়, ছাত্রনেতৃত্বও আজ বহুধা বিভক্ত এবং একে অপরকে গণবিরোধী আখ্যা দিতেও দ্বিধা করছে না।

এই গণ- অভ্যুত্থানে যারা জীবন দিয়েছেন, তাদের বেশির ভাগ ছিলেন সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ। ফুটপাতের হকার তার ব্যবসা বাদ দিয়ে, রিকশাচালক তার রিকশা চালনা বন্ধ রেখে, অন্যান্য পেশার মানুষ তাদের নিজ নিজ কাজ বাদ দিয়ে আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রথম আলোর সেই বিখ্যাত ছবিটির কথা মনে পড়ছে। রাস্তার ওপর পুলিশের গুলি চলছে। আর রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা তরুণ একটি পিলারের পেছনে নিজেকে আড়াল করে পুলিশকে পাল্টা ইটপাটকেল ছুড়ছে। এই ছবিটি আমাদের ১৯৬৯ সালের গণ- অভ্যুত্থানে শহীদ মতিউর রহমানের সেই বিখ্যাত ছবিটির কথা মনে করিয়ে দেয়। একটি ছোট্ট শিশু মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে তুলে আইউব শাহীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছিল। সেই ছেলেটির খোঁজ স্বাধীন বাংলাদেশে পাওয়া গেলেও চব্বিশের জুলাইয়ের অনেক শহীদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাদের অনেকেই বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে গোরস্থানে শেষ ঠিকানা খুঁজে নিয়েছেন। কিন্তু সরকার কিংবা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিরা তাদের খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হয়নি। অতএব, চব্বিশের জুলাই গণ- অভ্যুত্থানের বার্ষিকী আমাদের সামনে কেবল আশা নিয়ে আসেনি। আশার সঙ্গে আছে আশাভঙ্গের বেদনাও।

নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস এবং কিছু কথা:

৭ পৃষ্ঠার পর

হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে তিনি বিপদে ছিলেন ধীরস্থির এবং ন্যায়ের সংগ্রামের অটল। তিনি বলতেন,'সংগ্রামই আমার জীবন। আমি স্বাধীনতার জন্য আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাব'। তাঁর জীবন ছিল জনগণের জন্য উৎসর্গীকৃত। ১৯৫৮ সালের ১৪ জুন উইনি ম্যান্ডেলাকে বিয়ে করেন মেথডিস্ট চার্চে। ঐ বছরেই ১লা আগস্ট তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হয় পিটোরিয়ার আদালতে। ১৯৬২ সালের ৫ই আগস্ট রবিনসন দ্বীপ কারাগারে প্রেরণ করা হয়। বন্দি জীবনের অধিকাংশ সময়েই তিনি ছিলেন রোবেন দ্বীপে। ১৯৬৪ সালের ১২ই জুন বর্ণবৈষম্য বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত আন্দোলন, অর্ন্তঘাতসহ নানা অপরাধের দায়ে ম্যান্ডেলাসহ ১০৬ জোটের রায় বিবেচনায় এনে ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। পরবর্তীতে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে, কারাগার থেকে কারাগারে নির্যাতন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। তরুণ ম্যান্ডেলা দীর্ঘ ২৭ বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী এবং কঠোর নির্মম নিষ্ঠুর কয়েদী জীবন যাপন করলেও বর্ণবাদের সঙ্গে কখনো আপোষ করেননি। শুধু ম্যান্ডেলাকেই নয়, তাঁর স্ত্রী উইনি ম্যান্ডেলাকে বেশ কয়েকবার কারাগারে এবং কন্যাদ্বয়কে শ্বেতাঙ্গ সরকার স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে নানা রকম বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। গভীর রাতের শেষে যেভাবে ভোর হয় ঠিক সেভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট এফ ডাব্লিউ ডি ক্লার্ক ১৯৮৯ সালে বর্ণ-বৈষম্য নীতির অবসান ঘটান। ১৯৯০ সালে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় এবং দীর্ঘ ২৭ বছর পর অবশেষে ১৯৯০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পরদিন ১২ফেব্রুয়ারী তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'আমাদের সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে- আমি স্বপ্ন দেখি এমন এক সমাজের যেখানে সমঅধিকার নিয়ে সবাই সম্প্রীতিতে বসবাস করবে। বর্ণবাদের কোনো ভবিষ্যত নেই। এই বর্ণবাদের অবসান ঘটাতে হবে। এই দেশ সাদাকালোর দেশ। আমাদের আন্দোলন ছিল সাদাদের বিরুদ্ধে নয়, তাঁদের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে"। পরবর্তীতে তিনি তাঁর দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের সাথে শান্তি আলোচনায় অংশ নেন। ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের অবসান ঘটে এবং এরই ধারাবাহিকতায় সব বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণে ১৯৯৪ সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যান্ডেলা ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন এবং উপরাষ্ট্রপতি করেন শ্বেতাঙ্গ নেতা পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতি ডি- ক্লার্ককে। ম্যান্ডেলার রাজনৈতিক উপদেষ্টারা - বলেন, আমরা শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ক্ষমতায় এসেছি। আর এখন তাদেরই ক্ষমতায় বসানো হচ্ছে। দেশপ্রেমিক এবং দূরদর্শী সম্পন্ন দেশ এবং সমাজের ঐক্য ধরে রাখার স্বার্থেই তিনি উত্তরে বললেন " সাদারা অনেক দিন ক্ষমতায় ছিল। দেশ পরিচালনায় তাঁরা অনেক অভিজ্ঞ। আজ দেশের স্বার্থে তাদের অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের বড়ই প্রয়োজন। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ যতই থাকুক না কেন"? তিনি ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব পালন করে রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো যাঁরা তাকে রাজদণ্ড দিয়েছিল আবার তারাই তাঁকে বাধ্য হয়ে সম্মানিত করেছেন। চমৎকার বিষয়টি হলো ইংল্যান্ডের লৌহমানবী খ্যাত প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ম্যান্ডেলার মুক্তির সময় নয় বছর আগে দম্ভোক্তি করে উক্তি করেছিলেন "কেউ যদি ভেবে থাকে এ. এন.সি কখনো দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকার গঠন করতে পারবে তবে সে এক অন্ধকার অলিক রাজ্যে বসবাস করছে" কিন্তু নয় বছর পর থ্যাচারকেই দেখতে হলো সেই অন্ধকারের অলিক রাজ্য থেকে ওয়েস্টমিনিস্টার হলে। আর ঠিক প্রান্তে অপরাধের দুর্গের মত রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা যারা পায়ে পায়ে সারি বেঁধে আর হলের পেছনে গ্যালারিতে পরা প্রহরীরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে। লর্ড চ্যান্সেলর, লর্ড স্পিকার, অব ক্লার্করা তাদের রাষ্ট্রীয় পোশাক পরে উপস্থিত হলেন। তারপর সবশেষে লম্বা ও খানিকটা হেলে পরা দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী নেলসন ম্যান্ডেলা হাজির হলেন এবং খানিকটা বিস্মিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানানো শিক্ষার্থীদের দিকে হাত নেড়ে এগিয়ে এলেন। অথচ ১০ মিনিট পরে বক্তব্য দিলেন সেই পাঁচ মিনিট ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মৃতিময় ক্ষণ। আর উচ্চ কক্ষে বসা সেবার পার্টির সদস্যদের গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। প্রেসিডেন্টের গার্ডদের বাদক দল -"ন্কোসি সিকেলেল আফ্রিকা" বাজাতে শুরু করে। যে সংগীতটি কয়েক দশক ধরে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছিল। সেদিন লর্ড চ্যান্সেলর উচ্ছ্বাসের এই মহান নেতাকে এই বলে পরিচয় করিয়ে দেন, যাকে দেখতে প্রায় সুদর্শন একজন ইংরেজ অল্প লোকের মত মনে হচ্ছে। ম্যান্ডেলা ধীরে লয়ে এমন কঠিন বক্তব্য রাখেন যা শেক্সপিয়ার কিংবা থ্যাচারকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। রাণীর সঙ্গে দৈনন্দিনের আগে ম্যান্ডেলা রাণীকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি কেবল একটি গাঁয়ের ছেলে। বৃটেন সমাজের সকল দরজা খুলে দেয়ার জন্য এবং সকলে তাঁর স্বাগতম জানাতে দেওয়ার জন্য রাণীকে ধন্যবাদ জানান। তাঁর সংস্পর্শে রাণীও সেদিন প্রাণ খুঁজে পান। লেডিজ -অ্যাইজ এবং গাম্পটারদের বন্ধু হিসেবে। তিনি ছিলেন রাজকীয় পরিবারের বড় একটি অংশ সহ প্রিন্স চার্লসের অতিথি। সেই আলবার্ট হলে ৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে কনসার্ট শুরু হয় ফিল কলিন্সের গান দিয়ে, আর শেষ হয় দক্ষিণ আফ্রিকার ট্যাম্পেট বাদক হাগ মাসেকেলার নেতৃত্বে, ট্রাম্পেটের ঝংকার এর মধ্য দিয়ে। দর্শকদের হর্ষধ্বনিতে ফেটে উঠে আলবার্ট হল। তাদের পাশে ম্যান্ডেলা দেখে মনে হয়েছে কল্পরাজ্যের এক সম্রাট। তাঁর জন্ম, ত্যাগ, ধৈর্য, আন্দোলন, সংগ্রাম এবং চূড়ান্ত সাফল্য তাঁকে জীবনের পরিপূর্ণতায় ভরে দিয়েছে এবং মহান বিশ্ব বরেণ্য নেতায় পরিণত করেছে। তিনি যাদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি নির্যাতন কিন্তু রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নীতি গ্রহণ না করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁর অসীম সাহস দক্ষ নেতৃত্ব ও নিস্বার্থ নীতির জন্য সারা বিশ্বের মানুষ তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। বিশ্বব্যাপী একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্যতম উচ্চতায়। শান্তি স্থাপনে কাজ করা এবং আফ্রিকার নবজাগরণে ভূমিকা রাখার জন্য গত দুই দশকে তিনি ২৫০টির ও অধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট সদস্যদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে মর্যাদাপূর্ণ কংগ্রেশনাল স্বর্ণপদক বিশ্বরত্নে এই মহান নেতাকে প্রদান করা হয়।১৯৯৩ সালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল শান্তি পুরস্কারে ম্যান্ডেলাকে ভূষিত করা হয়। ২০১৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরিশেষে জাতিসংঘ তাঁর মত দূরদর্শী ও বীর রাষ্ট্রনায়ক নীতির প্রতি চির অবিচল সফল ও কিংবদন্তি নেতা তথা কোনো প্রকার লোভ প্রলোভন ও প্রতারণার কাছে নিজেকে জড়াননি এমন মহামানবের জন্মদিনকে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ,কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষের মত আমিও আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুনছি, সে সব যুগের নেতা পৃথিবীতে আর কবে জন্মাবে" যারা কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে"

ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খয়বরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহ্রা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন নাহ্হামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারুন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়্যাতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের দিক থেকে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রথমে আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক তথ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর তথ্যও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে ম'ঊনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের নবীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় ফেল না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সম্মত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতার যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন দুরভিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহানবী (সা.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নারী একজন আনসারী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বনু নযীরের সকল চক্রান্তের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন চরিতকার লিখেছেন, বনু নযীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে বরং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে ম'ঊনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইয়া'ওয়ানুহু ফীদ্ দিয়াত' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং নিরাপত্তার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ সেগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বনু নযীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। প্রায় দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বনু নযীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে শলাপরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ (রা.)'র একটি তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও দ্বিমত রয়েছে। বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই নিজ নিজ সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাসেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বনু নযীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু আওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এখনই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব সলাপরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বনু নযীরের এক নেতা সালামা বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা কোরো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘনও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা কুরবানির বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মন্ডী বাহাউদ্দীন জেলার সাহেবজাদাপুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেযার গুলিতে তারা উভয়েই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুজাফফর খান সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

মৌসুমী ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা কী, লক্ষণ ও প্রতিকার কী?

ডা. আয়শা আক্তার

মৌসুমী ফ্লু যা ইনফ্লুয়েঞ্জা নামেও পরিচিত, একটি ভাইরাসজনিত রোগ। যা সাধারণত শীতকালে বেশি দেখা যায়। কিন্তু এখন এই মৌসুমেও এর প্রকোপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এ ও বি দ্বারা সৃষ্ট হয়।

মৌসুমী ফ্লুর লক্ষণগুলোর মধ্যে- জ্বর, কাশি, গলা ব্যথা, সর্দি, শরীর ব্যথা, ক্লান্তি, অবসাদসহ বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা যেতে পারে।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে-ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি ভাইরাল শ্বাসযন্ত্রের রোগ: যা খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। গুরুতর স্বাস্থ্য জটিলতা এবং কখনও কখনও মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। শীতকালে ইনফ্লুয়েঞ্জা আরও ব্যাপক হতে থাকে, কিন্তু এটি বছরের যেকোনো সময় সংক্রমিত হতে পারে।

যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম যেমন শিশুদের ও বয়স্ক মানুষদের। যাদের বয়স ৬৫ এর বেশি সঙ্গে কো-মরবিডিটিতে ভুগছেন যেমন- ডায়াবেটিস বা কিডনি বা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে আক্রান্ত হলে মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বেশি। তাই অবশ্যই শুরুতেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

কিছু মানুষের মধ্যে গুরুতর স্বাস্থ্যগত সমস্যা হতে পারে। নিজেকে রক্ষা করার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা, যা ফ্লু শট নামেও পরিচিত। ফ্লু ভাইরাসের স্ট্রেন শরীরে প্রবেশ করানো হয় এবং শরীর সেই ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। টিকা নেওয়া থাকলে যদি কেউ ফ্লু ভাইরাসের সংস্পর্শে আসে তখন ভাইরাস থেকে এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

রিজেকশন ডিসফোরিয়া

অজান্তেই এই সমস্যায় ভুগছেন না তো? জেনে নিন লক্ষণ ও উত্তরণের উপায়

খালিদ হাসান

মনে করুন আপনি আপনার বন্ধুকে একটি বার্তা পাঠিয়েছেন। কয়েক ঘণ্টা হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো উত্তর আসেনি। বেশিরভাগ মানুষ ভাববেন, 'সে হয়তো ব্যস্ত আছে।' কিন্তু এডিএইচডি (অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিজঅর্ডার) নামক মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা বিষয়টিকে অন্যভাবে নেন। তারা ভাবতে পারেন, 'সে নিশ্চয়ই আমাকে অপছন্দ করে!' অথবা 'আমি নিশ্চয়ই বন্ধুত্বটা নষ্ট করে ফেলেছি!'

এই অতিরঞ্জিত এবং তীব্র আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়াগুলোই 'রিজেকশন সেনসিটিভিটি ডিসফোরিয়া' (আরএসডি)-এর বৈশিষ্ট্য। এটি এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো আলাদা মানসিক রোগের তকমা পায়নি, তবে সাম্প্রতিক গবেষণা এবং থেরাপি চর্চায় বিশেষত প্রাপ্তবয়স্ক এডিএইচডি রোগীদের মধ্যে এই টার্মটি ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে।

আরএসডি: সমালোচনাকে অপছন্দ করার থেকেও বেশি কিছু

প্রত্যেক ব্যক্তিই সমালোচনা বা উপেক্ষা পেলে খারাপ অনুভব করেন। কিন্তু আরএসডি হলো এর চেয়েও গভীর কিছু। এতে জড়িত তীব্র মানসিক অস্বস্তি (ডিসফোরিয়া)।

আরএসডি-তে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সামান্য মন্তব্য বা মজার ছলের অবহেলাকেও চরম অপমান, লজ্জা কিংবা আত্মসন্দেহ হিসেবে গ্রহণ করেন।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি এটা এভাবে করবে'ড় এমন কথাতেই তাদের মাঝে তীব্র আবেগের সাড়া তৈরি হতে পারে। ফলে অনেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন, অতিরিক্তভাবে দুঃখপ্রকাশ করেন বা আত্মরক্ষার্থে রাগের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেখান।

যে কারণে মানুষ এডিএইচডি-তে আক্রান্ত হন-

এডিএইচডি বলতে সাধারণত মনোসংযোগ বা অতিরিক্ত চঞ্চলতাকে বুঝায়। কিন্তু এডিএইচডি'র একটি বড় উপাদান হলো আবেগ এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

জরায়ু ফাইব্রয়েড রোগীদের কী খাওয়া উচিত

লিনা আকতার

জরায়ু ফাইব্রয়েড যা জরায়ু লিওমায়োমা নামেও পরিচিত। ফাইব্রয়েড মসৃণ পেশি কোষ ও তন্তুযুক্ত সংযোগকারী টিস্যু দিয়ে গঠিত। অনুমান করা হয়, ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ নারীর জীবনের কোনো না কোনো সময়ে জরায়ু ফাইব্রয়েড তৈরি হবে, তবে সবার লক্ষণ দেখা যাবে না বা চিকিৎসার প্রয়োজন হবে না। জেনে নেওয়া যাক জরায়ু ফাইব্রয়েড রোগীর খাদ্যাভাস।

সবুজ শাকসবজি এবং ফল

এ রোগীদের খাদ্যতালিকায় সবুজ শাকসবজি ও ফল রাখা উচিত। গবেষণা অনুসারে, সবুজ শাকসবজি ও ফল ফাইবার সমৃদ্ধ এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে ফাইব্রয়েডের বিকাশরোধ করতে সাহায্য করে। ফাইবারসমৃদ্ধ উপাদান ওজন কমাতে এবং হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখতেও সাহায্য করে।

এছাড়া এগুলো জরায়ু ফাইব্রয়েড বৃদ্ধিরোধ করতে ও ধীর করতে সাহায্য করে। সবুজ শাকসবজি ও তাজা ফল পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ, ভিটামিন, খনিজ পদার্থসমৃদ্ধ এবং প্রাকৃতিক অক্সিজেনসমৃদ্ধ যা স্বাস্থ্যের উন্নতির পাশাপাশি ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া সবুজ শাকসবজি, এবং ফলমূল কম ক্যালরিযুক্ত খাবার যা মহিলাদের ওজন এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের যেসব লক্ষণে সতর্কতা প্রয়োজন

ডা. মোহাম্মদ তানভীর জালাল

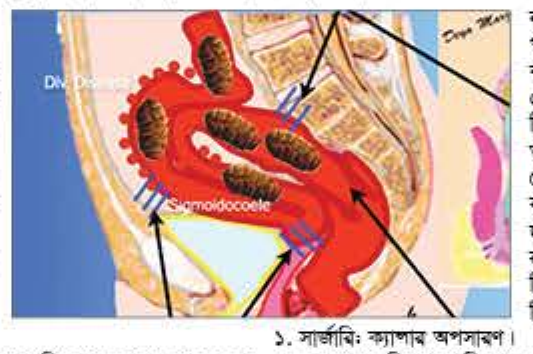

শুরুতে নীরব ঘাতক হতে পারে, অনেক সময় উপসর্গহীন থাকতে পারে। কিছু লক্ষণ দেখা দিলে অবশ্যই গুরুত্ব দেয়া দরকার।

- নিয়মিত মলত্যাগের অভ্যাসে পরিবর্তন।
- মলে রক্ত আসা বা মল কালো রঙের হওয়া।
- পেটের নিচের অংশে দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা, গ্যাস বা ফুলে থাকা।
- হঠাৎ করে ওজন কমে যাওয়া।
- ক্ষুধামন্দা বা ক্লান্তিভাব।

এসব লক্ষণ অন্যান্য সাধারণ রোগের সঙ্গেও মিলে যেতে পারে। তবে অবহেলা করলে বিপদ বাড়বে।

স্ক্রিনিং: বেশির ভাগ কোলোরেক্টাল ক্যান্সার শুরু হয় ছোট পলিপ (মাশরুমের মতো ছোট টিস্যু) দিয়ে, যা প্রাথমিক অবস্থায় কোনো লক্ষণ প্রদর্শন করে না। নিয়মিত স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে এই পলিপ আগেভাগে শনাক্ত ও অপসারণ করা গেলে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। ৫০ বছর বয়সের পর প্রত্যেকের নিয়মিত স্ক্রিনিং করা উচিত।

তবে, যদি পরিবারের কারও আগে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার থাকে, তাহলে ৪০ বছর বা তারও আগে স্ক্রিনিং শুরু করা দরকার। স্ক্রিনিংয়ের পদ্ধতি হিসেবে রয়েছে মলে রক্ত পরীক্ষা, ফ্লেক্সিবল সিগমায়েডোস্কোপি ও কোলনোস্কোপি।

চিকিৎসা: ধাপ অনুযায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি:

১. সার্জারি: ক্যান্সার অপসারণ।
২. কেমোথেরাপি: ওষুধ দিয়ে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস।
৩. রেডিওথেরাপি: রেডিয়েশন দিয়ে ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ।
৪. টার্গেটেড থেরাপি ও ইমিউনোথেরাপি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে একসঙ্গে একাধিক চিকিৎসা এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য বিয়ের আগে যে বিষয়গুলো জানা জরুরি

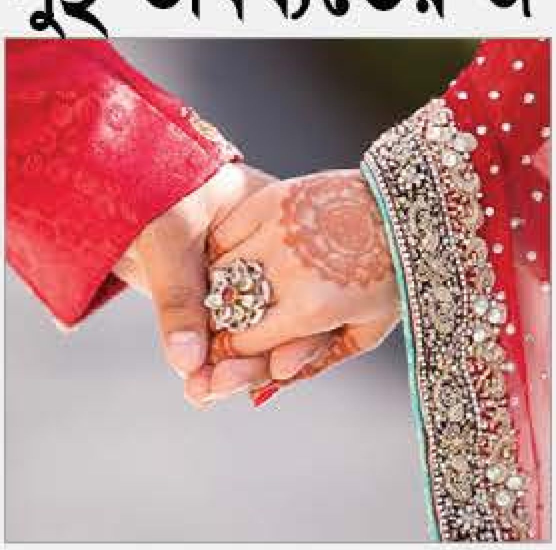

কামরুল হাসান কাওছার

বিয়ে কেবল দুটি মানুষের মিলন নয়, দুটি পরিবারের বন্ধনও বটে। সুস্থ ও সুন্দর দাম্পত্য জীবনের জন্য শারীরিক সুস্থতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ের আগে কিছু নির্দিষ্ট রোগের পরীক্ষা করানো শুধু নবদম্পতির সুস্থতার জন্যই নয়, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্যের জন্যও অপরিহার্য।

কিছু রোগ আছে যেগুলো বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু বিয়ের পরে খুব সহজে স্বামী থেকে স্ত্রী, আবার স্ত্রী থেকে স্বামী বা তারা যখন সন্তান নেন; তখন তাদের মাঝে ছড়াতে পারে। এক্ষেত্রে একটু সচেতন হয়ে আগেই কিছু পরীক্ষা করালে রোগগুলো ধরা সম্ভব, চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলা বা পরিবারের মাঝে রোধ করা সম্ভব।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সহায় হেলথের সহপ্রতিষ্ঠাতা ডা. তাসনিন জারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার নিজস্ব চ্যানেলগুলোতে বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর জন্য ৬টি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার কথা তুলে ধরেছেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই পরীক্ষাগুলো সম্পর্কে:

১. থ্যালাসেমিয়া

থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত রক্তের রোগ। এটি পিতামাতা থেকে সন্তানের মধ্যে ছড়াতে পারে। যদি স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই থ্যালাসেমিয়ার বাহক হন, তবে তাদের সন্তানের গুরুতর থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এই রোগ প্রতিরোধে বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং অত্যন্ত জরুরি।

থ্যালাসেমিয়া রোগ সম্পূর্ণ প্রতিরোধ যোগ্য। সিম্পল একটা রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই জেনে নেওয়া যায় এ রোগের বিষয়ে। বিয়ের আগে যদি এই পরীক্ষাটি না করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে আপনাদের সন্তানেরও থ্যালাসেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

এই পরীক্ষাটি করালে ফলাফল কেমন আসতে পারে- দুজনের একজনেরও রক্তে কোনো সমস্যা নাই।

এমন ফলাফলে আসলে বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া হওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই।

দুইজনের মধ্যে একজনের থ্যালাসেমিয়া ধরা এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

হ্যান্ডস অন ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া
এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway
170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস্ অফিস: (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিস: (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ
- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ
- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of
FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

মৌসুমী ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা কী, লক্ষণ ও প্রতিকার কী?

২২ পৃষ্ঠার পর

সুরক্ষিত থাকা যায়। যদি কেউ ভাইরাসের বিভিন্ন স্ট্রেনের সংস্পর্শে আসেন, তবে ভ্যাকসিন সাহায্য করবে এবং লক্ষণগুলো কম গুরুতর হবে। শিশুদের দিকে বেশি নজর দিতে হবে। কারণ শিশুরা বেশি ঠান্ডা, সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়ায় ভুগতে পারে। তাই টিকাদানের পাশাপাশি জীবাণুর বিস্তার রোধে স্বাস্থ্যবিধি মানার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। অনুশীলন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুকে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান ও পানি দিয়ে ঘন ঘন হাত ধুতে উৎসাহিত করতে হবে। টিস্যু বা কনুই দিয়ে মুখ ও নাক ঢেকে তাদের কাশি এবং হাঁচির সঠিক শিষ্টাচার শেখাতে হবে।

লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে-ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি ভাইরাল শ্বাসযন্ত্রের রোগ; যা খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। গুরুতর স্বাস্থ্য জটিলতা এবং কখনও কখনও মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। শীতকালে ইনফ্লুয়েঞ্জা আরও ব্যাপক হতে থাকে, কিন্তু এটি বছরের যেকোনো সময় সংক্রমিত হতে পারে। এ সময় আবার করোনা দরজায় কড়া নাড়ছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। কোভিড নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে, তার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মানার বিকল্প কোনো পথ নেই।

মৌসুমী ফ্লু থেকে বাঁচতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এজন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম করতে পারলে এবং রাতে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুম হলে রোগব্যাধি হলেও সহজেই রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা সুস্থ থাকতে পারব।

লেখক: ডা. আয়শা আক্তার, উপপরিচালক, ২৫০ শয্যার টিবি হাসপাতাল।

মিথ্যা চরিত্রের ক্যান্সার

৫ পৃষ্ঠার পর

স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি অতি দ্রুত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে এগিয়ে এসে ইতিহাসে নিজেদের গৌরবময় অবস্থান নিশ্চিত করবে। মনেরাখা দরকার শান্তির প্রশ্নে এগিয়ে আসায় কোন হার নেই বরং ইতিহাসে তাঁরাই অধিক সম্মানজনক অবস্থান লাভ করেন কারণ অনিশ্চিত যেহেতু কারো জানা নেই তাই বিজয়ের আশা পোষণ করে সংঘাত চালিয়ে যাবার চেয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যার যার নিজের অবস্থানকে কাজে লাগানোই উত্তম। আশা করা যায় সবাই পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবেন।

লেখক-কবি, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও গবেষক। সেন্টএলবান্স নিউইয়র্ক।

ভোট নিয়ে জট কতটা কাটল

১০ পৃষ্ঠার পর

কৌশল। সরকারের দিক থেকে এ ঘোষণায় নির্বাচন ফেব্রুয়ারির মধ্যে হওয়া নিয়ে সংশয়ে থাকা দলগুলোতে স্বস্তি ফিরেছে, বিশেষ করে বিএনপিতে। গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় এক আলোচনা সভায় বক্তব্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রস্তুতি শেষ হওয়া সাপেক্ষে ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হতে পারে বলে সরকারের তরফ থেকে যে বার্তা এসেছে, সে জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান।

তবে বিএনপির নির্বাচনের আশায় হাই দেওয়ার মতো রাজনৈতিক শক্তিরও কিন্তু কমতি নেই। বিএনপির একসময়ের ঘনিষ্ঠ মিত্র জামায়াতে ইসলামী শুরুতে প্রধান উপদেষ্টার ডিসেম্বর থেকে জুনের সময়সীমাকে সাধুবাদ জানায়। বলে এই সময়সীমার যেকোনো মাসে নির্বাচন নিয়ে আপত্তি নেই তাদের। তবে দলটির অবস্থান এর পরেও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন সময়। কখনো দলটি এই সময়সীমার মধ্যেই নির্দিষ্টভাবে এপ্রিল মাস, আবার কখনো ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের কথা বলেছে। যদিও দলটির নেতারা এসব বক্তব্যকে নির্বাচনের তারিখ নিয়ে দলের অবস্থানের পরিবর্তন হিসেবে দেখতে নারাজ। কিন্তু নির্বাচনের পরিস্থিতি নেই-এমন কথাও বলা হচ্ছে জামায়াতের পক্ষ থেকে। জামায়াত বলছে, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ছাড়াও মৌলিক বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কার এবং জুলাই সনদ নির্বাচনের আগেই হতে হবে। কিন্তু নির্বাচনের আগে সংস্কারে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হচ্ছে বলে জামায়াত মনে করে।

তবে সংস্কার কিংবা নির্বাচন নিয়ে শুধু জামায়াত নয়, একই সময়ে আরও শক্ত বক্তব্য এসেছে এনসিপি থেকেও। দলটি বলেছে জুলাই ঘোষণাপত্র আর সংস্কার ছাড়া নির্বাচনেই না যাওয়ার কথা। কিন্তু এই সময়ে এসে এই কথার উদ্দেশ্য কী? জামায়াত এবং এনসিপি উভয় দলই মূলত বিএনপিসহ কয়েকটি দলকে ইঙ্গিত করেছে। এর কারণ হচ্ছে, সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু-বিশেষ করে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রশ্নে বিএনপির সঙ্গেই বিরোধ তৈরি হচ্ছে এই দলগুলোর। নির্বাচনের পরিবেশ ও মৌলিক সংস্কার ইত্যাদি নিয়ে এনসিপি এবং জামায়াতের নেতারা অনেকটা একই সুরে কথা বলছেন। আবার উভয় দলই জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দাবিতে অটল, সেটিকে আবার সমর্থন দিচ্ছে ইসলামী আন্দোলনসহ কয়েকটি দল। তবে নির্বাচনের আগে মৌলিক সংস্কারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ নাকচ করছে বিএনপি। দলটির নেতারা বলছেন, তাঁরা তো ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধনের বিষয়ে রাজি হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তাঁরা সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন কিংবা একমত হয়েছেন। এখন যদি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব বা অন্য দলের প্রস্তাবে অযৌক্তিকভাবে শতভাগ একমত হতে বলা হয়, এমনকি অযৌক্তিকভাবে যেখানে সরকারের চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ক্ষুণ্ন হবে রাষ্ট্র পরিচালনায়, সেখানেও যদি সবাইকে নিঃশর্ত রাজি হতে বলা হয়, সেটা তো সংস্কার হলো না।

এনসিপি জুলাই সনদকে সংবিধানের মূলনীতিতে যুক্ত করতে চায়। এটি নিয়েও বিএনপির সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। এ রকম আরও অনেক বিষয় আছে সেগুলো নির্বাচনের পথে কাঁটা হয়ে দেখা দিতে পারে। এনসিপিকে দিয়ে নিজের কাজটি করিয়ে নিতে অন্তর্বর্তী সরকারও যে কতটা সিদ্ধহস্ত, তা বেশ কিছু ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে। নির্বাচন ইস্যুতেও সরকার এনসিপি-জামায়াতকে দিয়ে নিজের খেলাটা খেলিয়ে নিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক।

সাংবাদিক সালাহউদ্দিন আহমেদের ভ্রাতৃবিয়োগ

৩ পৃষ্ঠার পর

পুত্র, চার নাতি এবং ৫ ভাই ও ৪ বোনসহ বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। রূপালী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার হিসেবে অবসর গ্রহণের পর এবিএম খোরশেদ আলম ঢাকার উত্তরায় দক্ষিণখানে পরিবারের সাথে বসবাস করছিলেন। গতকয়েক বছর ধরে তিনি হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও কিডনী রোগে ভুগছিলেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তার অবস্থার অবনতি ঘটলে ঢাকায় হৃদরোগ ইন্সটিটিউশনে চিকিৎসা শেষে উত্তরা আধুনিক মেডিকাল কলেজ এন্ড হসপিটালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। লাইফ সাপোর্টে থাকাবস্থায় পরিবারের সিদ্ধান্তে মঙ্গলবার রাতে তার সাপোর্ট খুলে নিয়ে চিকিৎসকগণ তাকে মৃত ঘোষণা করেন। টাঙ্গাইল জেলা শহরের পৌরসভাধীন অলুক কান্দি গ্রামে এবিএম খোরশেদ আলমের জন্ম। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুবই সদালাপী, সহজ সরল, নিরহংকার ছিলেন এবং সাদাসিমাটা জীবনযাপন করতেন। কর্মজীবনে তিনি রূপালী ব্যাংক লিমিটেড-এর অফিসার হিসেবে টাঙ্গাইল প্রধান কার্যালয় ছাড়াও টাঙ্গাইলের সাকিরাপাড়া, এলেঙ্গা ও এলাসিন শাখায় সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। মরহুম এবিএম খোরশেদ আলমের নামাজে জানাজা ১৬ জুলাই, বুধবার বাদ জোহর জানাজা শেষে টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় কবরস্থানে পিতা মরহুম এবিএম মোসলেম উদ্দিন আহমেদের কবরের পাশে দাফন করা হয় বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ) এবং সাপ্তাহিক হককথা ও আজকের টেলিগ্রাম সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ তার মেজো ভায়ের ইন্তেকালে সবার দোয়া কামনা করেছেন, যেনো আল্লাহতায়ালা মরহুমের জীবনের সকল গুণাহ মাফ করেন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মমিন মজুমদার এক বিবৃতিতে এবিএম খোরশেদ আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানিয়েছেন।

শাপলা নিয়ে ঘাপলা

১২ পৃষ্ঠার পর

আগ্রহ পেয়ে যেতে পারে। জবাবে বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে বলল, কমিশন যেন কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের হাতের কবজি ঢেকে রাখতে আদেশ দেয়। কারণ, 'হাত' কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক। এই বিবাদে নির্বাচন কমিশন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। প্রতীক নিয়ে এমন বিবাদ, বিড়ম্বনার নজির আরও আছে ভারতে। আম আদমি পার্টি সৃষ্টির পর প্রথম নির্বাচনে তারা দলীয় প্রতীক ঝাড়ু চেনাতে, রাস্তাঘাট ঝাঁট দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছিল। হাজার হাজার ঝাড়ু কিনে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করে তারা। বিজেপি ও কংগ্রেস, দুই দলই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পার্টির বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ করেছিল তখন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই দলের নির্বাচনী প্রতীকের ইতিহাসও খুবই কৌতুকময়। ব্যঙ্গ কার্টুনের মাধ্যমে ডেমোক্রেটদের 'গাধা' ও রিপাবলিকানদের 'হাতি'র উৎপত্তি। দুটি কার্টুনই এঁকেছিলেন টমাস নাস্ট। ১৮২৪ সালের যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চার প্রার্থীই ছিলেন 'ডেমোক্রেটিক-রিপাবলিকান' দলের। সেখানে একজন প্রার্থী ছিলেন অ্যান্ড্রু জ্যাকসন। 'জামি প্রার্থী' হিসেবে প্রার্থিতা দেওয়া হলেও সাবেক এই মিলিটারি জেনারেল প্রায় ৪২ শতাংশ ভোট পান। কেউ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় দ্বিতীয় ধাপে যায় নির্বাচন। পরে বাকি প্রার্থীদের কূটকৌশল তাকে বঞ্চিত করে। বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি জ্যাকসন ও তার সমর্থকরা। তারা 'ডেমোক্রেটিক পার্টি' নামে নতুন রাজনৈতিক দল খোলেন। ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক-রিপাবলিকান পার্টির মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু করেন। এ সময় ক্ষমতাসীন দল ও তাদের গণমাধ্যম জ্যাকসনকে নিয়ে হাসিঠাট্টা শুরু করে। তাকে 'জ্যাকঅ্যাস' বলে সম্বোধন করে। এমনকি গাধার ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে জ্যাকসন ও তার অনুসারীদের ইঙ্গিত করে পত্রিকাগুলো। জ্যাকসন সেই 'অ্যাস' বা গাধাকেই বানান তার দলের প্রতীক। এ প্রতীক নিয়েই ১৮২৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টকে হারান জ্যাকসন।

ডেমোক্রেটিকদের উত্থানের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যায় 'ডেমোক্রেটিক-রিপাবলিকান' পার্টি। পরে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা আব্রাহাম লিংকন এবং দাসপ্রথাবিরোধী হুইগরা মিলে গড়ে তোলেন নতুন রাজনৈতিক দল 'রিপাবলিকান পার্টি'। ষাটের দশকে লিংকনের ক্ষমতালাভ এবং গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে দাসপ্রথা বিলুপ্তির পর রিপাবলিকান পার্টি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের ভোটার সংখ্যাও বেড়ে যায়। ১৮৭৪ সালে নাস্ট তার কার্টুনে রিপাবলিকান পার্টিকে একটি বিশাল 'হাতি' রূপে দেখান। সেখান থেকেই হাতিকে দলীয় প্রতীক হিসেবে বেছে নেয় রিপাবলিকান পার্টি।

এই উপমহাদেশে নির্বাচনী প্রতীক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জাতীয় ঐতিহ্য ও জীবনঘনিষ্ঠ জিনিসকেই বরাবর বেছে নিয়েছেন রাজনীতিবিদরা। অতিপরিচিত ও সহজে উচ্চারিত শব্দের দিকেই ঝোঁক বেশি। নিরক্ষর ভোটারও যাতে ব্যালট পেপার দেখেই চিনতে পারে। এটাই রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য থাকে। কিন্তু, শুধু মার্কাই সব নয়। দলের বৈশিষ্ট্য ও নেতার চরিত্র দেখেও প্রতীক জনপ্রিয় হয়। 'ধানের শীষ'-এর পরিবর্তে 'গমের শীষ' বা 'নৌকা'র বদলে 'জাহাজ' জনপ্রিয় হয়নি। মার্কা নিয়ে অতীতেও কামড়াকামড়ি কম হয়নি। কিন্তু, জনগণ পাশে না থাকলে দম বা দাম কোনোটাই পাওয়া যায় না। দল নিবন্ধন হওয়ার আগেই শাপলা প্রতীক ব্যবহার করছে এনসিপি। এ নিয়ে বৈষম্যের আশঙ্কা করছে ফ্যাসিস্টের হাতে নির্যাতিত নাগরিক ঐক্য। কেননা, তারা শাপলা চেয়ে আগে আবেদন করেছে। শাপলা না পেলে অন্যদের ঐতিহ্যবাহী প্রতীকও থাকা উচিত নয় বলাটি অনুচিত। এ যেন দাদার মুখে দাড়ি দেখে শিশু নাতির আড়ি। অভ্যুত্থানের এক বছরের মাথায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভেদ দেখে ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। তবু, তারা এখনো আশা করে নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের। আর সেজন্য ছোটখাটো স্বার্থ ত্যাগ করতে পারবে জীবনবাজি রাখা বিপ্লবীরা।

লেখক: হেড অব নিউজ, আরটিভি

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)

Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

ইসলামে মানুষ হত্যার পরিণতি ভয়াবহ

আলেমা উম্মে হাবিবা

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষের সবকিছুই সম্মানিত ও মূল্যবান। সবচেয়ে মূল্যবান তার প্রাণ। একজন মানুষের প্রাণ নাশ করা বা তাকে হত্যা করা অত্যন্ত জঘন্য বিষয়।

ইসলামে মানুষ হত্যাকে গুরুতর পাপ হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।একজন মানুষ হত্যা করা শুধু একটি প্রাণের নাশ নয়, বরং তার হত্যার সঙ্গে ঘটে যায় শত মানুষের বিনাশ। নিভে যায় একটি পরিবারের জীবন প্রদীপ। ভেঙে যায় হাজারও স্বপ্ন। চুরমার হয়ে পড়ে বাবা-মার হৃদয়। চিরতরে এতিম হয়ে পড়ে ফুটফুটে শিশুগুলো আর বিধবা হয়ে যায় প্রিয়তমা স্ত্রী। এভাবে একটি পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র সবাই হয়ে পড়ে বেদনাবিধুর।

এজন্যই তো আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। আর যে কারও জীবন রক্ষা করে সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে।' (সূরা মায়িদাহ : ৩২)।

এ হত্যাকাণ্ডের নিশানা যদি হয় কোনো মুসলমান, তাহলে পাপের গুরুত্বার আরও বেড়ে যায়। একজন মুসলমানকে হত্যা করা জঘন্য অপরাধ।

নবিজি (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহতায়ালার কাছে একজন মুসলমানকে হত্যা করার চেয়ে সাধারণ।' (তিরমিজি, হাদিস নং : ১৩৯৫; নাসায়ী, হাদিস নং : ৩৯৮৬)। সমাজ জীবনে নাশকতা, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত দমনে ইসলাম অনুপম দিকনির্দেশনা দিয়েছে এবং সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তদের প্রতিরোধে কঠোর শাস্তি আরোপ করেছে।

ইসলামের আলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচলিত আইনে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের উপযুক্ত ন্যায়বিচার করা হলে এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

আরবি ১২ মাসের নাম-ফজিলত ও জানা-অজানা তথ্য

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

একজন মুসলিম হিসাবে আরবিতে ১২ মাসের নাম আমাদের মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রায় সবাই ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জীবন-যাপন করি, যার ফলে আমরা ইসলামি ক্যালেন্ডারের মাস খুব একটা মনে রাখি না। আর চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে আরবি মাসের ক্যালেন্ডারটি নির্ভরশীল হওয়ার জন্য এটি চন্দ্র ভিত্তিক ক্যালেন্ডার হয়ে থাকে। তবে আমরা ইসলামি ক্যালেন্ডার বা হিজরি ক্যালেন্ডার হিসেবে জানি। আরবি ক্যালেন্ডারের ১২ মাসের প্রতিটি নামের নিজস্ব অর্থ এবং তাৎপর্য রয়েছে, যা আরবি ভাষা ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গঠিত। প্রতিটি মাসের নামের পেছনে একটি ইতিহাস ও অর্থ রয়েছে যা ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

হিজরি ক্যালেন্ডারের উৎপত্তি ও পটভূমি : আরবি ক্যালেন্ডার বা হিজরি ক্যালেন্ডার একটি চন্দ্রভিত্তিক বর্ষপঞ্জি, যা চাঁদের গতি ও পর্যায় অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম ধর্মের নবী মুহাম্মদ (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার বছর থেকেই এই ক্যালেন্ডারের গণনা শুরু হয়। এই ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর উপর ভিত্তি করে হিজরি ক্যালেন্ডারের গণনা চলে। এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

চাঁদাবাজি-হত্যা রোধে প্রয়োজন নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা

মুফতি আ.জ.ম. ওবায়দুল্লাহ

রাজধানীর মিটফোর্ড এলাকায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এক হৃদয়বিদারক ঘটনা গোটা জাতির বিবেককে নাড়া দিয়েছে। একজন নিরীহ ব্যবসায়ী সোহাগকে পাথর মেরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এটা কোনো নাটকের দৃশ্য নয়, বাস্তবতার এক জঘন্য চিত্র। এই বর্বরতা, এই পাষণ্ডতা সভ্য সমাজে কল্পনাও করা যায় না। অথচ আমরা তা নিজের চোখে দেখছি, সংবাদপত্রের শিরোনামে পড়ছি, ভিডিওচিত্রে প্রত্যক্ষ করছি।

আজ প্রশ্ন জাগে, কোন্ সভ্য সমাজে আমরা বাস করছি? মানুষ কি এতটাই নিষ্ঠুর, এতটাই বেহায়া হয়ে গেছে যে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে জীবন কেড়ে নেওয়ার মতো ঘৃণ্য অপরাধ করতে দ্বিধাবোধ করে না? ভাবতেও গা শিউরে ওঠে যে, একটি মানুষের জীবন আজ এতটাই তুচ্ছ যে, সামান্য টাকার জন্যও তা হারাতে হয়! জাহিলিয়াত আজ যেন হার মানিয়েছে এইসব দুর্ধর্ষ হত্যাকাণ্ডের কাছে। এক সময় মানুষ অন্ধকারে সন্তান কবর দিত, আজ আলোর জগতে মানুষ পাথর দিয়ে অপরাধহীন মানুষকে হত্যা করে। পার্থক্য শুধু কালের, মনোভাবের নয়। সেই জাহিলি মানসিকতা আজও টিকে আছে, বরং আরও ভয়ংকর ও নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করছে।

আমরা যদি বাস্তবতার মুখোমুখি হই, দেখব- চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, খুন, গুম, ধর্ষণ এগুলো আজ আর বিচ্ছিন্ন কোনো অপরাধ নয়। বরং প্রতিটি অপরাধ একটি পূর্ণাঙ্গ নেটওয়ার্কের অংশ। একটি দুষ্টচক্র, একটি অবৈধ রাজনীতি, একটি অপরাধপুষ্ট প্রশাসনিক শিথিলতা এর পেছনে সক্রিয়। আর সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো, এই অপরাধীদের অনেকেই সামাজিক, রাজনৈতিক, এমনকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ছত্রছায়ায় নিরাপদ জীবন যাপন করে যাচ্ছে। এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

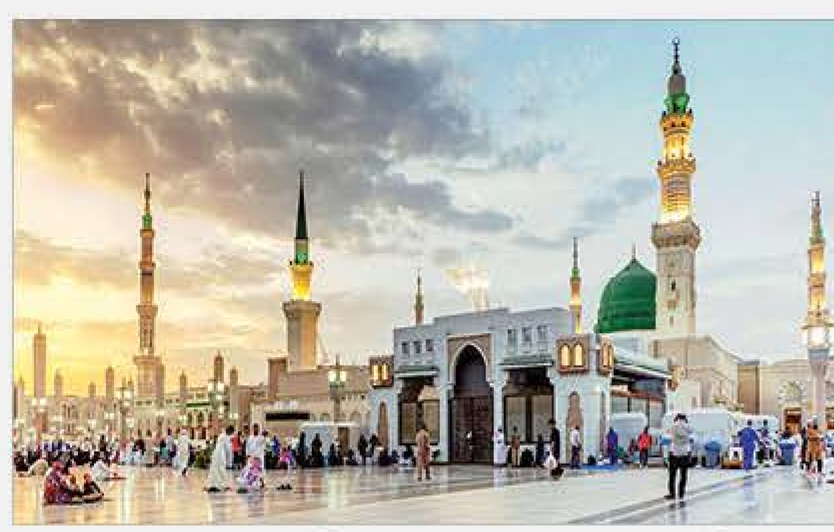

মুসলিম নারী চাইলেই স্বামীকে তালাক দিতে পারেন

শহীদুজ্জামান

তালাক শব্দের অর্থ বিবাহ বিচ্ছেদ। প্রতিটি ব্যক্তির বিবাহ-তালাক তার ধর্মীয় আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মুসলিম আইন অনুযায়ী একজন পুরুষ শর্তহীনভাবে তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করতে পারেন, তবে একজন মুসলিম স্ত্রীর তালাক প্রদানের ক্ষমতা শর্তহীন নয়।

স্ত্রীর তালাক প্রদানের ক্ষমতা : একজন মুসলিম স্ত্রী কর্তৃক তালাক প্রদানের সুযোগ খুব সংকুচিত এবং সাধারণভাবে শর্তাধীন। তাকে সাধারণত স্বামী অথবা কোর্টের উপর নির্ভর করতে হয়। তাকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা তার স্বামীর নিকট হতে অর্জন করতে হয়, অন্যথায় স্বামীর কাছ থেকে এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

নামাজের সময় সূচি Prayer Times For New York City জুলাই ২০২৫

তারিখ	ফজর	সূর্য	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
১৯	৪:০৭	৫:৪১	০১:০২	৫:০০	৮:২৩	০৯:৫৭
২০	৪:০৯	৫:৪২	০১:০২	৫:০০	৮:২২	০৯:৫৬
২১	৪:১০	৫:৪৩	০১:০২	৫:০০	৮:২২	০৯:৫৪
২২	৪:১১	৫:৪৪	০১:০৩	৫:০০	৮:২১	০৯:৫৩
২৩	৪:১২	৫:৪৫	০১:০৩	৪:৫৯	৮:২০	০৯:৫২
২৪	৪:১৪	৫:৪৬	০১:০৩	৪:৫৯	৮:১৯	০৯:৫১
২৫	৪:১৫	৫:৪৭	০১:০৩	৪:৫৯	৮:১৮	০৯:৪৯

source: salahtimes.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

চাঁদাবাজি-হত্যা রোধে প্রয়োজন নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা

২৫ পৃষ্ঠার পর

আমরা যদি এখনই সংকটের গভীরতা অনুধাবন না করি, যদি যথাযথ প্রতিরোধ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না করি, তবে ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার, আরো রক্তাক্ত হবে।

এই চরম নির্মমতা ও পাশবিকতার পেছনে সবচেয়ে বড় যে কারণ, তা হল- আমাদের নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়। আমাদের সমাজ থেকে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে নৈতিকতা ও ধর্মীয় জ্ঞান। আজ শিশুদের শিক্ষা শুধু চাকরি পাওয়ার জন্য, চরিত্র গঠনের জন্য নয়। ফলে সমাজে তৈরি হচ্ছে এক শ্রেণির 'শিক্ষিত বর্বর', যারা আইন জানে, সমাজ জানে, কিন্তু বিবেকহীন। একটি সমাজ তখনই নিরাপদ হবে, যখন মানুষ নৈতিকতা ও ধর্মীয় চেতনায় ফিরে আসবে, তাহলে তারা অপরাধ থেকেও দূরে থাকবে। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে, মসজিদ-মাদরাসায়, স্কুল-কলেজে খুন, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষকে আল্লাহভীতি ও মানবিকতা শেখাতে হবে।

ইসলামে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: 'যে ব্যক্তি একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল'। (সূরা মায়েদা: ৩২)

খুনের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকলেও তার বাস্তবায়ন খুবই ধীরগতি। দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অপরাধীরা উৎসাহ পায়। এজন্য প্রথম কাজ হল দ্রুত বিচারের আওতায় এনে অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা। পাথর দিয়ে হত্যার মতো জঘন্য অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোনো শাস্তি যথেষ্ট নয়। আর এই শাস্তি হতে হবে দৃষ্টান্তমূলক, দ্রুত এবং জনসমক্ষে কার্যকর করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কোনো খুনি এমন কাজ করতে সাহস না পায়। আইন যতদিন পর্যন্ত দুর্বল থেকে যাবে, অপরাধী ততদিন সাহসী হয়ে উঠবে।

চাঁদাবাজি ও অপরাধ দমনে নৈতিক ও শান্তিপ্রিয় মানুষদের সংঘবদ্ধ হতে হবে। প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় অপরাধ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে, সন্দেহভাজনদের উপর নজরদারি চালিয়ে প্রশাসনের সহায়তায় সুশৃঙ্খল সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সিসিটিভি, আলোকসজ্জা, স্থানীয় নজরদারির মাধ্যমে চাঁদাবাজদের মোকাবিলা করতে হবে। ভয় নয়, সাহসী প্রতিবাদই হতে পারে সমাজ রক্ষার ঢাল।

চাঁদাবাজি একটি পুরোনো সমস্যা। তবে ইদানীং এটি রূপ নিয়েছে সশস্ত্র ও সংঘবদ্ধ অপরাধে। কিছু বখাটে যুবক রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা গ্যাং সদস্যরা এখন একেকটি এলাকাকে 'নিজস্ব এলাকা' দাবি করে চাঁদা তোলে, ব্যবসায়ীকে হুমকি দেয়, যারা টাকা দিতে অস্বীকার করে, তাদের শাস্তি দেয়।

এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিরোধ না গড়লে তা মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়বে।

সোহাগের মৃত্যু একটি প্রাণের মৃত্যু নয় কেবল, এটি আমাদের সমাজের বিবেকের মৃত্যু। আমরা যদি আজ জেগে না উঠি, প্রতিবাদ না করি, প্রতিরোধ গড়ে না তুলি, তবে আগামীকাল হয়তো আমাদের কেউ একরকম বর্বরতার শিকার হবে। সেদিন কেবল আফসোস করার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

লেখক: মুহাদ্দিস, ছারছীনা দারুস্সুন্নাত জামেয়ায়ে নেছারিয়া দীনিয়া, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের যেসব লক্ষণে সতর্কতা প্রয়োজন

২২ পৃষ্ঠার পর

পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়। যেমন সার্জারির পর কেমোথেরাপি বা টার্গেটেড থেরাপি দিতে হয়।

প্রতিরোধ: সুষম ও আঁশযুক্ত খাবার, পর্যাপ্ত পানি খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম, ধূমপান ও অ্যালকোহল পরিহার- এসব কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া, ফাস্টফুড বা বাইরের খাবার কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের অন্যতম রিস্ক ফ্যাক্টর। সচেতনতা, আগাম পরীক্ষা ও সময়মতো চিকিৎসা- এসবই কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে কাজ করে।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, কোলোরেক্টাল সার্জারি বিভাগ এবং কোলোরেক্টাল, লেপারোস্কপিক ও জেনারেল সার্জন, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, (পিজি হাসপাতাল) ঢাকা।

রিজেকশন ডিসফোরিয়া

২২ পৃষ্ঠার পর

নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা। এটি কোনো ব্যক্তিত্বগত দুর্বলতা নয় বরং মস্তিষ্কের কার্যকারিতার পার্থক্য। গবেষণায় দেখা গেছে, এডিএইচডি রোগীদের মস্তিষ্কে অ্যামিগডালা (আবেগ সংকেত সনাক্তকারী) এবং প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স (আবেগ নিয়ন্ত্রণকারী) এর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি থাকে। ফলে আবেগগুলো আরও বেশি তীব্রভাবে অনুভূত হয় এবং তা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে। ২০১৮ সালের একটি গবেষণায় এই ইমোশন কন্ট্রোল সিস্টেমের ভারসাম্যহীনতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়, যা ব্যাখ্যা করে কেন এডিএইচডি রোগীদের আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়াগুলো এত তীব্র হয়।

শরণার্থী প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার বিপক্ষে আদালতের রায়

৩ পৃষ্ঠার পর

বাছাইয়ের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। তাদের 'প্রিনাম্পটিভলি প্রোটেক্টেড রিফিউজি' হিসেবে বিবেচনা করা হলেও ট্রাম্পের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। ট্রাম্পের এই জুন মাসের নিষেধাজ্ঞা ১২টি দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে অন্যতম আফগানিস্তান, ইয়েমেন, ইরান, সুদান, হাইতি, মিয়ানমার। এই আদেশ ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে প্রণীত বিতর্কিত 'মুসলিম নিষেধাজ্ঞার' সম্প্রসারিত রূপ। প্রথম নিষেধাজ্ঞা প্রচণ্ড আইনি চ্যালেঞ্জ ও বিক্ষোভের মুখে পড়ে, যদিও পরে সুপ্রিম কোর্টে তা বহাল থাকে।

বাংলাদেশি টেলিভিশন জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের আত্মপ্রকাশ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

টেলিভিশন জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউএসএ' আত্মপ্রকাশ করেছে। এনটিভি'র যুক্তরাষ্ট্র ব্যুরো প্রধান ফরিদ আলমকে সভাপতি ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন'র যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি এসএম সোলায়মানকে সাধারণ সম্পাদক করে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটিতে এনটিভি'র সাবেক সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার শামসুন্নাহার নিমি (সহ-সভাপতি), বাংলাভিশনের সাবেক রিপোর্টার জাহিদা আলম (সহ- সাধারণ সম্পাদক), নিউজ টুয়েন্টি ফোরের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি আরিফুর রহমান (সাংগঠনিক সম্পাদক) এখন টিভি'র যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি এম এ আহাদ (অর্থ সম্পাদক) এবং নির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন, যথাক্রমে সোহেল মাহমুদ (প্রবাসী টিভি/আরটিভি), ইলিয়াস হোসাইন (৭১ মিনিটস/ ইটিভি), সৌরভ ইমাম (আইবিটিভি), আরিফুজ্জামান আরিফ (চ্যানেল ওয়ান), আহসান পলাশ (নবযুগ টিভি/এনটিভি)।

এছাড়া ৩ জন সিনিয়র সাংবাদিককে উপদেষ্টা করা হয়েছে তারা হলেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সংবাদ বিশ্লেষক ড. কনক সরওয়ার, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব'র সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম এবং আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সেক্রেটারি ও সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর।

গত ১১ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের মুনলাইট কাবাবের পার্টি হলে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশি টেলিভিশন জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউএসএ র কমিটি ঘোষণা করেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব'র সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম। ঢাকায় বিভিন্ন টেলিভিশনে কাজ করেছেন এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন মূলত তাদের নিয়েই এই সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। নতুন এই সংগঠনের লক্ষ্য ও আগামীর পথচলা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সভাপতি ফরিদ আলম, উপদেষ্টা মনোয়ারুল ইসলাম, শাহাব উদ্দিন সাগর, সহ-সভাপতি শামসুন নাহার নিমি, সাধারণ সম্পাদক এস এম সোলায়মান, সহ-সাধারণ সম্পাদক জাহিদা আলম, আরিফুর রহমান, সৌরভ ইমামসহ উপস্থিত সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ফরিদ আলম। খুব শিগগিরই অভিষেক অনুষ্ঠানের বিষয়েও আলোচনা হয় সভায়।

'তারেকের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারিরা গণতন্ত্রের শত্রু'

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির স্থানীয় সরকার বিষয়ক সহ- সম্পাদক এবং বিএনপি মিডিয়া সেলের জ্যেষ্ঠ সদস্য সাথী আকতার। তিনি বলেন, বিএনপির নেতা তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ অপপ্রচারণায় লিপ্তরাই বাংলাদেশের গণতন্ত্রের শত্রু, সুশাসনের অন্তরায়। এদের অপপ্রচারে লিপ্তদের চিহ্নিত করতে হবে।

এতে সম্মানিত অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি সাবেক সভাপতি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট। প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সদস্য গিয়াস আহমেদ। প্রধান আলোচক ছিলেন কানাডা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় সদস্য ফয়জুল চৌধুরী, বিশেষ আলোচক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামরুল পাশা বাবুল। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা দলের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আলহাজ্ব বাবর উদ্দিন, যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা এম এ বাতিন, বিএনপি নেতা নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, মোশারফ হোসেন সবুজ, সৈয়দ এস এম রেজা, আবদুস সবুর, ফিরোজ আলম, শাহ আলম, মোজাফফর লিটন চৌধুরী, নিউইয়র্ক সিটি বিএনপির সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মাহফুজুল মাওলা নান্নু, জাসাসের সাবেক সেক্রেটারি কাওসার আহমেদ ও ছাত্রদলের সেক্রেটারি মাহফুজুল ইসলাম জনি। সভাপতিত্ব করেন জাসাসের যুক্তরাষ্ট্র শাখার আহবায়ক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ সায়েম রহমান এবং পরিচালনা করেন সদস্য-সচিব জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী।

ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টের ওপেনিং সিরোমনি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অব অনার হিসেবে বক্তব্য রাখেন 'আজকাল' সম্পাদক ও গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ। 'কিনোট' স্পিকার ছিলেন সন মাইথ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. গোলাম মাতব্বর। সেমিনারে প্যানেলিস্ট ছিলেন আলাপের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট এম এ এক মিসবাউজ্জামান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটসের প্রেসিডেন্ট শাহ শহীদুল হক। গেস্ট স্পিকার ছিলেন মামুন টিউটোরিয়ালের শেখ আল মামুন, খান'স টিউটোরিয়ালের ড. ইমাম খান, আল নূর কালচারাল সেন্টারের মুফতি মোহাম্মদ ইসমাইল, ব্যাংকের বিজনেস স্পেশালিস্ট লিলভিয়া এবং আব্দুল কাদের। ইয়ুথ স্পিকার ছিলেন প্রিসিলা ফাতেমা, ইয়ুথ ডিরেক্টর ফারহান আব্দুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারি মাশিয়ার রহমান, কো-অর্ডিনেটর রাহিলা কাইয়ুমা, নাফিসা আহমেদ, চিফ কো-অর্ডিনেটর এস এম আবিদ ইবতিহাজ, সাবেক বিচারপতি খান রাফায়েল, ডিরেক্টর শিউলি আক্তার এবং আতিকুর রহমান। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন সোনিয়া।

সংগঠনের যুগ্মবিষয়ক পরিচালক ফারহান আব্দুর রহমানের একাগ্র চেষ্টায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়েছিলেন অনুষ্ঠানে। তারা মা-বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন উদারচিত্তে সহায়তার জন্য। কমিউনিটির সামগ্রিক কল্যাণে নিরলসভাবে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ওম্যান জেনিফার রাজকুমার 'ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড'-এর প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল সোবহান এবং পরিচালক ফারহান আব্দুর রহমানকে বিশেষ সম্মাননা সার্টিফিকেট (প্রক্লেমেশন) প্রদান করেছেন। ড. মাতব্বর 'বিল্ড এ বেটার টুমরো টুগেদার' স্লোগানে এই সেমিনারে ছিলেন মূল বক্তা এবং নিজের একমাত্র সন্তানের এগিয়ে চলার ব্যাপারটি নিয়েই উপস্থিত সকল তরুণ-তরুণীকে আকৃষ্ট করেন। কারণ, এই সেমিনারে অন্য বক্তারা অভিমত পোষণ করেছেন যে, বাংলাদেশি এবং দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ অভিভাবকই সন্তানের ওপর চাপ প্রয়োগ করেন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য। তা না হলে সন্তানের জীবনটাই বৃথা বলেও অনেক অভিভাবক মনে করেন। এ ধরনের চাপে পড়ে অনেক সন্তানই বিভ্রান্তবোধ করেন এবং নিজের মতো করে জীবন গড়ার স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

ড. গোলাম মাতব্বর বলেন, আমেরিকা হচ্ছে ভাগ্য গড়ার অপূর্ব একটি দেশ, যেখানে সকল পেশাতেই অসাধারণ সাফল্য দেখানো যায়। আয়-উপার্জনও অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত অনেক আমেরিকানই বিভিন্ন সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সব অভিভাবকেরই উচিত সন্তানের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং সেজন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।

মাগুরা জেলা সোসাইটি ইউএসএ ইনক-এর কার্যক্রম বিলুপ্তি ঘোষণা

আজকাল ডেস্ক

মাগুরা জেলা সোসাইটি ইউএসএ ইনক রেজি নং ৭২৪৫০১২-এর কার্যক্রম বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। সংগঠনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, 'সকল সদস্য একমত পোষণ করিতেছি যে অদ্য হইতে উক্ত সোসাইটির সকল পদ পদবী ও কার্যক্রম বিলুপ্তি ঘোষণা করা হলো। এই সোসাইটির সাথে আর কোন কার্যক্রম বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।' প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রতিরোধের আহ্বান হাসিনার

৬৪ পৃষ্ঠার পর

রহমানের জেলা গোপালগঞ্জে সংঘর্ষের পর অডিওতে দেশবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ডাক দিলেন প্রতিরোধ গড়ে তোলার। বললেন, 'যার যা আছে, তা নিয়েই এখন পথে নেমে পড়ুন। ঘরে বসে থাকার সময় আর নেই।' গোপালগঞ্জের ঘটনার তদন্তের জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার।

বাংলাদেশের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল এনসিপি বুধবার গোপালগঞ্জে জুলাই পদযাত্রার আয়োজন করেছিল। তাকে কেন্দ্র করে অশান্তি ছড়ায়। দিনভর দফায় দফায় অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে গোপালগঞ্জের পরিস্থিতি। হামলা, ভাঙচুর থেকে শুরু করে অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটে। গুলিও চলে বেশ কয়েক রাউন্ড। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত হামলাকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা প্রায় ৫০। কিন্তু হাসিনা তাঁর অডিয়োবার্তায় অন্তত সাত জনের মৃত্যুর কথা বলেছেন।

অডিওতে হাসিনা বলেন, 'গোপালগঞ্জে এনসিপি গন্ডগোল করেছে। ১৫ জনের গুলি লেগেছে। সাত জন নিহত। কেউ কেউ বলছে, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি। যাঁরা প্রাণ হারালেন, আমরা তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। গোপালগঞ্জে এখনও অত্যাচার চলছে। নির্যাতন চলছে। বুধবার এমন একটা ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটাল ওরা। সাতটা প্রাণ ঝরে গেল! আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দেশের মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। ঘরে বসে থাকার সময় আর নেই। যা আছে, তা নিয়েই এখন পথে নামতে হবে। এদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে।'

গোপালগঞ্জের ঘটনায় ইতিমধ্যে ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশের পুলিশ। হামলাকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে অনেকেও অনেকে আহত হয়েছেন। এনসিপি-র অভিযোগ, হাসিনার আওয়ামী লীগ এবং নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সদস্যেরা এই অশান্তি করেছেন। তাঁদের পরিকল্পনায় হামলা চালানো হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গোপালগঞ্জে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কার্ফু জারি করেছে প্রশাসন।

ইউনূস যে তদন্ত কমিটি গড়ে দিয়েছেন, তার মাথায় আছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি। এ ছাড়া, কমিটিতে থাকছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রক এবং আইন ও বিচার মন্ত্রকের অতিরিক্ত দুই সচিব। দু'সপ্তাহের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার কাছে এই কমিটি রিপোর্ট জমা দেবে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানান, গোপালগঞ্জে অশান্তি হতে পারে, এমন গোয়েন্দা তথ্য তাঁদের কাছে ছিল। কিন্তু তা যে এত বেশি পরিমাণে হবে, তা বুঝতে পারেননি কর্তৃপক্ষ। দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

নিউইয়র্কে অবৈধ ইমিগ্রান্টদের গণনির্বাসন!

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সিটিতে আইস এজেন্টরা ৪৯৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। যা গত বছরের জুন মাসে ২৪৭ জনকে গ্রেপ্তারের দ্বিগুণেরও বেশি। এটিও গত জুনের প্রথম ১০ দিনে গ্রেপ্তার হওয়া ৭৩ জনের প্রায় সাতগুণ।

ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্টের অনুরোধের মাধ্যমে অ্যাটর্নি এবং শিক্ষাবিদদের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য, বছরে অভূতপূর্ব এক মিলিয়ন অভিবাসীকে নির্বাসনের প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের চিত্র এখন স্পষ্ট।

চলতি বছর জুনের গোড়ার দিকে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট দ্বারা সামগ্রিকভাবে ২,০৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই তথ্য থেকে দেখা যায় ট্রাম্প প্রশাসনের প্রথম চার মাসে আইস-এর অভিযানে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার জোরদার করা হয়।

গত মে মাসে এই চিত্র নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। যখন মুখোশধারী এজেন্টরা আদালত এবং আইসিই চেক ইনগুলিতে লোকদের টার্গেট করে উপস্থিত হতে শুরু করে। যাদের বেশিরভাগেরই বিরুদ্ধে কোনও দোষী সাব্যস্ত বা মুলতুবির অভিযোগ নেই। তারপরও আদালত এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে আটক করার দৃশ্য আতঙ্ক ছড়ায়।

জুন মাসে নিউইয়র্কে অভিবাসন গ্রেপ্তার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি সেই দিনগুলির সাথে মিলে যায় যখন সিটি আদালত এবং আইস-এর চেকইনগুলিতে গ্রেপ্তারের নথিভুক্ত করেছিল।

সংস্থার একজন মুখপাত্র গণমাধ্যমের কাছে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেননি। ফেটাসেটে আইস-এর নিউইয়র্ক সিটি ফিল্ড অফিস দ্বারা সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে এই বছরের ১৩ জুন পর্যন্ত ৭,৬১৯ জন গ্রেপ্তারের তথ্য রয়েছে। যা পাঁচটি বরো ছাড়াও ডাচেস, নাসাউ, পুটনাম, সাফোক, সুলিভান, অরেঞ্জ, রকল্যান্ড, আলস্টার এবং ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। নিউইয়র্কের আইস এজেন্টরা ৯৯২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। আইসিই মে মাস থেকে অপরাধমূলক রেকর্ড ছাড়াই অভিবাসীদের আটক করার দিকে ক্রমবর্ধমানভাবে শক্তি প্রয়োগ করছে। তথ্যে দেখা যায়, যা সিটি এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমগুলি ইমিগ্রেশন আদালতগুলির হলওয়ে এবং সিকট ব্যাংকে অভিবাসীদের লক্ষবস্তু করার প্রশাসনের পক্ষ থেকে নতুন কৌশল হিসেবে নিয়েছে।

আরবি ১২ মাসের নাম-ফজিলত ও জানা-অজানা তথ্য

২৫ পৃষ্ঠার পর

হিজরি ক্যালেন্ডার এবং চন্দ্র ও সৌর বর্ষপঞ্জির পার্থক্য : হিজরি ক্যালেন্ডার সম্পূর্ণভাবে চন্দ্রের উপর নির্ভরশীল, যার ফলে প্রতি মাস ২৯ থেকে ৩০ দিনের হয় এবং পুরো বছর প্রায় ৩৫৪ দিনে সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে সৌর বর্ষপঞ্জি বা ইংরেজি ক্যালেন্ডার ৩৬৫ দিনের এবং সূর্যের উপর নির্ভরশীল। এই পার্থক্যের কারণে হিজরি মাসগুলো প্রতি বছর সৌর ক্যালেন্ডারের সঙ্গে ১০-১২ দিন পিছিয়ে যায়। এ কারণেই ইসলামি গুরুত্বপূর্ণ মাস যেমন রমজান, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা বিভিন্ন বছরে ভিন্ন সময়ে আসে। হজরত আবু বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বছরে বারোটি মাস রয়েছে, তার মধ্যে চারটি মাস হলো সম্মানিত। (সহিহ বুখারি)।

ইসলামি পঞ্জিকার ১২টি মাস হলো: মুহাররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস সানি, রজব, শাবান, রমজান, শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ। এই মাসগুলোর মধ্যে চারটি মাসকে সম্মানিত মাস হিসেবে ধরা হয়। এই মাসগুলো হলো: জিলকদ, জিলহজ, মহররম ও রজব। প্রতিটি মাসেই কিছু নির্দিষ্ট ইবাদত, উৎসব ও ঐতিহাসিক ঘটনা পালিত হয়। যেমন, ১. মুহাররম: মুহাররম মাস ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই মাসের ১০ তারিখে আশুরা পালন করা হয়। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আশুরার দিন রোজা রাখলে এক বছরের গুনাহ মাফ করা হয়। (সহিহ মুসলিম) ২. সফর: সফর মাস সম্পর্কে কিছু ঐতিহ্য অনুযায়ী, মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য সফর মাসে কিছু সতর্কতা ও বিশেষ ইবাদত পালন করা হয়। ৩. রবিউল আউয়াল : রবিউল আউয়াল হলো মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম এবং ইন্তেকালের মাস। মুসলিমরা এই মাসে নবীজীর স্মরণে মিলাদুন্নবী ও সিরাতুন্নবী (সা.) পালন করেন।৪. রবিউস সানি: এই মাসটি 'দ্বিতীয় বসন্ত' এবং ইসলামের ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে পরিচিত। এই মাসেও কিছু বিশেষ ইবাদত রয়েছে যা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা রয়েছে। ৫. জমাদিউল আউয়াল: এই মাসটির অর্থ হচ্ছে 'প্রথম শীতলতা'। এই সময় প্রাচীন আরবে শীতকাল ছিল বিধায় জমাদিউল আউয়াল মাস নামকরণ করা হয়েছিল। ইসলামে এই মাসটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচিত হয়। ৬. জমাদিউস সানি: এই মাসটির অর্থ হচ্ছে 'দ্বিতীয় শীতলতা'। এটি ইসলামের ঐতিহ্যে এই মাসেও নফল রোজা ও বিশেষ ইবাদত পালিত হয় এবং আরবের শীতকালের শেষ মাস হিসেবে পরিচিত। ৭. রজব: রজব মাসে শবে মেরাজ পালন করা হয়। যে রাতে আমাদের প্রিয় রাসুল (সা.) মহান আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই রাতে মুসলিমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য বেশি বেশি দোয়া করেন। ৮. শাবান: শাবান হচ্ছে মূলত হলো পবিত্র রমজানের আগের মাস। এই মাসে শবে বরাত পালন করা হয়, যা মুসলিমদের জন্য একটি বিশেষ রাত। শবে বরাতে মুসলিমরা বিশেষ ইবাদত করেন এবং দোয়া করেন। ৯. রমজান: রমজান হলো ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ মাস। এই মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল এবং মুসলিমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখেন। মুসলিমরা আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন মূলত রমজানে রোজা রাখা, ইফতার করা, তারাবি নামাজ পড়া এবং লাইলাতুল কদর পালনের মাধ্যমে। ১০. শাওয়াল মাস: শাওয়াল মাস হলো ঈদুল ফিতরের মাস, যা রমজানের শেষে শাওয়াল মাসের ১ তারিখে পালিত হয়।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

মহিলাদের জন্য
মহিলা গাইডের
সুব্যবস্থা আছে
KARNAFULLY
TRAVEL INC.
EXCLUSIVE UMRAH
PACKAGE FOR NOVEMBER 2025
JFK-JEDDAH
19TH NOV
MADINA-JFK
29TH NOV.
TOTAL DAYS
9 DAYS
(2 Jummah Makka & Madina)
PACKAGE INCLUDES
1. Round Trip Ticket From Jfk To Jedda & Madina To JFK.
2. 1 Year Multiple Entry Tourist Visa (Us Passport) & Perform Umrah With Guide.
3. 5* Star Hotel Makka & Madina Near to Haram With VIP Breakfast Buffet in Hotel.
4. Full Ground Transportation With Luxury Bus From Jedda Airport To Makka Hotel, Makka To Madina, Madina To Airport.
5. Historical & Religius Tours With Guidance (Makka & Madina).
6. Extra Visit Makka Tayef & Madina Wadi-E-Jinn.
7. Individual Family Package Also Available. *
KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite # 201 FR, Jackson Heights, NY 11372
Tel: +1-718-205-6050, Cell: +1-646 724 5933
karnafullytravel@yahoo.com I www.karnafullytravel.com

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
Brahmanbaria Community of North America Inc.

PICNIC & GET TOGETHER

বনভোজন ও মিলনমেলা

Date: **26 JULY 2025**
Staurday @ 10:00 AM

Venue:
GEORGE'S ISLAND PARK
Pavilion 2 , Dutch Street
Montrose, Westchester, NY10562

এক্সিডেন্ট কেইসেস, মেডিক্যাল ম্যালফেক্টিস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ
প্রধান অতিথি: **এটর্নী মঈন চৌধুরী**
ডাইরেক্টর, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশন

Moin Choudhury
Attorney at Law

সঙ্গীত পরিবেশন করবেন

জহির টিপু ও নিপা জামান

চাঁদার হার } একক - ৫০ ডলার, স্বামী/স্ত্রী - ৮০ ডলার
পরিবার ১৩০ ডলার (৪ জন) অতিরিক্ত জনপ্রতি ৩০ ডলার

আকর্ষণীয় র‌্যাফেল ড্র
১ম পুরস্কার: স্বর্ণালংকার সেট
২য় পুরস্কার: রিটার্ন বিমান টিকেট
৩য় পুরস্কার: ৫৫ ইঞ্চি টিভি
আরো ৯টি আকর্ষণীয় পুরস্কার

বিশেষ অতিথি
সহিদুর রহমান, সাবেক সাংসদ
হাজী আবু মুসা খান
গিয়াস উদ্দিন ভূইয়া, সিইও- প্রভিডেন্ট এসেট্‌স ইনক
মোহাম্মদ আলী, Law Office of Surdez & Perez. P.C
মো: সার ফরাজ, সিইও, ক্রিসপি ফ্রাইড চিকেন
মো: আমির হোসেন কামাল, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টর মার্কস হোম কেয়ার
শফিউদ্দিন কামাল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
লুৎফুর রহমান, সাবেক সভাপতি, মানিকগঞ্জ সমিতি

ডোনার
আইয়ুব চৌধুরী হারুন
প্রফেসর নোয়াব মিয়া
মো: রহিজ উদ্দিন
মোহাম্মদ শাহ মোয়াজ্জেম
মো: আনার খাঁন
নাদের আহমেদ আইয়ুব
আনোয়ার হোসেন তালুকদার
মো: সাকিরুল ইসলাম খান

সুধী, আস্‌সালামু আলাইকুম। আগামী ২৬ জুলাই ২০২৫ শনিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক এর উদ্যোগে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সবুজ ছায়াঘেরা মনোরম পরিবেশে জর্জ'স আইল্যান্ড পার্কে বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বনভোজনে আপনি/ আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে
প্রফেসর নোয়াব মিয়া
আহবায়ক, ৬৪৬-৬৪২-৭৭৯৫

আইয়ুব চৌধুরী হারুন
প্রধান সমন্বয়কারী, ৬৪৬২৬৪৮৫০৬

শাহীনুর রহমান (সানি)
সদস্য সচিব, ৩৪৭-৪৮৪-৫৯০৪

এস এম বাহাদুর
যুগ্ম আহবায়ক, ৭১৮-৯০২-৯৪৬১

মোঃ রহিজ উদ্দিন
সমন্বয়কারী, ৩৪৭-৩৪৫-৫২৮৩

রেজাউল হক মজুমদার (আরিফ)
যুগ্ম সদস্য সচিব, ৬৪৬-৩৯৯-৩৭২৩

হুমায়ন কবির চৌধুরী
যুগ্ম আহবায়ক, ৩৪৭-৫৩৮-৮৭৪৭

মোহাম্মদ শাহ্ মোয়াজ্জেম
সমন্বয়কারী, ৩৪৭-৬৬৬-৭৫৬৫

মোঃ সাদেক আহম্মেদ
যুগ্ম সদস্য সচিব, ৬৩১-৫৫২-৯৫০২

অর্থসচিব: মোঃ তুহিন মিয়া, ৩৪৭-৯৪৪-৩৭৮৬ অর্থসচিব: মোঃ মারুফুল হক চৌধুরী, ৬৪৬-৫৯২-৭৩৬৫

গ্র্যান্ড স্পন্সর
শাহীনুর রহমান সানি
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
মোহাম্মদ সাদেক আহমেদ
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
স্মার্ট টেক
আখাউড়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
মোহাম্মদ রাসেল
জাকিস হালাল ফুড
শাহ নেওয়াজ, এমবিএ
প্রেসিডেন্ট ও সিইও এনওয়াই ইনস্যুরেন্স
আফরোজা আক্তার
আমেনা আক্তার
এম ডি আলমগীর হোসেন
বিডি অটো রিপিয়ার্স এন্ড কলিশন
কুইন্স ফানির্চার এন্ড ম্যাটরেস ইনক
বাংলা ট্রাভেলস এন্ড মোবাইল
দেলোয়ার হোসেন শিপন
Farmers Insurance
মনোয়ার/ আজম
স্বত্বাধিকারী, ডিয়ার পার্ক গ্রোসারী এন্ড হালাল মিট
মোশাররফ হোসেন আরজু
রিলাক্স অটো সার্ভিস
আবিদুর রহমান আবিদ
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
মোতাহার বক্স চৌধুরী
বিলকিস খানম
ইসরাত বুটিক

সার্বিক তত্বাবধানে:
মো: আনার খাঁন, ৭১৮-৪০৬-৪০৮৩
মো: শফিকুল ইসলাম, ৯২৯-৭০৭-৪০৬৬
মাজহারুল হক (শওকত), ৫১৬-৩৪৩-৯৩৫৫
মনিরুল হক মিঠু, ৩৪৭-৬১২-৯৫৫২
মো: আবিদুর রহমান, ৭১৮-৪৭৮-১০০০
নাজির আহমেদ চৌধুরী ৩৪৭-২৮৫-৪৯১০
মোঃ এনামুল হক ভূঁইয়া ৩৪৭-৮৯১-৭৭০৬
শফিকুল ইসলাম (রানা) ৩৪৭-৩৪৮-২২৭৭

আপ্যায়নে: মো: এমরান খান, রেজা ই রাব্বি, মো: তাজুল ইসলাম, মো: নেহাল আহমেদ ইমরান
খেলাধুলায়: আলমগীর হোসেন, সবজুল মমিন তালুকদার, মো: সুমন মিয়া, এজিএম জাকির হোসেন।

সার্বিক যোগাযোগ:
ইঞ্জিনিয়ার এনাম হক ৯১৭-৪০০-৮৯১৮, ডা: শরিফুল ইসলাম (স্মরণ) ৭১৮-৭০৯-১২৬৭, মাহফুজুর রহমান খুররম ৭১৮-৯৪৭-৬০৪১, নুরুল আনোয়ার ৯১৭-৩০৯-৮০৪৭, প্রফেসর মো: আব্দুর রউফ ৬৩১-৩৫৯-০৮৬৬, বজলুর রহমান (হারুন) ৩৪৭-৭৫৪-৮৫৪৮ এ.কে.এম এমরানুল হক ৬৪৬-২৭২-৮৯৯৩, নাঈম মিয়া ৯২৯-৪০৫-৬৬৭২, আসমা জাহান কলি ৭১৮-২৭৭-২৩৯০ মো: এমরান খাঁন ৩৪৭-৮৩২-৭২৬২, মোঃ শাহজাহান ভূঁইয়া ৩৪৭-২৪২-৮৮০৪ ইফতেখারুল ইসলাম খান ৭১৮-২০৭-৪০২৩, শাহাবুদ্দিন আলম ৬৪৬-৪৭২-৬৭৯৬ মনোয়ার আহমেদ ৫১৬-৬৪১-৫৭০২, মোঃ শরীফ মিয়া ৯১৭-২৮৫-৫১২৬, মো: জাহাঙ্গীর আলম ৬৪৬-৮৯৭-৫৪৯৬

শুভেচ্ছান্তে
আনোয়ার হোসেন তালুকদার (স্বপন)
সভাপতি, ৯১৭-৫২৮-৮৯১৪

মো: সাকিরুল ইসলাম খাঁন (সাকির)
সাধারণ সম্পাদক, ৬৩১-৫৫২-৯৫০২

প্রচার সম্পাদক মো: সবজুল মমিন তালুকদার কর্তৃক প্রচারিত

শুরু হতে যাচ্ছে প্রথমবারে মতো অনলাইন ভিত্তিক মিউজিক্যাল রিয়েলিটি শো

"গোল্ডেন এইজ প্রেজেন্ট ৫২ রাইজিং স্টার ইউ এস এ"

GOLDEN AGE HOME CARE Licensed Home Health Care Agency Presents

52 RISING STAR USA

রেজিস্ট্রশনের জন্য আজই আপনার খালি গলায় গাওয়া যেকোনো একটি বাংলা গান মোবাইলে ভিডিও করে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

বিস্তারিত জানতেঃ
facebook.com/BayannoUSA
অথবা
youtube.com/@bayannousa

রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
০১৮৭৮১৮৪৩০৫ অথবা +১ (৩৪৭) ৫৪৫-৭০৩৯

নিয়মাবলীঃ
১. যেকোনো একটি বাংলা গান খালি গলায় অথবা একটি বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে মোবাইলে রেকর্ড করতে হবে।
২. ধারনকৃত ভিডিওটি এবং আপনার নাম, মোবাইল নম্বর ও ঠিকানাসহ পাঠিয়ে দিন উপরোক্ত যেকোনো একটি মাধ্যমে।

Title sponsor: GOLDEN AGE HOME CARE Licensed Home Health Care Agency
Media Partner: Rtv
News Print Partner: সাপ্তাহিক আজকাল
Online Partner: Rtv ONLINE
Magazine Partner: LOOK@ME

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরন

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনি

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillsid
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-

Email: info@goldenagehomecare.c

AGE
ARE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
নিতে চান?
সাথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নের সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
ং স্কুল আছে
FFICE
e Ave
432
820
4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
om | www.goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!
SELL YOUR PROPERTY FASTER WITH TOP $$$
Resdential, Commercial, Foreclosure HUD Sale, Short Sale Specialist.
20 Years Experience
BUY - SELL - RENT
আপনার বাড়ীর Free Market Analysis and Consultation এর জন্য যোগাযোগ করুনঃ
মোহাম্মদ সেলিম রেজা
Lic. Real Estate Sales Person
আমরা বাংলায় কথা বলি
ফোনঃ 929-393-7331
Mohammad Salim Reza (MBA)
NYC Licensed Realtor, Professional/ Couteous!
Tel. 929-393-7331
Email: mrezarealtor@gmail.com
EXIT
EXIT REALTY PRIME
189-10 Hillside Ave, Suite E, Queens, NY 11423
Office: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন
TRANSLATION
TAX FILING
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator
• ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
• অ্যাক্সিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
• ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)
631-805-1051
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

প্রবাসীদের ভোটাধিকার শীর্ষক সেমিনার
Date: ১৮ জুলাই ২০২৫
শুক্রবার @ সন্ধ্যা ৭:০০টা
Place: নবান্ন পার্টি সেন্টার
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY
সম্মানিত সুধী,
বাংলাদেশের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার ইচ্ছার কথা অনেক বছর ধরেই সরকারের কাছে জানিয়ে আসছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। প্রবাসীদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব এক সেমিনারের আয়োজন করেছে। উক্ত সেমিনারে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।
নিবেদক
মনোয়ারুল ইসলাম
সভাপতি
৮৪৫-৩৯২-৮৪১৯
মমিনুল ইসলাম মজুমদার
সাধারণ সম্পাদক
৬৪৬-৬৪৫-৬৯০৪
New York Bangladesh Press Club
নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি

সৌদি আরবের ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

ইন্ডিয়া মাল্টিপল / মেডিকেল ভিসা

১০ বছরের কানাডিয়ান মাল্টিপল ভিসা

USA 5 YEARS MULTIPLE TOURIST VISA

দ্রুত ভিসা প্রসেস করার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

SCHENGEN TOURIST VISA

এক ভিসাতে ভ্রমণ হবে ২৭টি দেশ

BANGLA TRAVELS

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার

*Visa Issued by Consulate General

NEW YORK OFFICE

7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS
NY 11372. কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়
PHONE : 917-396-4140, 917-592-7828
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.digitalonetravel.com

DHAKA OFFICE

NAGAR SHEFALI, FLOOR # 03, HOUSE # 09
ROAD # 17, BLOCK-E, BANANI, DHAKA-1213
PHONE : +88 01711256871, +88 01711256872
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.banglatravel.net

ফেরী পার্ক পরিণত হয় প্রাণের মিলনমেলায়

৩ পৃষ্ঠার পর

আত্মীয়তায় মোড়ানো দিন, পরিচিত মুখের হাসিতে, চেনা কণ্ঠের ডাক আর শৈশবের গল্পে বনভোজনস্থল হয়ে উঠেছিল এক অনন্য দিন। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, কানেকটিকাট, ফিলাডেলফিয়া, টেক্সাস, ভার্জিনিয়া, মিশিগান ও ওয়াশিংটন ডিসিসহ আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজারের বেশি কুলাউড়াবাসী পরিবার-পরিজন নিয়ে অংশ নেন এই আয়োজনে। কারও হাতে ছোটদের হাত ধরা, কারও বুকে স্মৃতির ঝলক, সব মিলিয়ে ফেরী পার্ক হয়ে ওঠে প্রবাসী কুলাউড়াবাসীদের এক আবেগঘন আবাস। দিনের শুরুতে বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের শুভ সূচনা করেন আমন্ত্রিত অতিথি বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আব্দুর রফিক ও ডেমোক্র্যাট পার্টির লিডার এটর্নী মঈন চৌধুরী। বনভোজনে দিনভর চলেছে হাসি-আড্ডা, নাচ-গান, শিশুদের দৌড়ঝাঁপ আর কুইজ ও খেলাধুলার প্রতিযোগিতায়। ছিল নারীদের মিউজিক্যাল চেয়ার

প্রতিযোগিতা, ফুটবল খেলা, র‍্যাফেল ড্র আর শিশুদের জন্য ছিলো আকর্ষণীয় পুরস্কারের আয়োজন। এর পাশাপাশি মুখরোচক বাঙালি খাবারের বাহার যেন বাড়িয়ে দেয় উৎসবের রঙ। সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তানভীর সজিব। সকালের নাস্তা থেকে শুরু করে দুপুরের খাবার সবই ছিল বনভোজন আয়োজকদের স্নেহস্পর্শে সাজানো, যেন বাড়ির স্বাদও ফিরে আসে এমন আপ্যায়নে। বনভোজনে এনওয়াইপিডি'র কর্মকর্তারা ও কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। যাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত। বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার, আর র‍্যাফেল ড্র-তে ছিল চমকপ্রদ উপহার।

কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মঈনুর রহমান সুয়েবের সঞ্চালনায় বনভোজনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক এমপি ও ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন, প্রবীণ রাজনীতিবিদ গুলজার রহমান চৌধুরী বেলাল, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, জাকির চৌধুরী সিপিএ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান, সাবেক সভাপতি বদরুল নাহার খান মিতা, সাধারণ সম্পাদক রুকন হাকিম, নিউকো'র সভাপতি মোহাম্মদ রফিকউদ্দিন চৌধুরী রানা, সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক সদস্য আব্দুল হাসিম হাসনু, সোসাইটির নির্বাচন কমিশনার আকবর হোসেন চৌধুরী খোকন, এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস এর সিইও নজরুল ইসলাম, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন, বাক্কা'র সভাপতি সারওয়ার চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান রুবেল, অটোরা এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ তালুকদার, এনওয়াইপিডির পুলিশ কর্মকর্তা কারাম চৌধুরী, ক্যাপ্টেন অরটিজ, ক্যাপ্টেইন পেরেজ, ডিটেক্টিভ রাসেক মালিক, সার্জেন্ট মেহেদী মালিক, অফিসার মাহফুজুর জুয়েল, মোহাম্মদ হালিম, সার্জেন্ট আনসার আলী, আব্দুল মুক্তাদির সৈয়দ মোস্তাকিম, মান্নান সর্দার প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন কুলাউড়া এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ফারুক চৌধুরী, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মোশাহিদ জে রাশেদ, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, শাহেদ দেলওয়ার চৌধুরী, সাবেক সভাপতি শাহ আলাউদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, এসোসিয়েশনের নির্বাচন কমিশনার মুক্তিম চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশীদুল মান্নান চৌধুরী রেশাম, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন লিটন সহ এসোসিয়েশনের বর্তমান ও সাবেক নেতৃবৃন্দ। সকল আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে দিনের শেষে, যখন নদীর ওপারে সূর্যটা ধীরে ধীরে অস্তগামী আকাশে ভেসে ওঠে সোনালি রঙের ক্যানভাসে, তখন যেন সবারই মনে একটাই অনুভব এটা শুধু ফেরী পার্ক নয়, এ তো হৃদয়ের কুলাউড়া, প্রবাসে একখণ্ড কুলাউড়ার ছড়িয়ে থাকা শিকড়ের উষ্ণ প্রতিচ্ছবি। মন গভীরে গেঁথে থাকা স্মৃতির রঙে রাঙানো কুলাউড়া এসোসিয়েশনের এমন আয়োজন যেন প্রতি বছরই হয়ে ওঠে আত্মপরিচয়ের উদযাপন, ভালোবাসা আর বন্ধনের দীপ্ত আলোকবর্তিকা- এমন প্রত্যাশা সকলের।

সিনেমায় তাদের ভবিষ্যৎ কী?

৪৬ পৃষ্ঠার পর

'কাজলরেখা' মুক্তি পায় গত বছর। সিনেমাটি অবস্ট্র্যাকের, তবে এটি নিয়ে খুব একটা আলোচনায় আসতে পারেনি এ অভিনেত্রী। এদিকে গত ঈদে 'উৎসব' নামে সাদিয়ার দ্বিতীয় সিনেমা মুক্তি পায়। এটি ঈদের আলোচিত একটি সিনেমা। তবে এতে সাদিয়া আলাদাভাবে নিজেকে আলোচনায় নিয়ে আসতে পারেনি।

'ইন্দুবালা' নামে একটি সিনেমা দিয়ে ২০১৯ সালে শোবিজে যাত্রা শুরু করেন কেয়া পায়েল। এরপর আর সিনেমায় দেখা যায়নি তাকে। নাটকেই থিতু হয়েছেন। একাধিক সাক্ষাৎকারে সিনেমা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এখন তিনি সিনেমা করতে চান না। আদৌ কি তিনি চান না? নাকি তার কাছে প্রস্তাবই যাচ্ছে না। ভালো প্রস্তাব পেলে কি তিনি এত বছর সিনেমা না করে থাকতেন? এমন প্রশ্ন অনেকেরই। তার প্রথম সিনেমাটি সুপারফ্লপের তকমা পেয়েছে। এরপর সিনেমার প্রস্তাব না যাওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। পায়েল আগেও বলেছেন, প্রস্তাব তিনি পান। কিন্তু নাটকের বাইরে এখন এসব নিয়ে ভাবছেন না। প্রশ্ন হচ্ছে শাকিব খান, আফরান নিশো, সিয়াম আহমেদের মতো তারকাদের বিপরীতে প্রস্তাব পেলে কি তিনি ফিরিয়ে দিতেন? সূত্র বলছে, এসব তারকার বিপরীতে অভিনয়ের জন্য আসতে তার কাছে এমন কোনো প্রস্তাবই যাচ্ছে না। তাই সিনেমায় আর ফেরা হচ্ছে না। সিনেমা নিয়ে কেয়া পায়েলের পথচলা খুব একটা সুখকর নয়, এটা থেকেই হয়তো এ অভিনেত্রী বড় পর্দা থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই তার সিনেমার ভবিষ্যৎ যে অনিশ্চিত, এটা নিশ্চিতই বলা যায়। তবে সময়ের হিসাবে অনেক কিছু বদলে যেতেও পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, সেই সময়টা কবে আসবে?

ঢাকাই সিনেমা এখন ঈদকেন্দ্রিক। সবাই মুখিয়ে থাকেন ঈদেই সিনেমা মুক্তি দেওয়ার। সে হিসাবে এখন নায়ক নায়িকারাও হয়ে গেছেন ঈদকেন্দ্রিক। ঈদ উৎসবে সিনেমা মুক্তি পাওয়ার পরও সাবিলা নূর, তানজিয়া ফারিণ, সাদিয়া আয়মান- কেউই সেখানে নিজেদের প্রমাণ করতে পারেননি। একক নায়িকা হিসাবে আলোচনায় আসতে পারেননি। তাহলে তাদের সিনেমার ভবিষ্যৎ কী? তারা কি আদৌ এ ঢাকাই সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকতে পারবেন? নাকি নাটক থেকে উঠে আসা এ শিল্পীরা ফের ফিরে যাবেন নাটকে? এদিকে তাদের পরবর্তী সিনেমা কী হতে পারে এ নিয়েও কোনো খবর নেই। সাবিলা নূরের 'তাণ্ডব' ও তানজিয়া ফারিণের 'ইনসাফ' সিনেমা দুটির সিক্যুয়াল নির্মাণের কথা পরিচালক জানালেও, এতে যে তারাই থাকবেন এ বিষয়ে এখনো কোনো ঘোষণা আসেনি। হয়তো তাদের জায়গায় নতুন কেউ যুক্ত হতেও পারেন।

এদিকে বর্তমানে নাটকের এ চার অভিনেত্রীই অবকাশ যাপনে রয়েছেন বিদেশে। কাজের ফাঁকে একটু দম নিতেই তাদের এ ভ্রমণ, এমনটাই জানিয়েছেন তারা। সাবিলা নূর বর্তমানে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে, সেখানে তার বোন এবং পরিবারের অন্য সদস্যরাও থাকেন। নিউইয়র্কে বিভিন্ন পর্যটন স্পটে বেড়িয়েছেন তিনি। গিয়েছেন সমুদ্রপাড়েও। সেখানকার বেশ কিছু ছবি সামাজিক মাধ্যমেও পোস্ট করেছেন তিনি। অভিনেত্রী জানান, ঘোরাঘুরির ক্ষেত্রে সমুদ্রের সৌন্দর্য তাকে ভীষণ টানে। এরপর তিনি যাবেন টেক্সাসে। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে ২৭ জুলাই ঢাকায় ফিরবেন এ অভিনেত্রী।

তানজিয়া ফারিণকে দক্ষিণ ইউরোপের মন্টিনেগ্রো সমুদ্রসৈকতে তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। সমুদ্রে ভেসে থাকা জাহাজের কিছু ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে তিনি লেখেন, 'অ্যাড্রেনালিন দিয়ে অ্যাড্রিয়াটিক জাহাজে করে যাচ্ছি'। অভিনেত্রী জানান, সমুদ্র ও প্রকৃতি সব সময় মন ভালো করে দেয়। সুযোগ পেলেই সবাইকেই সমুদ্র ও প্রকৃতির কাছে যাওয়া উচিত। তবে তিনি কবে দেশে ফিরবেন এ বিষয়ে কিছু বলেননি। কেয়া পায়েল গেছেন কানাডার মন্ট্রিয়লে। সেখান থেকে সবুজ প্রকৃতির মধ্যে তার সময় কাটানোর বেশ কিছু স্থিরচিত্র সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করছেন। ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন ভক্ত-অনুরাগীরা। পায়েল জানান, নিজের মতো করে একটু সময় কাটাতেই একটু বিরতি নেওয়া।

নিউইয়র্কসহ ১৫ ইমিগ্রেন্ট বিচারক বরখাস্ত

৩ পৃষ্ঠার পর

ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন অভিবাসন আদালতে কর্মরত ছিলেন। বরখাস্তের কারণ হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। অভিবাসন বিচারকদের প্রতিনিধিত্বকারী পেশাদার ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব প্রফেশনাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স (আইএফপিটিই) জানিয়েছে, এই বিচারকরা তাদের দুই বছর মেয়াদি প্রবিশন পিরিয়ড শেষ করে স্থায়ী নিয়োগের অপেক্ষায় ছিলেন। সাধারণভাবে প্রবিশন পিরিয়ড শেষে ৯৪ শতাংশ বিচারককে স্থায়ী নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। আইএফপিটিই সভাপতি ম্যাট বিগস এই ছাঁটাইকে জনস্বার্থের পরিপন্থী ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, যেখানে কংগ্রেস ৮০০ অভিবাসন বিচারক নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে, সেখানে বিনা কারণে বিচারকদের বরখাস্ত করাটা এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা।

ছাঁটাই হওয়া এক বিচারক বলেন, আমি চেয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত থেকে ন্যায়বিচার করি। যেহেতু আমি এখনো আছি, কিছু ভালো করার সুযোগ ছিল। তিনি উল্লেখ করেন, তার কার্যকালীন সময়ে তিনি বিতাড়নের আদেশের পাশাপাশি কিছু অভিবাসীকে স্বস্তিও দিয়েছেন।

মুসলিম নারী চাইলেই স্বামীকে তালাক দিতে পারেন

২৫ পৃষ্ঠার পর

আপোষের মাধ্যমে তালাক গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া একজন স্ত্রী তালাক প্রাপ্তির জন্য পারিবারিক আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে তাকে কিছু শর্ত পূরণ হয়েছে মর্মে আদালতকে স্পষ্ট করতে হয়। শর্তগুলো হলো:

১। স্বামী কর্তৃক ভরণপোষণ না পাওয়া।
২। স্বামীর পুরুষত্বহীনতা।
৩। স্বামী দীর্ঘদিন যাবৎ নিখোঁজ রয়েছেন।

একজন স্ত্রীর তালাক প্রদান করার নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকে না। স্ত্রী শুধুমাত্র তখনই তালাক প্রদান করতে পারেন যখন তার স্বামী তাকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করেন। এই ধরনের তালাক 'তালাক-ই-তাওফিজ' নামে পরিচিত।

এই ধরনের তালাক প্রদানের ক্ষমতা স্ত্রীর থাকবে কি থাকবেনা তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বৈবাহিক চুক্তির উপর, যা আমাদের দেশে নিকাহনামা বা কাবিননামা হিসেবে পরিচিত। যদি এই ধরনের ক্ষমতার কথা কাবিননামায় উল্লেখ থাকে শুধুমাত্র তখনই একজন স্ত্রী-স্বামী অথবা আদালতের মাধ্যম ছাড়া তালাক প্রদান করতে পারে।

তাই স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ না করলে স্ত্রীর তালাক প্রদানের কোন ক্ষমতাই থাকবে না। এই ক্ষমতার অনুপস্থিতিতে স্ত্রী শুধুমাত্র তার স্বামীকে তালাক প্রদানের জন্য অনুরোধ করতে পারেন অথবা পারিবারিক আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করতে পারেন।

কিন্তু তিনি নিজে নিজেই তালাক প্রদান করতে পারেন না। এখানে প্রশ্ন থাকতে পারে কাবিননামা সম্পাদনের সময় স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান না করেন তাহলে পরবর্তীতে কি স্বামী তা প্রদান করতে পারেন? উত্তর হচ্ছে স্বামী চাইলে পরবর্তীতেও স্ত্রীকে এই ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন এবং এই ক্ষেত্রে আইনগত কোন জটিলতা নেই।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে বিয়ের সময় স্ত্রী যদি এই ক্ষমতা অর্জন না করেন তাহলে পরবর্তীতে তারপক্ষে এই ক্ষমতা অর্জন করা কঠিন হয়ে যায়। তাই স্ত্রীর ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে উত্তম হবে বিয়ের সময়ই উপরোক্ত ক্ষমতা অর্জন করা।

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্ত্রী যখন স্বামীকে তালাক দেয় তখন সেটিকে 'তালাক-ই-তাওফিজ' বলে। একজন স্বামী চাইলে তার স্ত্রীকে 'তালাক-ই-তাওফিজ' শর্ত সাপেক্ষে অথবা বিনা শর্তে প্রদান করতে পারেন।

আমাদের দেশে মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে, 'তালাক-ই-তাওফিজ' অবশ্যই শর্ত সাপেক্ষে হবে। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন, একজন স্বামী তার স্ত্রীকে বিনা শর্তে এই ক্ষমতা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করলে স্ত্রী তা কোন প্রকার শর্ত ব্যতিরেকেই ব্যবহার করতে পারেন। এটা পুরোপুরি নির্ভর করবে স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝে কি চুক্তি হয়েছে তার উপর।

বর্তমান বাস্তবতায় কাবিননামার ১৮ নম্বর কলামে পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তা : আমাদের দেশে কাবিননামার ১৮ নম্বর কলামের মাধ্যমে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করে থাকেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, খুব সহজেই কাবিননামার ১৮ নম্বর কলামের ভুল ব্যাখ্যা করা যায়।

কাবিননামার ১৮ নম্বর কলামে বলা হয়েছে, 'স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে কিনা? করিয়া থাকিলে কি শর্তে?' সুতরাং, কাবিনামার ১৮ নম্বর কলাম অনুসারে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করেন তাহলে তাকে উল্লেখ করতে হয় কি শর্তে তিনি তার স্ত্রীকে এই ক্ষমতা অর্পণ করলেন।

'তালাক-ই-তাওফিজ' শর্ত সাপেক্ষে হতে হবে এই ভুল ধারণাটি আমাদের দেশের বর্তমান বিবাহ চুক্তিতে (নিকাহনামা/কাবিননামা) পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ "তালাক-ই-তাওফিজ" অনুযায়ী একজন স্বামী তার স্ত্রীকে বিনা শর্তে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন।

কাবিননামার ১৮ নম্বর কলামে যদি কোন শর্তের উল্লেখ থাকে তাহলে স্ত্রী শুধুমাত্র সেই শর্তের ভিত্তিতেই তালাক প্রদান করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন মহিলার বিয়ের কাবিননামায় উল্লেখ থাকে যে, তার স্বামী যদি তাকে ভরণপোষণ প্রদান না করেন, তাহলে তিনি তার স্বামীকে তালাক দিতে পারবেন।

কিন্তু বাস্তবে তার স্বামী তাকে ভরণপোষণ দিলেও প্রচণ্ড মারধর করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্ত্রী কি তার স্বামীকে তালাক দিতে পারবেন? উত্তর হচ্ছে না, কারণ তিনি তার স্বামীর কাছ থেকে অন্য শর্তে তালাক প্রদানের ক্ষমতা পেয়েছেন। এই ক্ষেত্রে স্ত্রীকে যদি তালাক দিতে হয় তাহলে হয় তাকে তালাক প্রাপ্তির জন্য পারিবারিক আদালতে যেতে হবে অন্যথায় তার স্বামীকে তালাক প্রদানের জন্য অনুরোধ করতে হবে।

তাই কাবিননামার ১৮ নম্বর কলাম পূরণের সময় মহিলাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিৎ সেই সাথে কাবিননামার ১৮ নম্বর কলামটি সময়োপযোগী করে ড্রাফট করা উচিৎ। উদাহরন স্বরূপ- স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করেছেন? করে থাকলে, শর্তহীন" অথবা, শর্ত সাপেক্ষে? যদি শর্ত সাপেক্ষে হয়ে থাকে, তাহলে কি শর্তে?

লেখক: শহীদুজ্জামান (সেন্টু), অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, প্রাক্তন প্রভাষক, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, প্রাক্তন প্রভাষক (খণ্ডকালিন), ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা
প্রদান করি

ZAM ZAM TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

- এয়ার টিকেটিং
- হজ্ প্যাকেজ সার্ভিস প্রোভাইডার
- হোটেল বুকিং
- ভিসা প্রোসেসিং
- ওমরাহ্ প্যাকেজ সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?

- ✓ বিশেষজ্ঞ দল
- ✓ যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- ✓ প্রিমিয়াম সহায়তা
- ✓ নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ

السعودية SAUDIA · QATAR AIRWAYS القطرية · Emirates · TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com   zamzamtravelus@gmail.com

জ্যাকসন হাইটস-এ বাংলা ব্যান্ড 'আরজিবি' ও 'সাউদার্ন ব্রিজে'র কনসার্ট

৩ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গীত নিয়ে করা এই অনুষ্ঠানের শুরুতে সাজু খানেম তার স্বভাবজাত ভঙ্গিতে হাস্যরসের মাধ্যমে দর্শকদের ফিরিয়ে নিয়ে যান অতীতে, নব্বই দশকে। সেই সাথে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেন 'আরজিবি' ব্যান্ড মেম্বারদের সাথে।'আরজিবি' শুরু করে একটি ইনস্ট্রুমেন্টাল দিয়ে। এরপর ব্যান্ডের লিড ভোকালিস্ট টিপু আলম কণ্ঠে তুলে নেন নব্বইয়ের জনপ্রিয় গান 'মন কি যে চায় বলো'। এরপর একে একে পরিবেশন করেন, "ভালো লাগে জোৎস্না রাতে", "কেন খুলেছে তোমার জানালা", "ছন্নছাড়া জীবন", "গতকাল রাতে", "ফুলতলা নিবিয়ানা"। এরমধ্যে "ছন্নছাড়া জীবন" গানটি 'আরজিবি' ব্যান্ডের নিজস্ব গান। অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে মঞ্চে আসে আরিজোনার ব্যান্ড 'সাউদার্ন ব্রিজ'। পরিচয় পর্ব শেষে ব্যান্ডটির ভোকালিস্ট পলাশ পরপর নব্বই দশকের বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ব্যান্ডের গান দর্শকদের উপহার দেন। এরমধ্যে ছিল-"ফুঁজিন যায়রে", "রং নাম্বার টেলিফোনে", "আগে যদি জানতাম", "শ্রাবণের মেঘ", "এই নীল মনিহার", "আমি আমি বলে", এবং"ওরে সালেকা ওরে মালেকা"। 'সাউদার্ন ব্রিজ'-এর পর আবার মঞ্চে ফিরে আসে 'আরজিবি'। এ সময় উপস্থাপক সাজু খানেম দর্শকদের বাড়তি পাওনা হিসেবে নব্বইয়ের জনপ্রিয় গান "সেদিনের এক বিকেলে" গানটি গেয়ে শোনান। এরপর 'আরজিবি' ব্যান্ড লিডার শদি ব্যান্ডটির নিজস্ব গান "ভাত দুপুরে" পরিবেশন করেন। শদির পর গান করেন মিনহাজ আহমেদ। তিনি দর্শকদের একটি লোকসঙ্গীত উপহার দেন। শেষ গানটি করেন টিপু, আজম খানের "বাংলাদেশ"। উল্লেখ্য, উন্মুক্ত মঞ্চে এটাই 'আরজিবি' ব্যান্ডের প্রথম কনসার্ট। আর নিউইয়র্কে 'সাউদার্ন ব্রিজ'-এর দ্বিতীয় পরিবেশনা। 'আনফরগেটেবল নাইনটিস' কনসার্টে অতিথি শিল্পী হিসেবে ড্রাম প্যাডে ছিলেন বাংলাদেশের 'সোলস' ব্যান্ডের একসময়ের ড্রামার কুমার রঞ্জন দত্ত। 'আরজিবি' ব্যান্ডের লাইন আপ-লিড ভোকাল: টিপু আলম, লিড গিটার/ভোকাল: রবিউল করিম শদি, বেইজ গিটার/ভোকাল: মাহমুদে খোদা রুমি, পারকাশন/ভোকাল: মিনহাজ আহমেদ। 'সাউদার্ন ব্রিজ' ব্যান্ডের লাইন আপ-ভোকাল: রাশিদুল মনসুর পলাশ, লিড গিটার:মোহাম্মদ হোসেন সুমন, কিবোর্ডে: রনি চৌধুরী। জ্যাকসন হাইটস-এ এই আয়োজন দর্শকদের রোমাঞ্চিত করেছে বলে তারা অভিমত জানিয়েছেন।

ইসলামে মানুষ হত্যার পরিণতি ভয়াবহ

২৫ পৃষ্ঠার পর

আর কেউ নাশকতা, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে সাহস পাবে না। পবিত্র কুরআনে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ডকে মহা-অপরাধ সাব্যস্ত করে কঠোর শাস্তির বিধান ঘোষিত হয়েছে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'কোনো মুমিনকে হত্যা করা কোনো মুমিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র। ...কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।' (সূরা নিসা, আয়াত : ৯২-৯৩)।

ইসলাম ইচ্ছাকৃতভাবে মানব সন্তানকে হত্যা করা কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ করেছে। নিরপরাধ জনগণকে গুলি করে, বোমা মেরে, পুড়িয়ে মারা বা প্রাণহানি ঘটানো ইসলামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

এ বিষয়ে হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা একে অন্যের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করো না, হিংসা করো না এবং একে অন্যের পেছনে লেগ না। আল্লাহর বান্দা সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইকে তিন দিনের বেশি ত্যাগ করা হালাল নয়।' (বুখারি)। এমনকি হত্যার প্রাসঙ্গিক বিষয় তথা অস্ত্র দিয়েও কাউকে ভয় দেখাতে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের দিকে অস্ত্র তাক না করে। কারণ সে জানে না, হয়তো শয়তান তার হাত থেকে তা বের করে দিতে পারে, ফলে সে জাহান্নামের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে।' (বুখারি)।

এছাড়া হত্যাকাণ্ডের গুরুতর পরিণতি বোঝানোর জন্য নবি করিম (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে (বান্দার হকের ক্ষেত্রে) প্রথম রক্তপাতের বিষয়ে ফায়সালা করা হবে। (বুখারি, হাদিস নং : ৬৮৬৪; মুসলিম, হাদিস নং : ২৮, ১৬৭৮)।

এসব আয়াত ও হাদিসকে সামনে রেখে আমাদের উচিত এ ভয়ংকর জগৎ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা। মানুষ হত্যার বিষয়টি আজ আমাদের মাঝে গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিন দিন আমরা যেন বর্বর জাহেলি যুগের দিকে এগিয়ে চলছি। যেখানে নেই কোনো মানুষের মালের নিরাপত্তা, নেই জানেরও।

যখন-তখন তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে মানুষ হত্যার মতো সাক্ষাবহুলক কাজে আমরা জড়িয়ে পড়ছি প্রতিনিয়ত। কুরআন-হাদিসের সতর্কবাণীতেও যেন আমাদের বোধোদয় হচ্ছে না আমাদের চিন্তা করা উচিত-যাকে আমি হত্যা করছি সে তো জীবনযুদ্ধের অর্থই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এ পর্যন্ত এসেছে। জীবন নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। আছে তার পিতা-মাতা ও প্রিয়জনদের বহু ভাবনা। আমি কি মুহূর্তেই এসব ধূলিসাৎ করে দিচ্ছি না?

ইসলাম প্রত্যেকেরই জান-মাল-ইজ্জতের সমান নিরাপত্তা বিধান করেছে। যেন কারো দ্বারা অন্য কারো জীবন, সম্মান ও সম্পদের সামান্যতম ক্ষতি না হয়। অতএব যারা কোনো মুসলমানের প্রাণের সামান্যতম ক্ষতিও করবে, আখেরাতে তাদের ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। কুরআন কারীমের উল্লিখিত আয়াতসমূহে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদীসে সে বার্তা ও বিধানই দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।

আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি

আমাদের প্যাকেজ বিবরণ

- ওমরা ভিসা
- এয়ার টিকেট
- ১ দিন মক্কায় ট্যুর
- ১ দিন মদিনা ট্যুর
- মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
- এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল (4 Star Hotel with Breakfast.)
- মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ (একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)

* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।

NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com

NAFS TRAVEL
37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

Amader Service.com
Your Trusted Service Partner

আমাদের সেবাসমূহ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী

হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেক্ট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা

অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিস্টান্ট
৬. হোম কেয়ার

এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।

Get all services you need in one place
from professional expart, at home!

এ্যাপসটি ডাইনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।

GET IT ON Google Play | GET IT ON App Store

CONTACT
+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।

Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com

মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

আগুন নিয়ে খেলছেন ইউনূস!

১ পৃষ্ঠার পর

রাজনীতি ও বাস্তবতা ভিন্নমুখী। কথাটি পরিষ্কার। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আকাংখাকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র অব্যাহত। এনসিপি কোনভাবেই ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের পক্ষে নয়। তারা ষড়যন্ত্রের পথে পা রাখছেন এমন অভিযোগও উঠেছে। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি লন্ডন ও ওয়াশিংটনে। অথচ ভয়ের শিশু নাহিদ বৃহস্পতিবার বললেন, সংস্কার ছাড়া নির্বাচন নয়। লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড ও গোপালগঞ্জ ঘটনা অন্ধকার টানেলের প্রবেশ পথে। কেউ কেউ বলছেন, মেটিকুলাস ষড়যন্ত্র। উদ্দেশ্য একটাই, নির্বাচনী ট্রেনকে লাইনচ্যুত করা। নোবেল বিজয়ী এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বকে নিজের প্রতিশ্রুতির সঙ্গেই লড়াই করতে হচ্ছে। তিনি বাংলাদেশে এমন নির্বাচনের অঙ্গীকার করেছেন যা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবে। কিন্তু বিদেশীর রাজনীতির অন্যতম প্রধান দল আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ। অন্তত ৩০ শতাংশ ভোটার দলটির সমর্থক। এই দলের অংশগ্রহণ বাদ রেখে বাংলাদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন কীভাবে সম্ভব - এমন প্রশ্ন সামনে আসছে। কিন্তু অর্থপূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের স্বার্থে বাংলাদেশে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের ওপর জারি করা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে ভোটের মাঠে নিয়ে আসাও বিরাট এক চ্যালেঞ্জ। ফলে সামনে একটি একতরফা নির্বাচনের হাতছানি। কারণ মাঠে বিএনপি এখন একক শক্তিশালী দল। দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ফেব্রুয়ারি কিংবা এপ্রিলে নির্বাচন করার অঙ্গীকার করেছেন ইউনূস। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর কাছেও দ্রুততম সময়ে নির্বাচন করার কথা বলেছেন তিনি। ফলে ভোটের চিত্র কেমন হবে সেটি বিবেচ্য।

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ইসলামী দলগুলো একটি জোট করলে সেটিই সম্ভাব্য বিরোধী দলের আসনে বসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এই ধরনের বিরোধী দল হবে খুবই দুর্বল। অন্তর্বর্তি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত ন্যাশনাল সিটিজেন্স পার্টি (এনসিপি) সারাদেশে শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেনি। দলটির নেতারা যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পন্ন নন। ফলে তাদের পক্ষে হটকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব নয়। সম্প্রতি শেখ হাসিনার শক্তিশালী ঘাঁটি গোপালগঞ্জে যাওয়ার পর যে ধরনের সহিংস ঘটনা ঘটেছে তা রীতিমত একধরনের আগে সারাদেশে সৃষ্ট উত্তাল পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার ভেঙে ফেলা হবে বলে গুজব ছড়ানোর পর গোপালগঞ্জ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করলে কমপক্ষে চারজন মারা যান। সেখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ চলছে। এই মুহূর্তে গোপালগঞ্জ যাওয়ার সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক ছিলো সেটা অন্তর্বর্তি সরকারে থাকা তাদের মুরুব্বীরা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, গোপালগঞ্জে গোলযোগ হবার গোয়েন্দা তথ্য থাকলেও পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হবে বলে তারা ধারণা করতে পারেননি।

বর্তমান ভঙ্গুর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে সেই প্রশ্নের কোনও সুরাহা হয়নি। সম্প্রতি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতে কতটা প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে তা নিয়ে সংশয় কাটেনি। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মারাত্মক খারাপ। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। পুলিশ খুবই অসংগঠিত। এসব নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে। ফলে এই পুলিশ বাহিনী নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা উন্নত রাখতে কতটা সক্ষমতা অর্জন করেছে এই প্রশ্ন রয়েছে।

অন্তর্বর্তি সরকারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিকটাও বিবেচনা করা দরকার। বর্তমানে ভারতের সঙ্গে অন্তর্বর্তি সরকারের সম্পর্ক খুবই খারাপ। গত বছর ৫ই আগস্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। ফলে তিনি সেখানে থেকে রাজনৈতিক যোগাযোগ রাখছেন। ভারতও বাংলাদেশের পরিস্থিতির প্রতি নজর রাখছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইউনূসের সরকারের সম্পর্ক ভাল হতে পারে বলে সাধারন মানুষের ধারণা ছিলো। কিন্তু সম্প্রতি শুরু হওয়ার শুল্ক আলোচনায় তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক ঘোষণা করে এপ্রিলে। ওই সময়ে বিশ্বের সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশটি বাংলাদেশের ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। যুক্তরাষ্ট্রে মূলত বাংলাদেশের পোশাক রফতানি করা হয়ে থাকে। পোশাক শিল্পে এমনিতেই ১৫ শতাংশ শুল্ক রয়েছে। নতুন শুল্ক আরোপ হলে বাংলাদেশের পোশাক যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি কমে যাবে। তখন প্রধান উপদেষ্টা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ট্রাম্পকে চিঠি দিয়ে নতুন শুল্কের কার্যকারিতে তিন মাস পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। বিশ্বের সকল দেশের জন্যেই ট্রাম্প ৯ জুলাই পর্যন্ত নতুন শুল্ক কার্যকর করার সময় বৃদ্ধি করেন। ওই সময়ে আলোচনা করে ভিয়েতনাম ৪৬ শতাংশ শুল্ক থেকে তা ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়। ভিয়েতনাম বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ। অপরদিকে, বাংলাদেশ আলোচনা করে ৩৭ শতাংশ থেকে মাত্র দুই শতাংশ কমিয়ে ৩৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণে সক্ষম হয়। ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্বের দেশগুলোর জন্য পহেলা আগস্ট থেকে নতুন শুল্ক কার্যকর করার ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশ দ্বিতীয় দফা আলোচনা থেকেও তেমন সুফল পায়নি। বাংলাদেশ থেকে সাত বিলিয়ন ডলারের পণ্য প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি হয়ে থাকে। বাংলাদেশের আমদানি এক বিলিয়ন ডলারের মতো। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা, গম, বোয়িং এয়ারক্রাফট, সয়াবিন, জ্বালানী তেল আমদানি বাড়িয়ে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বলছে, বাংলাদেশের পোশাক কারখানা যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তর করতে হবে। বাংলাদেশের পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের অধিকার পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবে আলোচনা আটকে আছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা সহযোগিতা নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কাছে কী ধরনের নিরাপত্তা সহযোগিতা চায় সেটা প্রকাশ করেনি কোনও দেশই। বিষয়টি নিয়ে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে এই বিষয়ে ফের আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

যুক্তরাষ্ট্র মনে করে বাংলাদেশ চীনের দিকে ঝুঁকে আছে। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক কমানোর অদৃশ্য চাপ থাকবে। ইউনূসের সামনে এটাও একটা বড় পরীক্ষা। এই রকমের হাজারো চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন করে ইতিহাস সৃষ্টির হাতছানি ইউনূসের সামনে। তিনি এই বিশাল ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দিতে কতটা সক্ষম হবেন সেটা জানার অপেক্ষায় সবাই।

অলকাউন্টি হেলথ কেয়ারের মনোমুগ্ধকর রিভার ক্রুজ

৩ পৃষ্ঠার পর

ক্রুজ সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর আরেক হাসান খান বলেন, সেবাই আমাদের ধর্ম। আমরা একটি পরিবার। এই আয়োজন আমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ।

ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় রিভার ক্রুজের। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডা. নার্গিস রহমানসহ কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। শিপ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা উপভোগ করতে থাকেন ইস্ট রিভারের মনোরম দৃশ্যপট। শিপ হাডসন রিভারে পৌঁছানোর পর পরিবেশন করা হয় সিজনাল ফল, বা' চায়ের জন্য ছিল চিপস ও স্ন্যাকস। দুপুরে পরিবেশিত হয় নানা স্বাদের বাঙালি খাবার। গানের তালে তালে এগিয়ে চলে শিপ, আর মঞ্চ মাতাতে থাকেন জনপ্রিয় শিল্পীরা। রিজিয়া পারভীন, কামরুজ্জামান বকুল, শিমুল খান, রুচি দাসসহ অনেকেই উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি সদস্য জেনিফার রাজকুমারের পক্ষ থেকে অলকাউন্টি হেলথ কেয়ারের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মুনিরা মহিউদ্দীন ও অ্যাডমিন অফিসার লিমা আমিনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তার চিফ অব স্টাফ এই সম্মাননা তুলে দেন। অংশগ্রহণকারীরা জানান, পাঁচ ঘণ্টার রিভার ক্রুজ তাদের মনে এক অনন্য প্রশান্তি এনেছে। যা শুধু আনন্দ দেয়নি, তাদের একাকীত্বকেও দূর করেছে। বিজ্ঞপ্তি ৬১ পৃষ্ঠার পর

জরায়ু ফাইব্রয়েড রোগীদের কী খাওয়া উচিত

২২ পৃষ্ঠার পর

নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। জরায়ু ফাইব্রয়েড রোগীরা পালং শাক, গাজর, মুলা, টমেটো, বেল মরিচ ব্রকলি খেতে পারেন।
সাদা মাংস খান : প্রতিদিনের খাবারে গরুর মাংস, মহিষের মাংস ইত্যাদি লাল মাংসের পরিবর্তে সাদা মাংস খান। কারণ লাল মাংস ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বাড়াতে পারে এবং ফাইব্রয়েড বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করতে পারে; যার কারণে পেটে ব্যথা, জরায়ুতে রক্তপাত এবং সংকোচন ঘটে যা ফাইব্রয়েড আরও খারাপ করে তোলে।

বন্ড শুনানীর আগেই আটক করতে পারবে 'আইস'

৩ পৃষ্ঠার পর

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট পদক্ষেপ না নিলে তাদের মুক্তি দেওয়া যাবে না।
'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট' তাদের এক প্রতিবেদনে প্রকাশিত এই নির্দেশনাটি, অভিবাসন আদালতের মাধ্যমে তাদের মামলাগুলি শেষ হওয়ার সময় আগে মুক্ত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এমন লোকদের আটক করার জন্য ১৯৯৬ সালের একটি আইনের ব্যাপক ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়।
মিডিয়া কর্তৃক প্রাপ্ত মেমো সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য জিজ্ঞাসা করা হলে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মুখপাত্র ট্রিসিয়া ম্যাকলাফলিন বলেন, বাইডেন প্রশাসন বিপজ্জনকভাবে লক্ষ লক্ষ অনাবৃত অবৈধ বহিরাগতকে দেশে মুক্ত করেছে এবং তারা এটি করার জন্য অনেক ফাঁকফোকর ব্যবহার করেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং সচিব (ক্রিস্টি) নোয়েম এখন এই আইন প্রয়োগ করছেন কারণ এটি আসলে আমেরিকাকে নিরাপদ রাখার জন্য লেখা হয়েছিল।
এডি ম্যাকলাফলিন বলেন, ট্রাম্প সীমান্ত ও অভিবাসন প্রয়োগের জন্য প্রায় ১৭০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে একটি আইনে স্বাক্ষর করার পরে আইস-এর হাতে 'প্রচুর বিছানার জায়গা' থাকবে। পাঁচ বছরে ৭৬.৫ বিলিয়ন ডলার যা তার বর্তমান বার্ষিক বাজেটের প্রায় ১০ গুণ। এর মধ্যে আটকের জন্য ৪৫ বিলিয়ন ডলার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
আমেরিকান ইমিগ্রেশন আইনজীবী সমিতির সরকারি সম্পর্কের সিনিয়র ডিরেক্টর গ্রেগ চেন গত সপ্তাহে সারা দেশের আইনজীবীদের কাছ থেকে শুনতে শুরু করেন যে, নতুন নির্দেশের অধীনে অভিবাসন আদালতে মক্কেলদের হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে। আটক হওয়া একজন ব্যক্তি ২৫ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেছিলেন।
যদিও এটি বৈধভাবে আনা। তবে এই উদ্যোগটি অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকারী যে কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, চেন বলেছিলেন। ট্রাম্প প্রশাসন 'কোনও বিচারকের দ্বারা কোনও ব্যক্তিগত পর্যালোচনা ছাড়াই এখন যত বেশি সম্ভব মানুষকে আটক করার জন্য ব্যাপক আটক নীতি জোরদার করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এমন একটি জাতিতে পরিণত করতে চলেছে যা অবশ্যই মানুষকে কারারুদ্ধ করে' বলেন চেন।
নর্থওয়েস্ট ইমিগ্র্যান্ট রাইটস প্রজেক্টের আইনী পরিচালক ম্যাট অ্যাডামস বলেছেন, প্রশাসন কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী, কোনও অপরাধমূলক ইতিহাস নেই এবং যাদের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং নাতি-নাতনি রয়েছে তাদের কারারুদ্ধ করার জন্য 'সংবিধির একটি কঠোর ব্যাখ্যা গ্রহণ করছে'। ওয়াশিংটনের টাকোমায় অভিবাসন বিচারকদের মধ্যে দীর্ঘ, বাধ্যতামূলক সময়ের জন্য মানুষকে কারারুদ্ধ করার ক্রমবর্ধমান প্রথা বলে তার সংগঠন মার্চ মাসে প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। লিয়ন্স তাঁর স্মারকলিপিতে লিখেছিলেন যে আটক সম্পূর্ণরূপে আই.সি.ই-এর বিবেচনার মধ্যে ছিল, তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে একটি আইনি চ্যালেঞ্জ সম্ভবত ছিল। সেই কারণে, তিনি আইসিই অ্যাটর্নিদের অভিবাসন বিচারকদের সামনে আটকের পক্ষে যুক্তি দেওয়ার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ চালিয়ে যেতে বলেছিলেন, যার মধ্যে সম্প্রদায়ের জন্য সম্ভাব্য বিপদ এবং ফ্লাইটের ঝুঁকি রয়েছে। এডি আইসিই জুনের শেষে প্রায় ৫৬,০০০ লোককে ধরে রেখেছিল, যা সর্বকালের সর্বোচ্চ এবং এর বাজেটের ক্ষমতা প্রায় ৪১,০০০ এর উপরে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বলেছে যে নতুন তহবিল গড়ে দৈনিক ১০০,০০০ জনসংখ্যার জন্য অনুমতি দেবে। জানুয়ারিতে, ট্রাম্প জর্জিয়ার একজন নিহত নার্সিং ছাত্রের নামে স্বাক্ষর নিলেন আইনে স্বাক্ষর করেন, যার জন্য সহিংস অপরাধের পাশাপাশি চুরি, চুরি এবং দোকান থেকে চুরি সহ তুলনামূলকভাবে ছোটখাটো অপরাধে গ্রেপ্তার বা অভিযুক্ত অবৈধভাবে দেশে এমন লোকদের আটক করা প্রয়োজন।

জরিপে মামদানি এগিয়ে

১ পৃষ্ঠার পর

হবে। নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টের এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জোহরান মামদানি মেয়র নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে নিউইয়র্ক সিটি একজন চরম বামপন্থীর হাতে পড়বে। উৎকণ্ঠিত সমর্থকদের আহবানে কুমো নির্বাচন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার না করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।
সাংবাদিকরা তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, তিনি কি ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে মামদানির কাছে শোচনীয় পরাজয়ের কারণে এখন নিজের মুখ রক্ষার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন কিনা, এর উত্তরে কুমো বলেন, 'আমি দুঃখিত যে, আপনাদের হতাশ করেছি। কিন্তু আমাদের সিটির জন্য লড়াই শেষ হয়ে যায়নি।' আমার দাদা বলতেন, 'তোমাকে যখন পরাস্ত করা হবে তখন তা থেকে তুমি শিখবে এবং উঠে আবার খেলায় ফিরে আসবে।' আমি তাই করতে যাচ্ছি।
সমর্থকদের উদ্দেশ্যে এক চিঠিতে কুমো প্রতিশ্রুতি দেন যে, সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে যদি দেখা যায় যে র‍্যাংক-চয়েস ভোটে তিনি মামদানির চেয়ে উপরে নেই তাহলে তিনি নভেম্বরের চূড়ান্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবেন। তিনি জোহরান মামদানির অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী – স্বতন্ত্র মেয়র এরিক অ্যাডামস, রিপাবলিকান পার্টির কার্টিস সিলওয়া, স্বতন্ত্র প্রার্থী জিম ওয়ালডেনকেও একই কাজ করতে উৎসাহিত করবেন বলে জানান। এ পরিকল্পনা সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন জিম ওয়ালডেন এবং সাবেক গভর্নর ডেভিড এ প্যাটারসন ধারণাটিকে গত সপ্তাহে সমর্থন করেছেন।
আন্দ্রু কুমো ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে অনেক ডেমোক্রেটের কাছে প্রার্থী হিসেবে পছন্দনীয় ছিলেন। তবে কোনো জরিপেই তিনি মামদানিকে ডিঙ্গিয়ে প্রথম স্থানে উন্নীত হতে পারেননি। বেশিরভাগ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন একেবারে শেষ অবধি। তার পক্ষের ধনবান তহবিলদাতারা প্রচারণার জন্য ২২ মিলিয়ন ডলার দান করেছিলেন মামদানির বিরুদ্ধে লড়ার জন্য। একবার এমন মনেও হয়েছিল যে তিনি মামদানিকে প্রাইমারিতে হারিয়ে দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু তা ঘটেনি।
নিউইয়র্ক সিটির স্টেট অ্যাসেম্বলি নির্বাচনী এলাকা কুইন্স থেকে নির্বাচিত জোহরান মামদানি তেমন পরিচিত মুখ ছিলেন না। প্রথম দিকে তিনি পিছিয়েও ছিলেন। কিন্তু দুটি বিতর্কে তার পারফর্মেন্স, সামাজিক মিডিয়ায় তার আকর্ষণীয় প্রচারণার পুঁজি করে তার সমর্থকরা মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে ভোটারদের হৃদয় জয় করতে চেষ্টা করেছে। তার কর্মসূচিগুলোও সাধারণ ও দরিদ্র মানুষের মনে আশার সৃষ্টি করার মতো ছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত কুমোকে ১২ শতাংশেরও বেশি পয়েন্টে পরাজিত করেছিলেন। নিউইয়র্ক সিটিতে প্রতি ছয় জন নাগরিকের মধ্যে ৫ জনই ডেমোক্র্যাট এবং প্রাইমারি বিজয়ী হওয়ার অর্থ হচ্ছে চূড়ান্ত বিজয় প্রায় নিশ্চিত থাকা। কিন্তু বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রাইমারিতে পরাজিত হওয়ার ঘটনাকে কুমো প্রথমে সাময়িকভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং মামদানিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত জানান।
জরিপে এগিয়ে মামদানি : নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচন নিয়ে অতিসম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে জোহরান মামদানি অন্যান্য প্রার্থীর চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছেন। জনমতে অন্যদের সঙ্গে জোহরানের ব্যবধান প্রায় ১৫ শতাংশ। গত ৩০ জুন থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত পরিচালিত এ জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপে তৃতীয় হয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস সিলওয়া, চতুর্থ এরিক এডামস ও ৫ম স্বতন্ত্র প্রার্থী ওয়ালডেন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ

১ পৃষ্ঠার পর

হয়। এ সময় আগামী রোববার বাংলাদেশে হরতালের ঘোষণাও দেয়া হয়। প্রায় ঘন্টাব্যাপী এ বিক্ষোভ সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগসহ ২০টি সংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন। যা সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে অন্যতম বড় জনসমাগম। বিক্ষোভকারিদের মধ্যে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, সহ সভাপতি সোলায়মান আলী, সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ আজাদ, উপদেষ্টা প্রদীপ রঞ্জন কর, সাংগঠনিক সম্পাদক দুরুল মিয়া রনেল, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি নুরুন নবী, মহিউদ্দিন দেওয়ান, এম. মুজিবুর রহমান, গোপাল স্যান্যাল, মীর হামিদ, শাহীন আজমল হোসেন, শাহানা সিদ্দিক, জামাল হোসেন, ইমাম চৌধুরী ও আবদুল কাদের মিয়া প্রমুখ। এ সময় নেতাকর্মীরা প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস, সেনা প্রধান ওয়াকারউজ্জামান, বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। উল্লেখযোগ্য স্লোগানের মধ্যে ছিল ওয়াকার ওয়াকার... সামলা তোর রাজাকার, গোপালগঞ্জে এ লাশ কেন খুনি ইউনিস জবাব দে, গোপালগঞ্জে হামলা কেন.. খুনি ইউনুস জবাব দে, একটা গুলি চললে.. লক্ষ গুলি চলবে ইত্যাদি। বিক্ষোভ শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, অবৈধ ইউনুস সরকার, তার সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি ও সন্ত্রাসী এনসিপি টুঙ্গি পাড়ায় যে হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছে তার প্রতিবাদে আগামী রবিবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত বাংলাদেশে হরতাল ঘোষণা করা হল। সারা দেশের মানুষকে এ হরতাল পালনের আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা বলেন, ১৬ জুলাই বাংলাদেশের ইতিহাসে আরও একটি কালো অধ্যায় হিসাবে বিবেচিত হবে। ২৪-এর জুলাই আগস্টের সন্ত্রাসীরা অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য "মার্চ টু গোপালগঞ্জ" নামে উস্কানিমূলক সভার আয়োজন করে। অবৈধ ইউনুস সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে এই বর্বরোচিত আক্রমণ চালায়। বেসরকারি হিসেবে ১৫ জনেরও বেশি নিরস্ত্র জনতাকে হত্যা করা হয়।

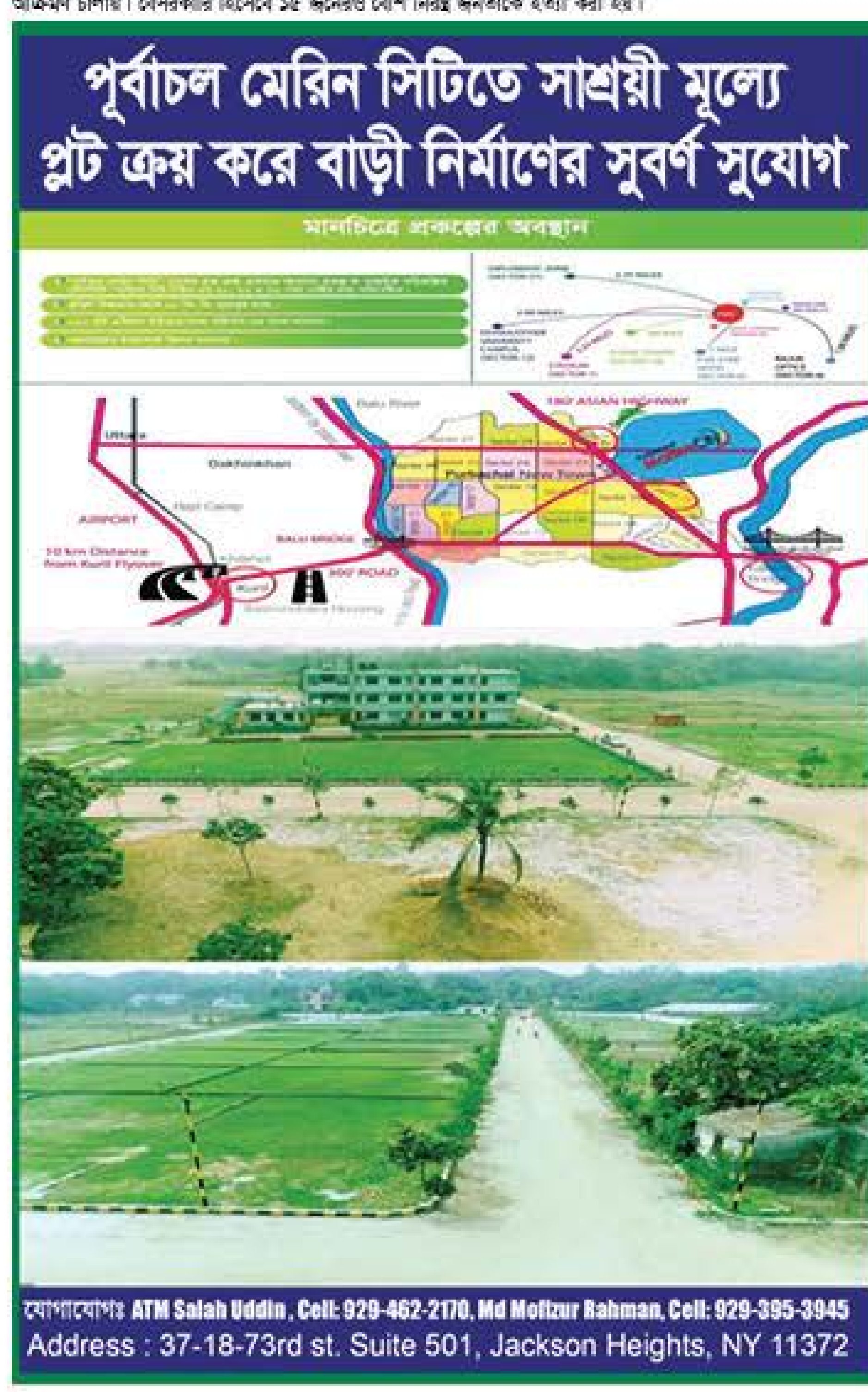

সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য বিয়ের আগে যে বিষয়গুলো জানা জরুরি

২২ পৃষ্ঠার পর

পড়লে।

এ ক্ষেত্রেও বাচ্চার এ রোগটি হওয়ার নিয়ে দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। তবে সন্তানের থ্যালাসেমিয়া মাইনর হওয়ার ৫০ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ বাচ্চা অসুস্থ হবে না, কিন্তু সে থ্যালাসেমিয়ার বাহক হতে পারে।

দুইজনেরই থ্যালাসেমিয়া মাইনর ধরা পড়লে-

এই ক্ষেত্রে বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জন্মানোর সম্ভাবনা আছে।

২. হেপাটাইটিস বি পরীক্ষা

হেপাটাইটিস বি একটা ভাইরাস যা আমাদের লিভারে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। শুধু তাই না, ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু যাদের শরীরে এই ভাইরাসটা বসবাস করছে, তারা অনেকেই জানেন না যে তারা এই ভাইরাসে আক্রান্ত। ফলে নিজের অজান্তেই তারা অন্যদের মাঝেও এই ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে পারেন। এছাড়া সুরক্ষা ছাড়া সহবাস করলে একজন থেকে আরেকজনের শরীরে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। তাই বিয়ের আগেই দুজনে এ পরীক্ষাটি করা পারেন।

৩. হেপাটাইটিস সি

হেপাটাইটিস বি এর মত হেপাটাইটিস সি-ও এক ধরনের ভাইরাস। এটা ছড়ায় সাধারণত রক্তের মাধ্যমে। যেমন- একই সুই বা ইনজেকশন ব্যবহার করলে যাতে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত লেগে থাকতে পারে, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ঠিকমত জীবাণুমুক্ত না করলে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। এছাড়া সুরক্ষা ছাড়া সহবাস করলে বা মায়ের দুধ পানেও আক্রান্ত হতে পারে এই রোগে।

এই রোগটি লিভার অনেকটুকু নষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত এ রোগে লক্ষণ দেখা যায় না। তাই বিয়ে আগে থ্যালাসেমিয়া- সি পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারে।

৪. এইচআইভি পরীক্ষা

এইচআইভির ব্যাপারে আপনারা কমবেশি প্রায় সবাই জানেন। আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সহবাসের মাধ্যমে সাধারণত এটা ছড়ায়।এছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তির সুই বা ইনজেকশন ব্যবহার করলে, জন্মের সময়ে মায়ের কাছ থেকে বা মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে শিশু এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

অনেকের ক্ষেত্রে বহু বছর ধরে এই ভাইরাসের কোনো লক্ষণ নাও থাকতে পারে। আর সেই সময় একজনকে থেকে আরেকজনে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। স্ত্রী থেকে স্বামী, স্বামী থেকে স্ত্রী, মা থেকে সন্তানের মধ্যে এ রোগ ছড়াতে পারে। তাই বিয়ে আগে এই পরীক্ষাটি করে ফেলাই শ্রেয়।

৫. যৌনবাহিত রোগ পরীক্ষা

অনেকেই যৌনবাহিত রোগে ভোগেন কিন্তু তিনি হয়তো জানেন না। শুধু মাত্র টেস্ট করার পরেই ধরা পড়ে। কিন্তু অনেকেরই যেহেতু কোনো লক্ষণ থাকে না। ফলে টেস্ট করাও হয় না, রোগও ধরা পরে না। পরে নানান ধরনের শারীরিক সমস্যা যেমন- সন্তানধারণের সমস্যা দেখা দিতে পারে। অথচ সময়মত অল্প কয়েকদিনের অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স নিলেই রোগটা সেরে যেত।

এই চারটি কমন যৌনবাহিত রোগ পরীক্ষা করাতে পারেন। যেমন- সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্লামেডিয়া, ট্রিকোমনায়াসিস।

৬. ব্লাড গ্রুপ : ব্লাড গ্রুপ এবং আরএইচ ফ্যাক্টর পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে Rh নেগেটিভ মায়ের ক্ষেত্রে যদি বাবা Rh পজিটিভ হন, তবে গর্ভাবস্থায় সমস্যা হতে পারে। এই সমস্যাকে Rh ইনকম্প্যাটিবিলিটি (Rh Incompatibility) বলে, যা শিশুর জীবন ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। এই ক্ষেত্রে আগাম প্রস্তুতি ও সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে জটিলতা এড়ানো সম্ভব।

মিয়ামির পাঁচ ম্যাচের জয়রথ থামলো সিনসিনাটির কাছে ৩ গোল খেয়ে

৫২ পৃষ্ঠার পর

মাঝখান থেকে বাম পায়ের শটে সিনসিনাটির লিড দ্বিগুণ করেন মিডফিল্ডার ইভান্দার। সিনসিনাটির হয়ে একটানা পাঁচ ম্যাচে গোল করে নতুন রেকর্ড গড়েন তিনি।

এই অর্ধেই (৭০ মিনিটে) দ্বিতীয় গোলটি করেন ইভান্দার। জোড়া গোলের ফলে এমএলএস নিয়মিত মৌসুমে তার গোলসংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ তে। শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য থেকেই মাঠ ছাড়তে হয় মিয়ামিকে।

সুখবর! সুখবর !!

31ST AVENUE GROCERY & 99 CENT STORE

LOTTO | ATM | EBT | EVERAGE | ICECREAM

80-05 FRESH VEGETABLE, FRUITS, HALAL MEAT, FISH & ALL KIND OF HOUSEHOLD ITEMS 718-210-1996

এস্টোরিয়ার ৮০ স্ট্রীট ও ৩১ এভিনিউর উপর বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকার আবু হোরায়রা মসজিদের সন্নিকটে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকানাধীন গ্রোসারী ও নিত্য প্রয়োজনীয় পন্যের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

- এখানে পাবেন ফ্রেস শাকসবজী ও ফলমুল
- হালাল মাংস ও মাছ
- ক্রেতাদের সেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য
- আমরা EBT গ্রহন করি

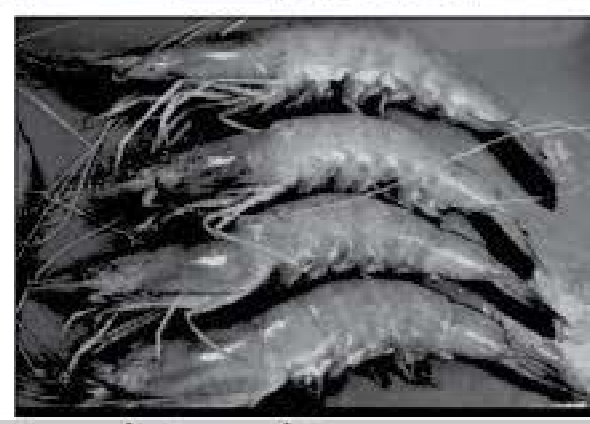

৩১ এভিনিউ গ্রোসারী এন্ড ৯৯ সেন্ট স্টোর
৮০-০৫, ৩১ এভিনিউ ইস্ট এলমসহার্স্ট(এস্টোরিয়া)
ফোনঃ ৭১৮-২১০-১৯৯৬

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে

TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES

রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA- ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office: 37-18-74th Street, 2nd Floor, Jackson Height, NY 11372 Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office: 184-02 Hillside Ave, 1st Floor, Jamaica, NY 11432 Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস
Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services

Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmangfs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে
বাংলাদেশী ডাক্তার
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Internal Medicine
Geriatric Medicine
শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।
35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)
TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC
Best Choice for your trip

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

- 24 Hours Service
- Experienced & Professional Driver
- Affordable Price
- Airport Service
- Long Distance - Short Distance Hourly Service
- Special Occasions Service
- Wheelchair Available
- Corporate Transporation

Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825

2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com

We arrange
Base Letter & Base Affiliate

এস্টোরিয়ায় বহু বছরের অভিজ্ঞ বাংলদেশি মালিকানাধীন বিশ্বস্থ অটো রিপেয়ার শপ
ইউনাইটেড অটো রিপেয়ার এন্ড বডি শপ
24 Hours Open

১০০% গ্যারান্টি সহ যাবতিয় গাড়ির রিপেয়ারিং
* দক্ষ মেকানিক দ্বারা ত্রুটি নির্ণয়
* সুলভ মুল্যে ফুল অটো রিপেয়ার
* নতুন ও রিবিল্ড ট্রান্সমিশন স্থাপন

Our Services
* All kinds of body works
* Computerized Wheel Alignments
* Complete Mechanical works.
* Rebuild Transmission
* Tire and Wheel Balancing
* N.Y.S. Inspection
+Low Price & Fully Guaranteed

Contact : AZAM
Tel: 718-786-6677 / 718-361-6432
Address: 38-06 31st Street (Between 38 & 39 Ave.)
Astoria, NY 11101.

বিয়ে ভাঙ্গার খবর নেহায়েত গুজব : মিশেল ওবামা

১ পৃষ্ঠার পর

পডকাস্টে অংশ নিয়ে গুজবের জবাব দিয়েছেন এই জনপ্রিয় দম্পতি। বারাক ওবামা মজার ছলে বলেন, 'সে (মিশেল) আমাকে ফেরত এনেছে!' আর মিশেল স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, 'আমার স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির কথা কখনো ভাবিনি।'
সিএনএনের খবরে জানানো হয়, পডকাস্টটিতে ওবামা দম্পতি তাদের সম্পর্কের উত্থান-পতন, জীবনযাত্রা ও মিডিয়া-চাপ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। বারাক ওবামা বলেন, 'হ্যাঁ, কিছুটা সময় আমাদের সম্পর্ক 'টাচ অ্যান্ড গো' ছিল। তবে আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি একে অন্যকে বুঝতে।'
মিশেল ওবামা দৃঢ়ভাবে বলেন, 'আমাদের বিবাহিত জীবনের একটাও মুহূর্ত এমন আসেনি, যখন আমি ভেবেছি বারাককে ছেড়ে দেবো। কঠিন সময় গেছে, তবে আমরা একসঙ্গে ছিলাম এবং থাকবো। জীবনে অনেক আনন্দ, দুঃসাহসিকতা ও চ্যালেঞ্জ এসেছে- সবকিছুর মধ্যেই আমাদের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছে।'
বিচ্ছেদের গুজব আরও জোরালো হয় যখন মিশেল ওবামা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। তবে মিশেলের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট হয়, তাদের অনুপস্থিতি মানেই দাম্পত্যে ফাটল নয়।
পডকাস্টের সহ-উপস্থাপক ও মিশেলের ভাই ক্রেইগ রবিনসন বলেন, 'তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে খুব ভালো লাগছে।' জবাবে মিশেল বলেন, 'হ্যাঁ, কারণ আমরা একসঙ্গে না থাকলেই সবাই ভাবে আমরা ডিভোর্স করে ফেলেছি!'
১৯৯২ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন বারাক ও মিশেল ওবামা। তাদের দুই কন্যা- মালিয়া ও সাশা। বর্তমানে বাড়ির কোঠায় থাকা এই দম্পতি ব্যক্তিগত জীবনকে সামাজিক মাধ্যমে না তুলে ধরায় নানা ভুল ধারণা ছড়ায় বলে মন্তব্য করেন মিশেল। তিনি বলেন, 'সবাই চায় আমরা যেন প্রতি মুহূর্ত ইনস্টাগ্রামে দেই। কিন্তু আমরা সেটা না করলেই ধরে নেয় আমাদের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে।'

গোপালগঞ্জের ঘটনা 'অশনি সংকেত'

১ পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক দলের নেতারাও। তারা বলছেন, গোপালগঞ্জের সহিংসতা কিংবা পুরোনো ঢাকায় ব্যবসায়ী হত্যার মতো ঘটনাগুলো দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।
বুধবার রাতেই জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভায় গোপালগঞ্জের উদ্ভূত পরিস্থিতিকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করার নীলনকশা বলে মন্তব্য করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, বিএনপি। রাজনৈতিক দলগুলোকে সতর্কতার সঙ্গে কর্মসূচি নির্ধারণের আহ্বানও জানিয়েছে তারা। বিএনপি নেতারা বলছেন, ফেব্রুয়ারিতে প্রতিশ্রুত সংসদ নির্বাচনকে ব্যাহত করতে একটি মহল পরিকল্পিতভাবে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে। মব, হত্যা, ছিনতাই, ডাকাতি, চাঁদাবাজি ইত্যাদি অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোপালগঞ্জে সহিংসতার দায় অন্তর্বর্তী সরকারকেই দিচ্ছেন কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্সও। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, আমি গোপালগঞ্জের ঘটনা নিয়ে সরকারেরই দায় দেখি। সরকারের দায়িত্বহীন আচরণই এখানে সামনে চলে এসেছে। দেশের স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বাঁধাগ্রস্ত করতে নানা অপচেষ্টা চলছে, যা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে বলেও মনে করেন রুহিন হোসেন প্রিন্স। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের ফিরে আসার পথ তৈরি হচ্ছে বলেই মনে করেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উৎসাহ যোগাবে এই ঘটনা, বলেন তিনি। এনসিপি নেতাদেরকেও গোপালগঞ্জের ঘটনার দায় দিচ্ছেন মি. হক। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, তারা অন্যগুলোয় যাচ্ছে গণসংযোগ, গণসমাবেশ এটাতে নাম দিয়েছে মার্চ টু গোপালগঞ্জ, পরোক্ষভাবে এক ধরনের উস্কানি এর মধ্যে কাজ করছে। গোপালগঞ্জের ঘটনায় সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পারফরমেন্সকেই দায়ি করছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। এই ঘটনা জাতির জন্য অশনি সংকেত বলেই মনে করেন মি. পরওয়ার। তিনি বলছেন, 'শুধু শেখ হাসিনা চলে গেলেই যে ফ্যাসিবাদ চলে গেছে, তা নয়- তার দল, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ, যুবলীগ এখনো রয়ে গেছে।'

হাসিনাকে 'ডেভিল রানী' বললেন সোহেল তাজ

১ পৃষ্ঠার পর

সোহেল তাজ। বৃহস্পতিবার ১৭ জুলাই দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে স্ট্যাটাসে তিনি এ কথা বলেন।
সাবেক এই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমি মনে করি, ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জে যে হামলা হয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের (নাহিদ, সারজিস, হাসনাত ও জারা) নেতাদের হত্যার একটি হীন চেষ্টা। আমি আশ্চর্য হব না যদি ডেভিল রানী নিজেই এর নির্দেশ দিয়ে থাকেন।'
শেখ হাসিনার সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন, 'আত্মোপলব্ধি, আত্মসমালোচনা এবং অনুশোচনা তো দূরে থাক- হত্যা, গুম, খুন, গণহত্যা, নির্যাতন-নিপীড়ন, গণতন্ত্র ধ্বংস করে, দুর্নীতি করে লাখ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে দেশটাকে শেষ করে ছাত্র-জনতার ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে গিয়ে এখন দেশ ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে। সারা দেশে গোপালগঞ্জের মতো সন্ত্রাসী কায়দায় কার্যকলাপ চালানোর নির্দেশ দিচ্ছে।'
প্রসঙ্গত, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পূর্বনির্ধারিত 'মার্চ টু গোপালগঞ্জ' কর্মসূচিতে হামলা চালিয়েছে কার্যত নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ। গত বুধবার দুপুরের পর অনুষ্ঠানস্থল ঘিরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া শুরু হলেও পরে তা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ ঘটনায় অন্তত চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এ ছাড়া পুলিশ, সাংবাদিক, সাধারণ পথচারীসহ আহতের সংখ্যা কয়েকশ। ঘটনার পর জেলাজুড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কারফিউ জারি করে স্থানীয় প্রশাসন। হামলাকারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের আলটিমেটাম দিয়েছে এনসিপি।

ন্যায় বিচার, সংস্কার ও ভূ-রাজনীতিই প্রাধান্য

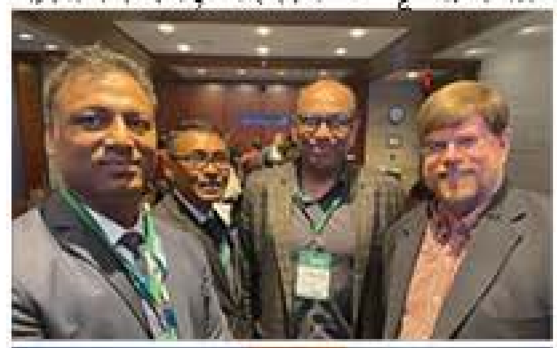

৬৪ পৃষ্ঠার পর

প্রায় ৮০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও পেশাজীবীরা অংশগ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারক, মার্কিন কংগ্রেসম্যান, থিংক ট্যাংকের প্রতিনিধি, প্রবাসী বাংলাদেশি, সাংবাদিক এবং গবেষকরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উত্থানোত্তর বাংলাদেশে বর্তমান গণতন্ত্র, শাসন ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংলাপে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা, আইনী সংস্কার এবং যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা এবারের আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে।
'ন্যায় বিচার, সংস্কার ও গণতন্ত্রের পথে যাত্রা- আজকের বাংলাদেশ' একটি সময়োপযোগি বিষয় ছিল বলে অংশগ্রহণকারীরা অভিমত দিয়েছেন। আলোচনায় কোন কোন অংশগ্রহণকারীরা ২০২৪ এ দেশব্যাপি রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত নতুন এক বাংলাদেশকে দেখতে চেয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেন। অভ্যুত্থানের ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও এর ভূ-রাজনৈতিক ভূমিকার পরিবর্তন নিয়ে আলোচকগণ বক্তব্য রাখেন।
'বাংলাদেশ আমেরিকা অ্যালায়েন্স', 'রাইট টু ফ্রিডম-আর টু এফ' এবং 'বাংলাদেশ ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক (বিসিএআইএন) যৌথভাবে এই আলোচনাসভার আয়োজন করে। নিউ ইয়র্কস্থ সংগঠন বাংলাদেশী আমেরিকান প্রবাসী এলায়েন্স-এর পক্ষ থেকে সংগঠনটির চিফ কোঅর্ডিনেটর আহমেদ সোহেল, বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ মিজান চৌধুরী, কম্যুনিটি এক্টিভিস্ট আনিসুল ইসলাম জানির অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বাংলাদেশে ২.০ গঠনের পথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনায় উঠে আসে। কংগ্রেসম্যান লয়েড ডগেট মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ববাদী শাসনের তীব্র সমালোচনা করেন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার জন্য সমর্থনের আহ্বান জানান। কংগ্রেসম্যান জিম ম্যাকগভার্ন মানবাধিকার এবং এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
বাংলাদেশ আমেরিকা অ্যালায়েন্স-এর সহ-সভাপতি ফারহানা সুলতানা এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং অভ্যুত্থানের চলমান প্রভাব নিয়ে আলোকপাত করেন। এরপর দুটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যার শেষে বক্তারা যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও জোরদার করার আহ্বান জানান। বক্তারা জুলাইয়ের অভ্যুত্থানের সময় প্রদর্শিত সাহসের প্রশংসা করেন এবং বলেন, এই সাহস এখনো আশার উৎস হিসেবে কাজ করছে। প্যানেল ১ পরিচালনা করেন ফারহানা সুলতানা। এতে অংশ নেন ক্যাথরিন কুপার (আরএফকে হিউম্যান রাইটস), উর্বশী সেমন্তি খান (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) এবং দিনা সিদ্দিকী (নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়)। তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা মূল্যায়ন করেন। প্যানেল ২ পরিচালনা করেন শামারুখ মোহিউদ্দিন (ক্যাসম্যান গ্রুপ)। এতে অংশগ্রহণ করেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যানিয়েল মোজেনা, মাইকেল কুগেলম্যান (ফরেন পলিসি), মৌসুমি খান (এশিয়া গ্রুপ), এবং এহতেশামুল হক (আমেরিকান ইউনিভার্সিটি)। তারা বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক কৌশল এবং বৈশ্বিক অংশীদারত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। আয়োজকরা আশা করছেন, এবারের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন, কংগ্রেস এবং নীতিনির্ধারকদের অংশগ্রহণে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি অর্জনের একটি কার্যকর প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

ট্রাম্পের পাকিস্তান সফর নিয়ে মিডিয়া গরম

৬৪ পৃষ্ঠার পর

পারেন ট্রাম্প। ওয়াকিবহাল সূত্রকে উদ্ধৃত করে এমনটাই জানিয়েছে পাকিস্তানের দুটি সংবাদমাধ্যম। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সও তা প্রকাশ করেছে। যদিও সরকারিভাবে এই সফরের বিষয়ে কোনও ঘোষণা এখনও পর্যন্ত করা হয়নি।
ট্রাম্প পাকিস্তান সফরে গেলে, প্রায় দুই দশকে এটিই হবে প্রথম কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্টের ইসলামাবাদ সফর। এর আগে ২০০৬ সালে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। ট্রাম্পের আমেরিকা সফরের বিষয়ে ইসলামাবাদের কর্তারাও প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি। রয়টার্স জানিয়েছে, পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এই নিয়ে তাঁর কোন কিছু জানা নেই। তবে পাকিস্তানের ওই সংবাদমাধ্যমগুলিতে দাবি করা হচ্ছে, সেপ্টেম্বরে ইসলামাবাদ সফরের পরে তিনি ভারত সফরে যেতেও পারেন। সম্প্রতি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, তিনিই ব্যবসার কথা বলে দু'দেশের মধ্যে সংঘর্ষ থামিয়ে দিয়েছেন।

KARNAFULLY TRAVEL INC. (Approved Travel Agent)

IATA arc Approved

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

কর্ণফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা - রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

নিউইয়র্কে জুলাই গণহত্যার চিত্রপ্রদর্শনী ৩ আগস্ট

৬২ পৃষ্ঠার পর

সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রবাসী নেতৃবৃন্দ একথা বলেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গত বছর জুলাই মাসে বাংলাদেশে যে, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল তাতে বাংলাদেশের ছাত্র জনতা ও মেহনতি মানুষের পাশাপাশি প্রবাসীরাও অংশ নিয়েছিল। জুলাই আন্দোলন শুধুমাত্র একটি আন্দোলন ছিল না। এটা ছিল একটা বিপ্লব। এই বিপ্লবের চেতনা ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। যে চেতনায় পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতন নিশ্চিত করার আন্দোলনে। সেই আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করে ৫ আগস্ট স্বৈরাচারের পলায়নের মাধ্যমে। এরপর শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। নতুন এক স্বপ্ন। নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের জুলাইয়ের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হবে। হাজারো শহীদের রক্তস্নাত এই জুলাইকে ভুলে গেলে চলবে না। জুলাইয়ের এই বিপ্লবী চেতনাই হোক আমাদের আগামী দিনের পথচলার পাথেয়।

২৪'র জুলাই বিপ্লবে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাদের আত্মত্যাগের অবদানকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য দেশ-বিদেশের সকল বাংলাদেশীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ এর নেতৃবৃন্দ বলেন, শহীদদের পাশাপাশি যারা জুলাই বিপ্লবে আহত হয়েছেন তাদের সুচিকিৎসা,পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অন্তর্বর্তী সরকার ও পরবর্তী সরকারকে করতে হবে।

প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান আবদুল কাদের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন জুলাই আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটির কনভেনার আবদুল নয়ুম, জাকির হাওলাদার, এ.এস.এম রহমতউল্লাহ, দেলোয়ার হোসেন দীপন, হাছান সিদ্দিকী প্রমুখ।

সংহতি জানাতে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটির নেত্রী বেগম শাহানা, ইকনার সোশ্যাল জাস্টিস ডাইরেক্টর ড. মাহতাব উদ্দিন, কমিউনিটি লিডার মোশাররফ সবুজ, জামাইকার আবদুল গনি, মুক্তিযুদ্ধা ফরহাদ আহমেদ, সালেহ মানিক, মুসা মোহাম্মদ জসিম, কলামিস্ট তারেক ফারুকী, লুৎফর রহমান লাভু, খলকুর রহমান, আতিকুল আহাদ, মনজুর মোরশেদ, ড. ফরহাদ হোসেন প্রফেসর সাইদ আজম, হাজী আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

বাফেলো বিএনপি'র প্রথম কর্মী সম্মেলন

৬২ পৃষ্ঠার পর

সভাপতিত্বে ও সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির আহবায়ক কমিটির সাবেক সদস্য ইমতিয়াজ আহমদ বেলাল এবং বাফেলো বিএনপির সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর আলম সোহেলের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির নির্বাচিত সভাপতি আলি উল্লাহ আতিকুর রহমান।

স্পেশাল গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ও বাংলাদেশ পুলিশ এর কর্মকর্তা, রাজশাহী বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা শেখ ওয়াহিদুজ্জামান।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদকসাইদুর রহমান সাঈদ। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (জিপি)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিকুর রহমান।

বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা তানভির আহমেদ, বাফেলো বিএনপির সিনিয়র নেতা বদরুদ্দোজা রাজীব, নিউইয়র্ক স্টেট ও সিটি বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি এম এস আই শাহীন, সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক শিল্প বিষয়ক সম্পাদক মকবুল হোসেন, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক মোঃ আব্দুল কাদের, বাফেলো বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক জাহাঙ্গীর হক বাবুল, বাফেলো বিএনপি নেতা এ কে এম হানিফ, বিএনপি নেতা মোঃ বেলায়েত হোসেন বুলবুল, হাসান মোহাইমেন, মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, বাফেলো বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মোহাম্মদ জামাল হোসেন, মোঃ আব্দুল সাত্তার, দাউদকান্দি উপজেলা যুবদল নেতা শামীম মিয়া, মুজিব হায়দার বাবলু, ফয়াজ আহমদ, মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন।

কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিমুল আকতার, আরশাদ হোসেন, সেলিম খান, এস এম শাহজাহানজাদা, ফিরোজ আহমেদ, সবুজ আলী, মোঃ আব্দুল নুরুল আহমদ, বাবুল তালুকদার, ইঞ্জিনিয়ার বেলাল উদ্দিন, সেওয়ান আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ আমিম,ইমাদ মোর্শেদ জীবন, ফরিদ হোসেন, আখতার মিয়া,শামীম তরফদার, ফারুক মিয়া, মামুন আহমেদ, মুজিব আহমদ, সুলতান শিকদার, মোঃ তরিকুল ইসলাম, শামসুর রহমান, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, আমিনুল ইসলাম, মোহাম্মদ হাবিবুল ইসলাম, আজগর হোসেন, রাশেদ আহমেদ, মোহাম্মদ আলমগীর, মোঃ সাহাব উদ্দিন, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, মোঃ রিয়াজ উদ্দিন, মোঃ চৌধুরী সেলিম, জাহিদুল চৌধুরী, মনিরুল আহসান, ইয়াহইয়া খান, সরকার ফরমুজ, তৌহিদুল মাওলা, আকরাম হোসেন চৌধুরী, শেখ সালাহউদ্দিন, নাজিম উদ্দিন মুন্না চৌধুরী, মোঃ মামুন মিয়া, শামসুদ্দিন, মোঃ কাদের হাওলাদার, আশিকুর রহমান, মোঃ ইউনুস মিয়াজী, মোঃ টি হোসাইন, মোঃ বাসার, মোঃ আব্দুল সাত্তার, মাহফুজ ইয়ান, নাকিব আহমদ, শায়েক মিয়া লিয়াকত এম আরিফ, রিপন হক, মোহাম্মদ মোঃ শওকত আকতার, আব্দুর এম শাহীন, মোঃ লুৎফর রহমান, আকরাম উদ্দিন, সুমন রাহমান প্রমুখ।

নিউইয়র্কে নরসিংদীবাসীর বার্ষিক বনভোজন

৬২ পৃষ্ঠার পর

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আফজাল মনির। গেস্ট অব অনার ছিলেন মিলেনিয়াম টিভির ডিরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক। প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিলেন আহসান হাবীব। আয়োজনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন বাংলাদেশ আমেরিকান অব ইউএসএর সভাপতি শামীম হাসান। নরসিংদী জেলা সমিতির সভাপতি শামীম গফুর, সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক বাবুল, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেনসহ উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ড ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, সাবেক সভাপতি, উপদেষ্টা এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। বনভোজন আয়োজনের আহবায়ক ছিলেন জাকির এইচ খান, যুগ্ম আহবায়ক মো. নাজমুল হক, রাশেদুল কবীর সজল। এছাড়া প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন মো. ইসমাইল হোসেন, সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন মো. মোফাজ্জল হোসেন ও শামীমা খান। সদস্য সচিব অলিউল্লাহ খন্দকার সুমন, যুগ্ম সদস্য সচিব মো. আতিকুর রহমান ও রোকেয়া বেগম। পার্কের মনোরম ও প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশে এসে মুগ্ধ হন অনেকে। দিনভর চলা আয়োজনে ছিল র‍্যাফেল ড্র, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভোজন-বিলাস। সাংস্কৃতিক আয়োজনে গান পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রোজী আজাদ ও জেসা আফরোজ। আয়োজন পরিচালনায় ছিলেন জে মোল্লা সানী, আহসানুল হক বাবুল ও জিয়াউর রহমান।

বনভোজনে উপস্থিত অতিথিরা বলেন, এ ধরনের আয়োজন মানুষকে একত্রিত করে, সবার মাঝে বন্ধন তৈরি করে।এমন প্রাণবন্ত আয়োজন নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৩০ রানে জিতলো বাংলাদেশ

৫২ পৃষ্ঠার পর

জেমস। এই দুজনের পর দুই অঙ্কের ঘরে কেবল রান করেন ড্যানিয়েল বসম্যান (১৭)।

ইকবাল ও স্বাধীন ইসলাম তিনটি করে উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৫৫ রানে গুটিয়ে দেন। ৩২.১ ওভারে তারা অলআউট হয়। বেনোনিতে বাকি দুটি ম্যাচ হবে ১৯ ও ২২ জুলাই।

কোহলির ভিডিওকে দুষছে স্থানীয় সরকার!

৫২ পৃষ্ঠার পর

হাইকোর্টে জমা দেওয়া রিপোর্টে পদপিষ্টকাণ্ডের নেপথ্যে একাধিক যুক্তি দিয়েছে স্থানীয় সরকার। তার মধ্যে রয়েছে কোহলির ভিডিওর কথাও, যেখানে তিনি সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি, প্রতিযোগিতার আয়োজক ডিএনএ এন্টারটেনমেন্ট, কর্নাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা এবং আরসিবির মধ্যে যোগাযোগের অভাবকে দায়ী করা হয়েছে। সরকারের আরও অভিযোগ, স্টেডিয়ামে ঢোকার গেট খোলা হয়েছিল দেরি করে, যে কারণে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ওই ঘটনার পর আইপিএস বিকাশ কুমারকে বরখাস্ত করেছিল কর্নাটক সরকার। তা প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছিল সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল (ক্যাট)। তার বিরোধিতা করেছে কর্নাটক সরকার। অ্যাডভোকেট জেনারেল পিএস রাজাগোপালের যুক্তি, পুলিশ সে দিন আরসিবির ভৃত্যের মতো আচরণ করেছিল। কে অনুমতি দিয়েছে তা না জেনেই নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা শুরু হয়েছিল। এই কাজে জড়িত ছিলেন কমিশনারও।

রাজাগোপালের যুক্তি, সরকার যে অনুমতি কখনও দেয়নি, এটা ভুলেই গিয়েছিলেন পুলিশ কর্মকর্তারা। পুলিশের গাফিলতির কথা তুলে ধরা হয়েছে সরকারের যুক্তিতে। দাবি, মানুষকে সচেতন করার ন্যূনতম প্রয়াসটুকুও দেখানো হয়নি।

সন্দ্বীপ সোসাইটির বৃহত্তম পিকনিক অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

মেহমানকে টেবিলে অত্যন্ত সুস্বাদু লাঞ্চ পরিবেশন করা হয়। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ছিল সেই পরিবেশনা। কোন রকম বিন্দু মাত্র সমস্যা ছাড়াই এই বিশাল কাজটি সম্পন্ন হয়। লাঞ্চ এর পর সবাইকে পায়েশ পরিবেশন করা হয়। পাশাপাশি দেশীয় স্টাইলে পান সুপারিও পরিবেশিত হয়েছে।

সন্দ্বীপ সোসাইটির কর্মকর্তা গণ ছাড়াও প্রায় শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক এই পরিবেশনায় অংশ নেন। পিকনিক এ প্রায় সবটির মধ্যে আকর্ষণীয় খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল এবং ছিল আকর্ষণীয় ২৭ টি পুরস্কার। এটি স্পন্সর করেন আব্দুল কাদের মিয়া। বিকেলে সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলমগীর

হোসাইন এর পরিচালনায় আলোচনা সভা শুরু হয়। এতে পুরস্কার বিতরণী ও টোকেন এর ড্র ও অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে আরো উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মঞ্জুর কাদের সোহাগ, কনভেনর আব্দুল সালাম সাবু, মেম্বার সেক্রেটারি ইমরুল হাসান আরমান, সোসাইটির সাবেক সভাপতিবৃন্দ, ট্রাস্টি, উপদেষ্টা মণ্ডলী, গ্রান্ড স্পন্সর কাজী হায়াৎ নজরুল, গোল্ড স্পন্সর মোশারফ হোসাইন, সিলভার স্পন্সর সিপিএ মোহাম্মদ ফরহাদ, সাবেক সেক্রেটারিবৃন্দ।

আলোচনা সভার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় এবং টোকেন এর ড্র অনুষ্ঠিত হয়। ড্র এর প্রথম পুরস্কার পান উপদেষ্টা সিরাজদৌলা জামশেদ। এটি স্পনসর করেন সাজন ফজলুল কাদের।

সাধারণ সম্পাদক ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক আলমগীর হোসাইন পিকনিক সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। সভার সভাপতি ফিরোজ আহমেদ আহবায়ক কমিটি ,কার্যনির্বাহী কমিটি , সকল স্পন্সর , ট্রাস্টি , উপদেষ্টা মণ্ডলী , সকল স্বেচ্ছাসেবক , কমিটির বাইরে থেকেও যারা সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে তাদের মধ্যে অন্যতম মনিরুল ইসলাম , ওয়াশিদুল ইসলাম চেয়ারম্যান . ফখরুল ইসলাম, ফোরকান উদ্দিন, এস এম ফেরদৌস, মাকসুদুর রহমানসহ এই পিকনিক এ যারাই বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

ফিরোজ আহমেদ সংক্ষিপ্ত আকারে বিগত দেড় বছরে তাদের গৃহীত কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। তার মধ্যে বিশেষ করে এই সময়ে ২২ জন সন্দ্বীপ বাসী মৃত্যুবরণ করলে তাদের সম্পূর্ণ দাফন এর ব্যবস্থা করা , ৭ জনকে ২১,০০০ ডলার অনুদান প্রদান , সোসাইটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেড় বছরে প্রায় ৭ লক্ষ ডলার এর ফ্রি চিকিৎসাসহ বাকি সকল কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি তুলে ধরেন।

গোপালগঞ্জের ঘটনায় একাত্তরের প্রহরী ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের নিন্দা

৬২ পৃষ্ঠার পর

আওয়ামী লীগ ও এর সংগঠনগুলো এ সমাবেশকে বঙ্গবন্ধুর মাজার ভাঙার ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেছে। হামলা-পাল্টা হামলায় ৪ জন নিহত হয়েছেন।

তবে, এ ঘটনায় সরকার ও এনসিপিকেই দায় দিয়েছে বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও একাত্তরের প্রহরী। বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু পরিষদ বলেছে, '১৬ জুলাই বাংলাদেশের ইতিহাসে আরও একটি কালো অধ্যায় রচিত হলো। ২৪-এর জুলাই আগস্টের সন্ত্রাসী আক্রমণের হোতারা অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য "মার্চ টু গোপালগঞ্জ" নামে উস্কানিমূলক সভার আয়োজন করে গোপালগঞ্জে। অবৈধ ইউনূস সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে এই বর্বরোচিত আক্রমণ চালায়। বেসরকারি হিসেবে ১৫ জনেরও বেশি নিরস্ত্র জনতাকে হত্যা করা হয়।'

'৫ ই ফেব্রুয়ারী বাঙালীর ইতিহাসের তীর্থস্থান ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক বাড়িটি সিটি কর্পোরেশনের বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করা হয়, অবৈধ ইউনূস তাদেরকে দিয়েই বঙ্গবন্ধুর পবিত্র সমাধি ভাঙার পরিকল্পনা নিয়ে এদেরকে গোপালগঞ্জে প্রেরণ করে। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং এর সকল অঙ্গসংগঠনের সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে এই গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।'

অপর বিজ্ঞপ্তিতে একাত্তরের প্রহরী ফাউন্ডেশন বলেছে, সরকারী মদদপুষ্ট একটি অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দল জুলাই আন্দোলনে 'মার্চ টু গোপালগঞ্জ' ঘোষণা দিয়ে সেখানে যাওয়ার আয়োজন করে। তারা জাতির পিতার সমাধিস্থল গুঁড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। তাদের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ রুখে দিতে গোপালগঞ্জবাসী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সাধারণ মানুষ যখন মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল অশুভ তৎপরতা পরিলক্ষন করছিলেন, তখনই সরকারী পেটোয়া বাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর গুণ্ডাবাহিনী সরকারি বাহিনীর সাথে মিশে গিয়ে অগণিত গুলি চালায়। হাসপাতালে পাঁচ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হলেও মৃতের সংখ্যা অধিক বলে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে। একাত্তরের প্রহরী ফাউন্ডেশন এই গণহত্যার তীব্র প্রতিবাদ ও ঘৃণা জানাচ্ছে।

সর্বসম্মতিক্রমে বলা হয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একাত্তরের মহান বিজয় গাঁথা রক্ষার প্রতীক। কিন্তু গোপালগঞ্জে উর্দি পরা বুটের নীচে নিষ্পেষিত হয়েছে যেন গোটা বাংলাদেশ। নিহত ও আহতের কোনো সঠিক পরিসংখ্যান দিচ্ছে না এই খুনি সরকার। বরং তারা গোপালগঞ্জবাসীকে চরম শিক্ষা দেয়ার হুমকি দিয়েছে। এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। সেনাবাহিনী যদি পক্ষপাত দুষ্ট হয়- তবে দেশে বিদেশে তাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, খুব শীগগির এই দখলদার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। এই ঘাতক সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানায় ফাউন্ডেশন। এই রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি না পেলে বাংলাদেশের সকল অর্জন ভূলুণ্ঠিত হবে বলেও বলা হয় বিবৃতিতে। একই সাথে, বিদেশের প্রতিটি মানবাধিকার সংস্থাকে এই হত্যাযজ্ঞের বিবরণ ও জঘন্যতম আচরণের কথা লিখে জানাতেও অনুরোধ করে ফাউন্ডেশন। প্রতিটি দেশপ্রেমিক অভিবাসীকে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার ও আহ্বান জানানো হয়।

তাহলে মেসির ক্লাবেই যাচ্ছেন রদ্রিগো ডি পল

৫২ পৃষ্ঠার পর

করেছে।

এক প্রতিবেদনে ইএসপিএন জানিয়েছে, আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার স্বল্প সময়ের চুক্তিতে আমেরিকান মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি মাসেই অ্যাতলেটিকোর সঙ্গে দর কষাকষি করতে ইন্টার মায়ামির সহ-মালিক জর্জ মাস মাদ্রিদে উড়ে যান। ডি পলকে আনার উদ্দেশ্য ইন্টার মায়ামির মাঝমাঠের শক্তি বৃদ্ধি। যদিও ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত তার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে অ্যাতলেটিকোর। এক বছর বাকি থাকতেই ডি পল মাদ্রিদের ক্লাব ছাড়তে যাচ্ছেন। ২০২১ সাল থেকে অ্যাতলেটিকোয় খেলছেন এই আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার। অন্যদিকে, মেসি ২০২৩ সালের জুলে মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর ক্লাব এবং লিগের চেহারাও বদলে যায়। রাতারাতি লিগের জনপ্রিয়তা, ক্লাবের অনুসারী, জার্সি ও টিকিট বিক্রিতে ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়। ইতোমধ্যে মেসির ছোঁয়ায় গত মৌসুমের সাপোর্টার্স শিল্ডসহ দুটি ট্রফি জিতেছে ইন্টার মায়ামি। এমনকি এবার প্রথমবার তারা ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপেও খেলেছে, উঠেছিল নকআউট পর্বেও।

সংবাদ সংস্থা এপি জানিয়েছে, এই মাসের শেষদিকে মায়ামির জার্সি গায়ে জড়াতে পারেন ডি পল। যদিও তার ফ্লোরিডার ক্লাবটিতে যোগ দেওয়ার সময় ও চুক্তির বিষয়টি এখনও অনিশ্চিত। ফলে যে সূত্রের বরাতে খবরটি এসেছে সেটিও উহ্য রেখেছে এপি। কয়েক সপ্তাহ ধরেই ডি পলের জন্য দর কষাকষি চলছে। এরই মধ্যে আবার ইন্টার মায়ামি ও মেসির চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো নিয়েও আলোচনা চলছিল। চলতি বছরের ডিসেম্বরে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে এই আর্জেন্টাইন তারকার। তবে মায়ামির আশা গোলাপি জার্সিতে তাকে আরও এক বছর পাওয়া যাবে।

শেষ পর্যন্ত ডি পলের সঙ্গে মায়ামির চুক্তি সইয়ের বিষয়টি চূড়ান্ত হলে মেসি আরও একজন কাছের কাউকে সঙ্গে পাবেন। এর আগে তিনি ৩৭ বছর বয়সী সার্জিও বুসকেটস, ৩৮ বছরের লুইস সুয়ারেজ ও ৩৬ বছরের জর্দি আলবার সঙ্গে বার্সেলোনার পর এমএলএসেও দারুণ রসায়ন তৈরি করেছেন। এর মধ্যে মেসি-বুসকেটস ও আলবা লিগের সর্বোচ্চ বেতনধারী ফুটবলারদের শীর্ষ তালিকায় আছেন। মেসি তো রেকর্ড সর্বোচ্চ (বছরে প্রায় ২৪৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা) পারিশ্রমিক পান, যা এমএলএসের ২১টি দলের খেলোয়াড়দের সামষ্টিক পারিশ্রমিকের চেয়েও বেশি।

আলবা নতুন করে ২০২৭ মৌসুম পর্যন্ত মায়ামির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছেন। কিন্তু বুসকেটস এখনও সেই পথে হাঁটেননি, তিনি যদি ক্লাব ছেড়ে যান স্বাভাবিকভাবেই সেই জায়গা পূরণ করতে পারবেন ডি পল। ২০২১ সালে অ্যাতলেটিকোয় যোগদানের পর থেকে তিনি ক্লাবটির অন্যতম প্রধান তারকায় পরিণত হন। ৩১ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার আর্জেন্টিনার হয়ে ২০২২ বিশ্বকাপ, ২০২১ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকায় শিরোপা জিতেছেন।

সিনেমায় তাদের ভবিষ্যৎ কী?

আজকাল বিনোদন

দীর্ঘদিন ধরে টিভি নাটক ও ওটিটি কনটেন্টে কাজ করছেন সাবিলা নূর, তাসনিয়া ফারিণ, সাদিয়া আয়মান। এরই মধ্যে তারা নাম লিখিয়েছেন সিনেমায়। সর্বশেষ কুরবানির ঈদের সিনেমায় হাজির ছিলেন তিনজনই। অন্যদিকে সিনেমা দিয়েই ক্যারিয়ার শুরু করে কেয়া পায়েল। বর্তমানে তিনি নাটকেই বেশি ব্যস্ত। এ চার অভিনেত্রী সিনেমার ক্ষেত্রে কতটা সম্ভাবনাময়ী হয়ে উঠতে পেরেছেন? কিংবা কতটা সাফল্য পেয়েছেন? যদিও তাদের কেউই সিনেমা দিয়ে নায়িকা হিসাবে আলোচনায় আসতে পারেননি। তাহলে তাদের সিনেমার ভবিষ্যৎ আসলে কী?

অভিনয় জগতে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিচরণ করছেন সাবিলা নূর। টিভি নাটক, ওটিটি কনটেন্ট নিয়েই দীর্ঘসময় ব্যস্ত ছিলেন। গত কুরবানির ঈদে সিনেমায় তার অভিষেক হয়। শাকিব খান অভিনীত আলোচিত সিনেমা 'তাণ্ডব' দিয়ে বড় পর্দায় পথচলা শুরু। বড় বাজেট, বড় তারকার সঙ্গে শুরু, সে হিসাবে যতটা আলোচনায় আসার কথা ছিল এ নায়িকার, ঠিক ততটাই যেন নিরাশ করেছেন। এতে শাকিব খান ছাড়া এ নায়িকার তেমন কোনো ভূমিকাই ছিল না। নায়িকা হিসাবে এ সিনেমা তার ক্যারিয়ারের জন্য খুব একটা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন না অনেকে। কারণ, ঈদের সিনেমায় একক নায়িকা হিসাবে তিনি সেভাবে জ্বলে উঠতে পারেননি। এদিকে এ সিনেমা পরবর্তী তার নতুন প্রজেক্ট কি সেটি নিয়েও নিশ্চুপ তিনি। আদৌ আর সিনেমা পাবেন কি না এ নিয়েও রয়েছে সংশয়। নাকি আবারও থিতু হবেন পুরোনো জায়গা, অর্থাৎ নাটকে?

নাটকের আরেক অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। তিনি এরই মধ্যে ঢাকা ও কলকাতা মিলিয়ে তিনটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তবে বাণিজ্যিক সিনেমায় এবারই প্রথম কাজ করছেন। 'ইনসাফ' নামের এ সিনেমাটি গত কুরবানির ঈদে দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। এতে আরও কাজ করেছেন মোশাররফ করিম ও শরিফুল রাজ। সিনেমাটি সেভাবে সুবিধা করতে পারেনি। তাই বাণিজ্যিক সিনেমার নায়িকা হিসাবে ফারিণও নিজেকে প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন। ঈদের মতো একটি বড় উৎসবে সিনেমাটি মুক্তি পেলেও, নিজেকে আলোচনায় নিয়ে আসতে পারেননি এ নায়িকা।

নাটকের আরেক অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান। ক্যারিয়ারে দুটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। তার প্রথম সিনেমা এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

শত্রু মোকাবিলায় শাহরুখ-সুহানার প্রস্তুতি

আজকাল বিনোদন

মেয়ে সুহানাকে নিয়ে সিদ্ধার্থ আনন্দের 'কিং' সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন শাহরুখ খান। এটা পুরনো খবর। তবে এই খবর যখন প্রকাশ্যে আসে, ভক্তদের মধ্যে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। সেই রেশ থাকছে শুটিং প্রস্তুতির খবরেও। শাহরুখ ও সুহানাকে এই সিনেমায় বেশ কয়েকজন এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

ডালাসে পর্দা উঠছে চলচ্চিত্র উৎসবের

আজকাল বিনোদন

বাংলা ভাষার সিনেমাকে কেন্দ্র করে উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বড় আয়োজন-'বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব, ডালাস'। এবার উৎসবটি ৮ম বছরে পা রাখছে। যা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১ থেকে ৩ আগস্ট, ২০২৫।

প্রতি বছরের মতো এবারও তিন দিনব্যাপী এই আয়োজন ঘিরে জমে উঠবে বাঙালির গল্প, গান, সিনেমা ও শিল্পের এক বহুমাত্রিক উৎসব। প্রত্যাশা আয়োজকদের। ডালাসের এঞ্জেলিকা ফিল্ম সেন্টারে অনুষ্ঠিতব্য এই উৎসবে থ াকছে বাংলা সিনেমার শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমাগুলোর পাশাপাশি নতুন প্রতিশ্রুতিশীল নির্মাতাদের কাজ। চলচ্চিত্রপ্রেমী দর্শকদের জন্য থ াকছে নির্মাতা ও শিল্পীদের সাথে সরাসরি কথোপকথনের সুযোগ, সেলিব্রিটি উপস্থিতি এবং গোলটেবিল আলোচনার বিশেষ পর্ব। কিন্তু এবার শুধু সিনেমা নয়, প্রথমবারের মতো এই উৎসবে যুক্ত হচ্ছে 'নকশিকাঁথার ছবি'। শত শত বছরের বাংলার নারীর সূক্ষ্ম বুননে ফুটে ওঠা নকশিকাঁথা এবার র‍্যাম্পে হাঁটবে, রঙিন আলোয় মঞ্চে প্রাণ পাবে। সৃজনশীল এই প্রয়াসের পেছনে আছেন সৃজনেরহাট-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ডা. তারেক ইয়াসিন উজ্জ্বল। তিনি বলেন, 'এবার ফ্যাশন ও সিনেমার মোহনায় গড়ে উঠবে এক নতুন অভিজ্ঞতা। আপনিও হয়ে উঠুন এই ইতিহাসের অংশ।' উৎসবটিতে অংশ নিতে বিস্তারিত জানা যাবে ïïï.ংবলগড়হবথঁঃ.পড়স ঠিকানায়।

আমরা জুলাই বিক্রি করি না বন্ধু : সায়ান

আজকাল বিনোদন

আমি জুলাই-এর গল্প বলবো বন্ধু/ জুলাইকে কেউ পারবে না নিতে একা/ মাটির জন্য লড়াই করেছে মানুষ/ সবার সঙ্গে মিছিলে হয়েছে দেখা। এমন আবেগী কথায় দরদী সুর বসিয়ে বিপ্লবের আরেকটি গান প্রকাশ করলেন সায়ান।

এই গানের মাধ্যমে জুলাই বিপ্লবের বর্ষপূর্তিকে স্মরণ করলেন সংগীতশিল্পী ফারজানা ওয়াহিদ সায়ান। গানটির নাম দিয়েছেন 'আমি জুলাই-এর গল্প বলবো বন্ধু'। যেখানে তিনি বার বার বলার চেষ্টা করছেন, জুলাইকে যেন বিক্রি না করে কেউ। গেয়েছেন এই বলে, আমরা জুলাই বিক্রি করি না বন্ধু/ কেউ কি বলো তো নিজেকে বিক্রি করে/ আমরা সবাই এখানে জুলাই বন্ধু/ জুলাই রয়েছে এ মাটির অন্তরে...।

গানের ভিডিওতে উঠে এসেছে চব্বিশের অগ্নিঝরা জুলাই-আগস্টের দিনগুলো। সেই সময়টাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মধ্যদিয়ে নতুন প্রত্যয়ে দেশ গড়ার যে অঙ্গীকার, তা বাস্তবায়নের বার্তা উঠে এসেছে সায়ানের এই গানে।

১৫ জুলাই দিবাগত রাতে গানটির ভিডিও সায়ানের ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে প্রকাশিত হয়।

সায়ান গানটি প্রসঙ্গে বলেন, 'এই গান মানুষের বিজয়ের সেই জুলাই-এর গল্প। এই গান উৎসর্গ করি পৃথিবীর মাটিতে আন্দোলন-সংগ্রামরত সকল লড়াকু প্রাণকে, যারা আস্থা রাখে মানুষের প্রতিরোধের শক্তিতে। যারা নিপীড়ক যে কোনও শক্তির দাম্ভিক দমন-প্রবণতার বিপরীতে প্রাণ দিতে হলেও কোনও মতেই এই বিশ্বাস থেকে নড়েন না যে, একদিন মানুষের জয় হবে।'

উল্লেখ্য, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

প্রিয়াঙ্কা-নিকের রোমান্সের ভিডিও ভাইরাল, প্রশংসায় অনুরাগীরা

আজকাল বিনোদন

বলিউড তারকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রিয়াঙ্কা নিজের ক্যারিয়ারে অনেক সুপারহিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন। নিক জোনাসকে বিয়ে করার পর প্রিয়াঙ্কা শুধু বলিউডে নয়, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিরও বিখ্যাত দম্পতি হলেন প্রিয়াঙ্কা-নিক। অনুরাগীদের মধ্যেও এ জুটি বেশ জনপ্রিয়।

প্রিয়াঙ্কা-নিক সোশ্যাল মিডিয়াতেও বেশ সক্রিয়। প্রায়শই উভয়ই তাদের ছুটি কাটানোর ছবি এবং ভিডিও শেয়ার করে থাকেন। সম্প্রতি নিক-প্রিয়াঙ্কার একটি ভিডিও সামনে এসেছে। যে ভিডিওতে নিক জানিয়েছেন তার স্ত্রীকে ছাড়া তার কী সমস্যা হয় এবং তাকে কাছে পেলে কী হয়।

নিক জোনাস তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। যে ভিডিওটি তার ছুটি কাটানোর ভিডিও বলে মনে করা হচ্ছে। ভিডিওর শুরুতেই দেখা যাচ্ছে এক সুন্দর সমুদ্র সৈকতে। ভিডিওতে নিক নিজের অভিব্যক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা ছাড়া তার কী হয়। তাকে ছাড়া নিকের নিজেকে খুবই দুঃখী লাগে। আর ঠিক তখন আচমকাই ছুটে এসে নিককে জড়িয়ে ধরেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস। এমন পরিস্থিতিতে নিক ও প্রিয়াঙ্কা একে অপরকে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে গভীর চুম্বন করেন।

নিক জোনাস এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের এ ভিডিওটি অনুরাগীরা ভীষণ পছন্দ করছেন। এই ভিডিওর মন্তব্যের ঘরে নেটিজেনরা এ জুটির প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন।

ভিডিওতে প্রিয়াঙ্কাকে একটি কালো রঙের বিকিনি পরা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে নিক জোনাসও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে রং মিলিয়ে কালো পোশাকে ধরা দিয়েছেন। এই ভিডিও শেয়ার করে নিক ক্যাপশনে এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

পাইরেসির কবলে 'ব্যাচেলর পয়েন্ট'

আজকাল বিনোদন

গত ঈদে 'তাণ্ডব' সিনেমার মাধ্যমে অনেকদিন পর পাইরেসির কবলে পড়লো ইন্ডাস্ট্রি। ছবিটি বাণিজ্যিক বিচারে ভালোই মার খেলো শুধু পাইরেসির কারণে। এবার খবর মিলছে ছোট পর্দার আরেক বড় কনটেন্ট 'ব্যাচেলর পয়েন্ট'-এর নতুন সিজনটিও পাইরেসি হয়ে গেছে! যে সিজনটি ওটিটি, টিভি ও ইউটিউবের মাধ্যমে সম্প্রতি ধারাবাহিকভাবে প্রচার হয়ে আসছিলো। মিলছিলো দর্শক সাড়া। এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

GOLDEN AGE
HOME CARE
PRESENTS
ATIF ASLAM
Live in New York
SATURDAY, SEPT 06, 2025
VENUE: NASSAU COLISEUM
1255 Hempstead Tpke, Uniondale, NY 11553
FOR MORE INFORMATION
CONTACT: 934-444-1863
Design By: ihopeprint.com, 929-538-7903

UB GROUP
US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.

Chandan Gupta
President
347-239-3408

Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250

Authorized IRS e-file Provider

One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com

Services . Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।
শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে সহযোগীতা প্রদান করা হয়
Fazle Shohag Khan
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছে।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার হিলসাইডে অভিজ্ঞ ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান

IRS e-file
নুসরাত জেরিন
CALL: 917-436-0954
- সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্ন
- কম সময় এবং নূন্যতম ফি
- ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন
- কন্সালটেশন, নোটারী পাবলিক
- নির্ভুল, ঝামেলামুক্ত ও সঠিক ট্যাক্স ফাইলিংসহ যাবতীয় কাজ এর জন্য যোগাযোগ করুন।

168-47 Hillside Avenue (FL2)
Suite B, Jamaica, NY 11432
718-480-6904, 917-436-0954
Email: globalnusrat@gmail.com

Video & Photo
PRODUCTION
SERVICES

DFC TV
DREAM FRAME CREATIVE

- Brand Videos
- Event Coverage
- Product Demos
- Corporate Videos
- Video Editing

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার? আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!

আমাদের সেবাসমূহ:
ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন)
কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও
সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট
লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube)
ডকুমেন্টারি

ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও
–সবকিছু এক ছাতার নিচে!

Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979

Website
www.dfcreative.org

Location
Jamaica, NY 11432

Hasna Travel
হাসনা ট্রাভেল

All International & Domestic
Fly Any Airlines, Anywhere, Anytime

- গত দীর্ঘ ২৭ বছরের অভিজ্ঞতায় বিশ্বস্ততা ও স্বচ্ছতার সাথে আমরা ভ্রমণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।
- ভ্রমনকারীদের সাথে প্রতিটি পদক্ষেপে সুপরামর্শ দান করে যথাসাধ্য সুলভ মূল্যে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্লেনের টিকেটের ব্যবস্থা করে থাকি।
- আমরা অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে উমরাহ ভিসাও করে থাকি।

Emirates | Turkish Airlines | QATAR AIRWAYS | Saudia

যোগাযোগ :
(646) 496-6879
Email address is : hena3212@gmail.com

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.

রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর

Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760

Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ইন্টারেষ্ট রেট কম
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- ইনভেষ্টমেন্ট
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

নারায়ে তাকবীর
নারায়ে রিসালাত
নারায়ে গাউছিয়া
শাহেন শাহে সিরিকোট
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত

“মোস্তাফা জানে রহমত, পে লাখো সালাম
সুলতানে কারবালাকো হামারা সালাম।”

আল্লাহু আকবার
ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)
ইয়া গাউসুল আজম দস্তগীর
জিন্দাবাদ
জিন্দাবাদ

পবিত্র আহলে বায়তে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্মরণে

শাহাদাত-এ কারবালা মাহফিল ২০২৫

তারিখ

২০ জুলাই ২০২৫, রবিবার
২৪ মহররম ১৪৪৭ হিজরী

স্থান

PS 179 School
202 Avenue C, Brooklyn, NY 11218
Time: 5.00 PM

প্রধান মেহমান

আওলাদে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত, মুর্শিদে বরহক পীরে বাঙ্গাল

হযরতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ সাবির শাহ (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী)

বিশেষ মেহমান

আওলাদে রাসুল, হযরতুলহাজ্ব, সাহেবজাদা

সৈয়দ মুহাম্মদ মেহমুদ শাহ (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী)

তকরীর করবেন

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক

শায়েখ মুফতী হাফেজ মুহাম্মদ ইকরাম উদ্দীন

সভাপতি, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য শাখা। খতীব, ব্রিস্টল সেন্ট্রাল মসজিদ, যুক্তরাজ্য।

মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন উলামায়ে কেরাম তাকরির পেশ করবেন।

আপনারা সবান্ধব ও সপরিবারে মাহফিলে অংশগ্রহন করে আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সন্তুষ্টি অর্জন করুন।

আয়োজনেঃ

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, নিউ ইয়র্ক শাখা, ইউ এস এ
GAUSIA COMMITTEE BANGLADESH, NEW YORK BRANCH, USA
Contact : 347-834-7598 | 917-217-1219 | 347-909-6615| 917-388-7448 | 917-528-5297

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER
ঈদ উপলক্ষে 10% DISCOUNT
নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!
DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি
কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?
দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।
শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।
আমাদের সুযোগ ও সুবিধা
এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434
duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

শিরোপার দিকে ছুটছে বাংলাদেশের মেয়েরা

ভুটানকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ

আজকাল স্পোর্টস

নারী সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা ধরে রাখার মিশনে ম্যাচের পর ম্যাচ জিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনার অনুশীলন মাঠে ফিরতি লেগের প্রথম ম্যাচে ভুটানকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ।

এটি বাংলাদেশের চতুর্থ জয়। টানা চার জয়ে দুর্দান্তভাবে শিরোপার দিকে ছুটছে বাংলাদেশের মেয়েরা। ভুটানের বিপক্ষে ঘটনাবহুল প্রথম লেগের ম্যাচে বাংলাদেশ জিতেছিল ৪-০ গোলে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের জোড়া গোল করেছেন তৃষ্ণা রানী সরকার, এক গোল করেছেন স্বপ্না রানী। ১৪ মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন তৃষ্ণা রানী। ভুটানের গোলরক্ষক বক্সের বাইরে থেকে বল নিয় ভেতরে নিয়ে ধরার চেষ্টা করলেও পারেনি। সেই বল কেড়ে পোস্টের দিকে এগিয়ে যান তৃষ্ণা। তবে শট নিতে দেরি করায় ভুটানের সোনামন তা কর্নারের বিনিময়ে ক্লিয়ার করেন। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ২৯ মিনিটে বন্যাকে তুলে স্বপ্না রানীকে নামান বাটলার। স্বপ্না নামায় গতি বাড়ে বাংলাদেশের খেলায়। মধ্যমাঠ দখল নেয় স্বাগতিকরা। ৩১ মিনিটে ডান দিক থেকে আসা ক্রস পেয়ে বক্সের ভেতর থেকে ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি তৃষ্ণা রানী। তবে দুই মিনিটের মধ্যে সেই তৃষ্ণাই এগিয়ে দেন বাংলাদেশকে। মধ্যমাঠ থেকে স্বপ্নার থ্রু পাস ধরে বক্সে ঢুকে দারুণ ফিনিশিং তৃষ্ণার। দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতে মাঠে নামেন মুনকি আক্তার ও উমেহলা মারমা। তাতে খেলা চলে আসে পুরোপুরি বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে। ৬২ মিনিটে অবশ্য পেনাল্টি মিস করে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ নষ্ট করেন স্বপ্না। পরের মিনিটেই মুনকির প্রচেষ্টা দূরের পোস্ট দিয়ে বাইরে চলে যায়।

আক্রমণে চাপ অব্যাহত রেখে ৬৬ মিনিটে বাংলাদেশ পেয়ে যায় দ্বিতীয় গোল। বক্সের মুখ থেকে তৃষ্ণার ডান পায়ের মাপা শট জড়িয়ে যায় জালে। ৭৫ মিনিটে দলের তৃতীয় গোল আসে স্বপ্নার দূরপাল্লার শটে। প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে এই মিডফিল্ডারের নেওয়া শট ক্রসবারে লেগে জালে ঢুকে যায়। ৭৭ মিনিটে বক্স থেকে বল বাইরে মেরে হ্যাটট্রিকের সুযোগ নষ্ট করেন তৃষ্ণা। চার ম্যাচে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান ধরে রাখলো স্বাগতিক মেয়েরা। আরো দুটি ম্যাচ বাকি শ্রীলঙ্কা ও নেপালের বিপক্ষে।

শিরোপা উৎসবে পদপিষ্ট হয়ে ১১ মৃত্যু

কোহলির ভিডিওকে দুষছে স্থানীয় সরকার!

আজকাল স্পোর্টস

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর গত জুনে আইপিএলের প্রথম শিরোপার স্বাদ পায় বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। আইপিএল জয়ের শিরোপা উৎসবের নগরীতে বিষাদের ছায়া নামতেও বেশি সময় লাগেনি। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যুর অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে।

সেই ঘটনার নেপথ্যে বিরাট কোহলির একটি ভিডিওকেই দায়ী করল কর্নাটক সরকার। আদালতে তাদের যুক্তি, কোহলির ওই ভিডিও'র কারণে প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। পাশাপাশি, পুলিশ কর্মকর্তারা আরসিবির ভৃত্যের মতো কাজ করেছেন বলে যুক্তি দিয়েছে তারা। এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৩০ রানে জিতলো বাংলাদেশ

যুব ওয়ানডে সিরিজ

আজকাল স্পোর্টস

দক্ষিণ আফ্রিকায় যুব ওয়ানডে সিরিজে দারুণ শুরু হলো বাংলাদেশের। তিন ফিফটিতে প্রায় তিনশ রান করার পর স্বাগতিকদের দুইশও করতে দেয়নি তারা। ১৩০ রানের বিশাল জয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ তে এগিয়ে গেলো বাংলাদেশ।

আগে ব্যাটিংয়ে নেমে রিফাত বেগকে (১৬) দ্রুত হারালেও অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিমকে নিয়ে বড় জুটি গড়েন জাওয়াদ আবরার। তাদের জুটি ভাঙে ৮২ রানে। আজিজুল ২৬ রান করে বোল্ড হন। দলকে ১২৯ রানে রেখে বিদায় নেন জাওয়াদ। ৬১ বলে ৯ চার ও ২ ছয়ে ৭০ রান করেন এই ওপেনার।

এরপর রিজান হোসেন ও মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ৯৯ রানের চমৎকার জুটি গড়ে বাংলাদেশকে বড় স্কোর গড়তে অবদান রাখেন। দুজনেই সমান ৬৩ রান করেন। রিজান খেলেন ৫৫ রানের ইনিংস। আব্দুল্লাহ খেলেছেন ৭৬ বল।

শেষ দিকে ফরিদ হোসেন ও দেবাশীষ দেবার ১৬ ও ১৮ রানের অপরাজিত ইনিংসে বাংলাদেশ ৬ উইকেটে ২৮৫ রান করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাসন সর্বোচ্চ চার উইকেট নেন।

জবাব দিতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা ইকবাল হোসেন ইমনের তোপে পড়েন। ৫ রানে ২ উইকেট হারায় তারা। জ্যাসন রোলেস মাথায় বলের আঘাত নিয়ে রিটায়ার্ড হার্ট হন। মোহাম্মেদ বুলবুলিয়া এই ধসের মধ্যে একাই হাল ধরেন। ৭৯ বলে ৭২ রান করেন প্রোটিয়া অধিনায়ক।এরপর সর্বোচ্চ ২৪ রান করেন পল এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

এবার অধিনায়কত্ব পেলেন সাকিব

আজকাল স্পোর্টস

বাংলাদেশ জাতীয় দলে উপেক্ষিত হলেও বিদেশি লিগগুলোতে এখনো দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ৩৮ বছরের সাকিব আল হাসান। এবার তিনি অধিনায়ক হয়েছেন ম্যাক্স সিক্সটি টুর্নামেন্টে মিয়ামি ব্লেজের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দলটির পক্ষ থেকে এ খবর জানানো হয়েছে।

টি-টেন লিগের এই টুর্নামেন্ট আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে। প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামবেন সাকিব। তার দল মিয়ামি খেলবে বোকা রেটন ট্রেইলব্লেজার্সের বিপক্ষে। এই দলে আছে অস্ট্রেলিয়ান সাবেক ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার।

সাকিব এখন বেশ ব্যস্ত। গতকালও খেলেছেন গোবাল সুপার লিগে। ওই টুর্নামেন্টে প্রথম ম্যাচে ব্যাটে-বলে ঝলক (ফিফটি ও ৪ উইকেট) দেখালেও তার পরের তিন ম্যাচে সেভাবে পারফর্ম করতে পারেননি সাকিব। তার দল দুবাই ক্যাপিটালস টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়েছে।

এবার সাকিব খেলবেন টি-টেন টুর্নামেন্টে। ম্যাক্স সিক্সটি নামক টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় আসর মাঠে গড়াচ্ছে আজ। সাত দলের এই টুর্নামেন্ট সপ্তাহব্যাপী চলবে। ফাইনাল ২৪ জুলাই।

মিয়ামির পাঁচ ম্যাচের জয়রথ থামলো সিনসিনাটির কাছে ৩ গোল খেয়ে

আজকাল স্পোর্টস

যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ফুটবলের (এমএলএস) নিয়মিত মৌসুমে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতেছিল ইন্টার মিয়ামি। বাংলাদেশ সময় আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাদের সেই জয়রথ থেমেছে। এফসি সিনসিনাটির কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে লিওনেল মেসিদের দল।

সর্বশেষ ১১ দিনে ৪টি ম্যাচ খেলেছে মিয়ামি। যে কারণে খেলোয়াড়দের মধ্যে দুর্বলতা কাজ করছিল। দলের প্রায় সবাই ছিলেন ক্লান্ত। মিয়ামির আক্রমণভাগের দুর্বলতা এবং সিনসিনাটির দুর্দান্ত রক্ষণ শেষ পর্যন্ত মেসিদের হারের কবলে ফেলে দেয়। এটি ছিল ১৮ মে'র পর মিয়ামির প্রথম নিয়মিত মৌসুমে হার।

ঘরের মাঠে ১৬ মিনিটে সিনসিনাটি স্ট্রাইকার জেরার্ডো ভ্যালেনজুয়েলা ম্যাচের প্রথম গোল করেন। বক্সের বাম পাশ থেকে নেওয়া তার বাম পায়ের শটটি নিচের ডান কোণে গিয়ে পড়ে এবং দলকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেয়। এটি ছিল ভ্যালেনজুয়েলার মৌসুমের চতুর্থ গোল।

প্রথমার্ধে সিনসিনাটি মোট ৭টি শট নেয়, যার মধ্যে ৪টি ছিল লক্ষ্যে। পুরো ম্যাচে তারা ১১টি শট নেয়, যার ৬টি ছিল অন টার্গেট।

সিনসিনাটির রক্ষণভাগ প্রথমার্ধজুড়ে সুপারস্টার লিওনেল মেসি ও মিয়ামির আক্রমণভাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। সফরকারীদের প্রতিটি সুযোগ সিনসিনাটির রক্ষণভাগ প্রতিহত করে।

প্রথমার্ধের শেষ দিকে মেসি দুটি শট নেন, তবে কোনোটিই সফল হয়নি। প্রথমটি ব্লক করেন সিনসিনাটির ডিফেন্ডার লুকাস এঙ্গেল এবং দ্বিতীয়টি সেভ করেন গোলরক্ষক রোমান সেলেন্তানো।

সেলেন্তানো ম্যাচে দুটি সেভ করেন এবং এটি ছিল তার সপ্তম ক্লিন শিট। অপরদিকে মিয়ামির দুই গোলরক্ষক অস্কার উস্তারি ও রকো রিয়োস নোভো মিলিয়ে চারটি সেভ করেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে (৫০ মিনিটে) বক্সের এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

তাহলে মেসির ক্লাবেই যাচ্ছেন রদ্রিগো ডি পল

আজকাল স্পোর্টস

সপ্তাহখানেক আগে চমক হয়ে এসেছিল অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদের আর্জেন্টাইন তারকা রদ্রিগো ডি পলকে প্রস্তাব দিয়েছে ইন্টার মায়ামি। সেই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে এই মিডফিল্ডার জাতীয় দলের সতীর্থ লিওনেল মেসির দলে যোগ দিতে যাচ্ছেন। আর্জেন্টিনার টিওয়াইসি স্পোর্টস ও ইএসপিএনসহ বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম এই তথ্য নিশ্চিত এরপর ৪৫ পৃষ্ঠায়

Urgent sell

1. One king size bed with mattress
2. One queen size bed with mattress
3. One twin size bed with mattress and storage drawers
4. Wooden dining table with 6 chairs+cushions
5. Wooden coffee table
6. Wooden TV stand with drawers
7. One 3 seater Sofa couch cum bed
8. 2 display tables/racks
9. Two chairs
10. Humidifier - 3
11. Study desk (White) for kids
12. Shelf
13. Floor lamps

Electronics:
1. Coffee maker
2. Air fryer oven (has several functions including rotisserie chicken)
3. Braun hand held blender
4. Three set blender
5. Bullet blender
6. Mini waffle maker
7. Hamilton Beach confectionary mixer
8. 17" Monitor for computer with key board (cord less) not used

PICK UP LOCATION:
Roosevelt island New York City

CONTACT:

CELL: +1 (347) 294-9697

আজ প্রবাসীদের ভোটাধিকার শীর্ষক সেমিনার

৬২ পৃষ্ঠার পর

মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক। সেমিনারে উপস্থিত থেকে সফল করার জন্য ক্লাব সদস্য সহ প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন ক্লাব সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলাম মজুমদার।

বিয়ানীবাজার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমিতির বনভোজন

৬২ পৃষ্ঠার পর

উঠেন সবাই। রেফেল ড্রতে ছিল নগদ ডলার, সোনের চেইন, আইফোনসহ আরো অনেক পুরস্কার।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মো. আলী, ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারসহ কমিউনিটির বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানান, বনভোজন একধরনের পুনর্মিলনী। পরিচিত-অপরিচিতের ভিড়ে গড়ে ওঠে নতুন বন্ধন, তৈরি হয় গভীর সম্পর্ক। যা প্রবাসীদের এক মিলনমেলা। অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেন ক্লোজআপ তারকা রুন্টি দাস।

সংগঠনের সভাপতি মো. আব্দুল মান্নান বলেন, প্রবাসীদের জন্য ভালো কিছু করা চেষ্টা থেকে এবারও বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও সুন্দরভাবে এই আয়োজন করতে চেষ্টা করব।

সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম (অপু) উপস্থিত অতিথিদের বলেন, এ ধরনের প্রাণবন্ত আয়োজন নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা। তারা বাঙালির সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পায়। প্রবাসীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরি করে।

বনভোজনের আহ্বায়ক হিসেবে ছিলেন শামসুল আলম (শিপলু), আর সদস্য সচিব ছিলেন ইকবাল হোসেন ইকবাল হোসেন। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন- হিফজ আহমেদ, মাসুদুর রহমান, শরীফ আহমেদ।

সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন- মুজিবুর রহমান রুহুল সহ-সভাপতি, রাজু আহমেদ সহ-সাধারণ সম্পাদক, আব্দুল হান্নান দুদু কোষাধ্যক্ষ, মাহফুজুল কবির (রুবেল) সাংগঠনিক সম্পাদক, জামিল আহমেদ (জাকরুল) ক্রীড়া সম্পাদক, ফয়েজ আহমেদ সমাজকল্যাণ সম্পাদক, হাফছা ফেরদৌস হেলেন মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, কার্যকরী সদস্য মাহফুজ উদ্দিন আলম, মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন, রেজওয়ান আহমেদ ও ফরহাদ হোসাইন।

উপদেশটামন্ডলী হলেন- মোজাম্মিলুল ইসলাম, মো. কমর উদ্দিন, গৌর বিন্দু চৌধুরী, হারুন মিয়া, ফখরুল ইসলাম (বেলাল)।

BECOME A REALTOR
রিয়েল এস্টেট পেশায় আসুন

Make SIX-FIGURE ($$$$$$) or more income/ year !

মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স করা সম্ভব
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন

YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:

Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়

Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%

Real Estate Productivity Coaching

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

•Residential •Commercial •Investment
•Foreclosures •Auctions •Co-Op & Condo
•Short Sale •Hud •Rentals
•Bank Owned/ REO Properties

• List Your Property Faster with TOP $$$
• Free Market Analysis
• Consultation

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor

realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201
75-35 31st Avenue Suite. 202
Jackson Heights, NY-11370

realtorhoque64 AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

পাইরেসির কবলে 'ব্যাচেলর পয়েন্ট'

৪৬ পৃষ্ঠার পর

এরমধ্যেই সেটি পড়লো পাইরেসির কবলে। এমনটাই জানান সিরিজটির নির্মাতা-প্রযোজক কাজল আরেফিন অমি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্ট দিয়ে নির্মাতা অমি জানিয়েছেন যে, যারা পাইরেসি করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছেন এরমধ্যে।

অমি বলেছেন, "বিনা অনুমতিতে যারা 'ব্যাচেলর পয়েন্টের' ভিডিও আপলোড করেছেন অথবা পুরো কনটেন্ট পাইরেসি করেছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শিগগিরই তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে।"

'ব্যাচেলর পয়েন্ট' সিজন ৫-এ অভিনয় করেছেন মারজুক রাসেল, চাষী আলম, জিয়াউল হক পলাশ, আবদুল্লাহ রানা, মনিরা মিঠু, শিমুল শর্মা, সাইদুর রহমান পাভেল, লামিমা লাম, ফারিয়া শাহরিন সহ অনেকে।

বলা দরকার, গত মাসে বছর আগে 'ব্যাচেলর পয়েন্ট' সিজন ৫-এর প্রথম ৮ পর্ব মুক্তি পেয়েছে। ইউটিউবের পাশাপাশি নাটকটি চ্যানেল আইতেও প্রচার হচ্ছে।

চ্যানেল আই-তে প্রচার শুরু হয়েছে ১০ জুলাই থেকে, প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাত ৭টা ৫০ মিনিটে। একই সময়ে সিরিজটি উন্মুক্ত হচ্ছিলো ইউটিউব চ্যানেলেও।

আমরা জুলাই বিক্রি করি না বন্ধু : সায়ান

৪৬ পৃষ্ঠার পর

স্মৃতিকে পুনর্জাগরণে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় মাসব্যাপী চলা নানান অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ১৪ জুলাই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই গানটি পরিবেশন করেন সায়ান।

প্রিয়াঙ্কা-নিকের রোমান্সের ভিডিও ভাইরাল, প্রশংসায় অনুরাগীরা

৪৬ পৃষ্ঠার পর

লিখেছেন, 'আমি ছাড়তে পারছি না।'

বর্তমানে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তার নতুন সিনেমা 'এসএসএমবি ২৯' নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন। অভিনেত্রী এসএস রাজামৌলির সিনেমায় অভিনয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। 'এসএসএমবি ২৯' মহেশ বাবু এবং আর মাধবনও মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সম্প্রতি ইদ্রিস এলবা ও জন সিনার সঙ্গে হলিউড সিনেমা 'হেডস অব স্টেট'-এ কেন্দ্রীয় চরিত্রে প্রিয়াঙ্কাকে দেখা যাচ্ছে।

শত্রু মোকাবিলায় শাহরুখ-সুহানার প্রস্তুতি

৪৬ পৃষ্ঠার পর

প্রতিপক্ষ অর্থাৎ শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হবে। সেই প্রস্তুতিও নাকি শুরু হয়ে গেছে বাবা-মেয়ের।

এদিকে জানা গেছে যে, অভিষেক বচ্চনকে ভিলেনের চরিত্রে দেখা যাবে এই বাপ-বেটির বিপরীতে। তাছাড়া, এখানে আরও অনেকগুলো ভিলেন চরিত্র যুক্ত হবে। এরিমধ্যে চলছে দক্ষ অভিনেতা নির্বাচনের কাজ। জানা গেছে, 'কিং' সিনেমায় শাহরুখ-সুহানা একের পর এক তাবড় শত্রুকে পরাজিত করবেন। শুটিং শুরু হবে চলতি বছরের নভেম্বরে।

সিনেমাটি ভারত ও বাইরে শুটিং করা হবে। উল্লেখযোগ্য অংশগুলোর শুটিং হবে ইউরোপে।

এই সিনেমায় শাহরুখ একজন আন্ডারওয়ার্ল্ড ডনের চরিত্রে অভিনয় করবেন, যেখানে সুহানা থাকবেন তার শিষ্যের ভূমিকায়।

বলা দরকার, 'কিং' প্রযোজনা করছে মারফ্লিক্স এন্টারটেইনমেন্ট এবং রেড চিলিজ।

ধারণা করা হচ্ছে, এটি ২০২৫ সালের শেষের দিকে বা ২০২৬ সালের প্রথম দিকে মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্তত সেই লক্ষ্যেই কাজ শুরু হবে।

'কিং' শেষ করার পর শাহরুখ খান ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্সের একটি অংশ, বহুল প্রতীক্ষিত 'পাঠান ২' অভিনয়ের জন্য প্রস্তুতি নেবেন। সূত্র: পিঙ্কভিলা

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহ:
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, স্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite # 5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

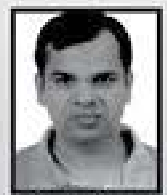
RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH
State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

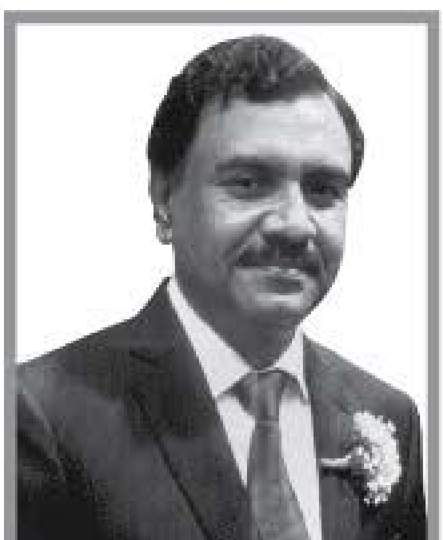

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার
NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস
Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-0601, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-414-4760

USR BROKERAGE
USR BROKERAGE CORP.
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37-21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

LIBERTY
REAL ESTATE SCHOOL
NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন
বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে
কল করুন +1 (929) 393-8620

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office:
37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office:
167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্লান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *প্র্যাক্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

জব জব হেল্প জব
Job Help Application Processing Service
917-500-3937

* পোষ্টাল জব
* ফেডারেল জব
* স্টেট জব
* এম. টি. এ জব
* সিটি জব
* রেজুমী তৈরী
* কভার লেটার
* সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
* নিউ পাসপোর্ট/রিনুয়েল
* ডুয়েল সিটিজেনশীপ
* ফুড স্ট্যাম্প
* ডিজএবিলিটি (SSI)
* সসিয়াল সিকিউরিটি (SS)
* রিটারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamica, NY 11435
Phone/Fax: 917-300-6160

OPEN 24 HOURS
PANSHI NEVER SLEEP
আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।
$6.99 Midnight & Driver Special
PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

গাড়ি ভাড়া
জরুরি ভিত্তিতে UBER/ LYFT এর জন্য গাড়ি ভাড়া Rent for Ford Explore TLC plate Uber X & XL immediately. 2020 Ford explorer 89k miles asking $450 weekly, super mint condition
Please call
(917) 770-1341

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল
কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা
- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমান যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের অর্ধেক আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রতারনায় বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ ডীলে একই মুল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।
৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন
★ ৫টি রোড লেসন,
★ রোড টেষ্টের দিন গাড়ী
★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
★ অতি অল্প মুল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ
- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়
যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353
Full Insured & Licensed by New York State
PUPIL DRIVING SCHOOL
37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন
আমাদের সার্ভিস
নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত
স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়
যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile · h2o · T-Mobile · Univision mobile · Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন
স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল
ঃ সেবা সমূহ ঃ
* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service
মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।
যোগাযোগ
Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

FAMOUS DRIVING SCHOOL
73-16 Roosevelt Ave., 2nd FL, Jackson Heights, NY 11372
Between 74 Street & 73 Street
Tel: 718-424-8890 /347-497-8544
(Full Insured & Licenced by New York State, DMV)
1 5 Lesson Package Include
- 5 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class
- Easy Way to Teach: Paralal Park, Broken U Turn & Everything

2 10 Lesson Package Include
- 10 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class

We Provide Individual Lesson Also
We provide Defensive Class (DDC) for TLC, Insurance & 4 points
Please Call Now

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

* INCOME TAX (ALL STATES)
* BUSINESS TAX
* INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
* OPEN NEW BUSINESS
* IMMIGRATION HELP
* NOTARY AND MANY MORE

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors) M.S.S (Economics)
Dhaka University, Bangladesh.

IRS ACCEPTANCE AGENT
IRS E-FILE PROVIDER

168-25 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্টে-এর উপরে)

Cell: 718 -736- 4095

Email: rashidtax2@gmail.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal
৭ দিনই খোলা

Emirates Biman Egyptair Qatar Etihad Kuwait Airways Saudi Arabia

IATA Accredited Agent

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express small world ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

Magical Natural & Homeophathy Inc
25 Years of Experience and Reliable in NM

মোঃ সালাহউদ্দিন
আমেরিকায় গ্রীণ মেডিসিন সনদপ্রাপ্ত
Email: magicalhomeo2016@gmail.com

চিকিৎসা-

কোভিড, যৌন, কিডনি, ক্যান্সার, পেইন, পাইলস, মেয়েলি কিংবা জটিল রোগে ভুগছেন। বারবার চিকিৎসা করেও ভালো হচ্ছেন না? ন্যাচেরাল মেডিসিনে ফ্রি পরামর্শ ও ঔষধ পেতে (যে কোন ষ্ট্যাট) আজই মেসেজ অথবা কল করুন।

By Appointment only or Call : +1-917-470-6395

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টস ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

* *TAX SERVICES*
* *INSURANCE*
  * *Life Insurance* MassMutual
  * *Health • Auto • TLC*
  * *Home • Business*
* *Immigration Services*
* *DDC. (6 Hrs. Defensive Class)*
* *Private Service Bureau* *(DMV Approved)*

Jaydeb Gain

Tel: **347-536-5107**
Office: **917.396.4509**
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় ৮৫ এভিনিউ এবং ১৪৮ স্ট্রিটে ৬ বেডরুম, ২ বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে, ভাড়া ৬৫০০ ডলার। হলিসে ৯০ এভিনিউ এবং ১৯৩ স্ট্রিটে ৮ বেডরুম, ৫ বাথরুম, ভাড়া ৬৫০০ ডলার। জ্যামাইকা হিলসে ১৫১ স্ট্রিট এবং ৮৭ রোডে ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, ভাড়া ৩২০০ ডলার। বেসমেন্টে ১ বেডরুম ভাড়া ১৬০০ ডলার, ৩ রুম ভাড়া ২৫০০ ডলার। উডহ্যাভেনে ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, ডুপ্লেক্স ভাড়া হবে, ভাড়া ৩৫০০ ডলার।

আমরা CityPHEPS, Section-8 প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। ভাড়া দিতে বা নিতে আজই যোগাযোগ করুন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০

কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর আইল্যান্ড অ্যাডভান্টেজ রিয়েলটি (০১/১০/০০/০৭/সি)

বেসমেন্ট ভাড়া

হিলসাইডের কাছে ২১২ স্ট্রিট ও ৮৮ এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজে ১ বেডরুম, ১ কিচেন, ডাইনিং স্পেস ও ১ বাথরুমের বেসমেন্ট মুসলিম পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার সামনে কিউ-৩৬ বাস স্টপ এবং এক ব্লকের কিউ-১ ও কিউ ৪৩ বাস স্টপ।

ফোন : ৬৪৬-৭৫০-৩২০৪
(০৭/১৮/০২/০৪)

বেসমেন্ট ভাড়া

২০৮-১১ হলিস এভিনিউ, কুইন্স ভিলেজে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট আগামী আগস্ট থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাসা ফুললি রেনোভেটেড। এক ব্লকের মধ্যে কিউ-২ ও কিউ-৭৭ বাস স্টপ।

ফোন : ৬৪৬-৩৯৩-৭৬০৩
(০৭/১৮/০২/০৫)

বাসা ভাড়া

Jamaica, 103-15 Remingtou street এ ৫ বেডরুম, ১টি ফুল বাথরুম, একটি হাফ বাথরুম বিশিষ্ট ২য় তলা বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : ৬৪৬-২২০-৫৮৮৮
(০৭/১৮/০২/০৭)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও ১৩৬ স্ট্রিটের কর্ণারে অবস্থিত প্রাইভেট বাসার ১ম তলায় একটি ছোট ফ্যামিলির সঙ্গে থাকার জন্য ছোট ফ্যামিলি অথবা দুইজন নারীর জন্য বাসা ভাড়া হবে। কিচেন বাথরুম শেয়ার করতে হবে।

ফোন : ৩৪৭-২৫৭-৬২১৪
(০৭/১১/০১/১২)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার জ্যামাইকা সেন্টার ই ট্রেন এবং ইয়র্ক কলেজ নিকটস্থ সেমি বেসমেন্টে দুই বেডরুম সব সুবিধাসহ স্বামী-স্ত্রী বা ছোট পরিবারের নিকট স্বত্বর ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : ৬৪৬-৮২৪-২৮৪৪, ৬৪৬-৭২৭-৬৬১০
(০৭/১৮/০২/১০)

বেসমেন্ট ভাড়া

আগামী আগস্ট মাস থেকে কুইন্সে প্রাইভেট বাসার বেসমেন্টে একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম-কিচেন শেয়ার করতে হবে। বাস ও সাবওয়ের সুবিধা আছে। ঠিকানা, ১০৮-২৫, ১৭৪ স্টিট, জ্যামাইকা, কুইন্স ১১৪৩৩।

ফোন : ৯২৯-৫৭৫-১৬৪১
(০৭/১৮/০২/১১)

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে বাসস্টপিজের সন্নিকটে ৮৯৪০ ২১২ প্লেসে এক বেডরুমের বাসা আগামী ১ আগস্ট থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : ৩৪৭-৮৯১-৯৮৫৩
(০৭/১১/০২/০১)

বাসা ভাড়া

ওজোন পার্কের প্রাইম লোকেশনে ৮৮ স্ট্রিট ও ১০১ এভিনিউতে প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় দুই বেডরুম, লিভিং, বাথরুম ও কিচেনের দুইটি বাসা আগস্টে থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ইউটিলিটি এক্সক্লুডেড। মসজিদ ও সাবওয়ে কাছেই।

ফোন : ৯১৭-৬৬৭-২০১১
(০৭/১১/০২/০২)

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের ইউনিয়ন ট্রান্সপাইক ও লং আইল্যান্ড জুইস হাসপাতালের কাছে সাগর রেস্টুরেন্টের পাশে এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আগামী আগস্ট থেকেই ভাড়া হবে।

ফোন : ৯৭২-৭৪৬-৯৩২০
(০৭/১১/০২/০৫)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৭ স্ট্রিট ও ১০৬ এভিনিউতে ৩ বেডরুম, ১ লিভিংরুম, ১ বাথরুম, ১ কিচেনের বাসা আগামী ১ আগস্ট থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। এফ ট্রেন ১২ মিনিট, কিউ-৪২ ও কিউ ৮৩ বাস ও মসজিদ বাসার পাশেই।

ফোন : ৯২৯-৩২৮-৯৭০১, ৯১৭-৩০০-৬৭৪৬
(০৭/১১/০৩/০৬)

APARTMENT For Rent

3 BEDROOM, 1.5 BATHROOM, LIVING, KITCHEN, FRONT VIEW BALCONY, LOCATED AT 145-15 105th AVENUE, 2nd FLOOR, JAMAICA, NY. WALKING DISTANCE TO SUBWAY E & J TRAIN AT SUTPHIN BLVD STATION AND BUS RUNS Q9, Q112, Q8 TO SUBWAY STATION. CLOSE TO MASJID & BANGLADESHI/INDIAN GROCERY.

FULLY RENOVATED AND EVERYTHING IS NEW. AVAILABLE NOW, ANYTIME MOVE IN.

CONTACT :
ASHRAF 646-361-9764
FATEMA 929-249-8206,
(07/18/02/14)

House for Rent

3 bedrooms in East Elmhurst $3400, Two bedrooms in Jamaica Estate 3,000.Two bedrooms in Queens Village $2500, Four bedrooms in South Jamaica $3,500,Two bedrooms in Woodhaven $3,000, One bedroom in Parkchester Condo ,Bronx $2,100 One bedroom basement in Valley Stream $1,800,One bedroom basement in Jamaica $1,600, One bedroom basement in Freeport $1600.

We accept CityPHEPS, PHEPS, Section 8 programs.

Call:347-465-3220
Kamruz Zaman Baccu
Island Advantage Realty

House for Rent

99-10 218th Street, Queens Village NY11429. 2nd Floor, newly constructed house, 2 bedrooms, 2 wide bathrooms, comprehensive leaving and kitchen, 1 half and 1 full balcony, independent entry . Mixed society.

Rent $2,800 + actual utilities and water (separate meters). Masjjid, grocery, LIRR and bus stand 5/10 minutes walk.

Contact : Khasru 347-593-7216

বাসা ভাড়া

জামাইকার ১৮০ স্ট্রিট এবং ১০৬ এভিনিউর কর্নারে মসজিদ সংলগ্ন দুইবেড, ১ ফুলবাথ, লিভিং ও কিচেনসহ বাসা আগস্ট থেকে ভাড়া হবে।

যোগাযোগ:- ৩৪৭-৪৭৫-৫১০২
(০৭/০৪/০২/০৭)

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে ৭২ স্ট্রিট ও ৩৭ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে বড় একটি আলাদা রুম একজন কর্মজীবি মহিলার কাছে আগস্ট থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।

347-227-5599 347-605-5196

সেমি-বেজমেন্ট ভাড়া

কুইন্সে লাগুর্ডিয়া এয়ারপোর্ট সংলগ্ন ২ বেডরুমের বেজমেন্ট বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার সন্নিকটে Q19, Q49, Q23 বাসস্ট্যান্ড।
বাসার ঠিকানা: 27-19 Kearney Street, East Elmhurst, NY 11369

যোগাযোগ
CELL: 718 340 9571 & 646 785 5573

স্টুডিও বাসা ভাড়া

৮১ এভিনিউ এবং ২৪৯ স্ট্রিট, বেলরোজ, নিউইয়র্ক। বেজমেন্টে একটি স্টুডিও রুম (আলাদা বাথরুম ও কিচেন) ভাড়া দেওয়া হবে। জেএফকে থেকে ১৫ মিনিট এবং (Q43 এবং Q46) বাসে এক ব্লকের মধ্য।

যোগাযোগঃ
৩৪৭-৬৫৬-৩২৭৪ / ৯১৭-৪৯৫-৮০৭৫

বাসা ভাড়া

৬৪-০৫ উডসাইড এভিনিউয়ে সেকেন্ড ফ্লোরে একটি মাস্টার বেডরুম, বাথরুম ও ফ্রিজসহ বাসা আগস্ট/ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া দেয়া হবে। একজন মুসলিম কর্মজীবি নারী। ৭ ট্রেন কাছেই।

ফোন : ৬৪৬-৫৯৫-৬৮৫৯
(০৭/১৮/০২/২০)

বেসমেন্ট ভাড়া

২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ জ্যামাইকায় একটি প্রাইভেট বাসায় ২ রুম, কিচেন, বাথ ও আলাদা এন্ট্রেন্সসহ একটি বেসমেন্ট ২/৩জন ব্যাচেলর অথবা ছোট ফ্যামিলির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
(০৭/১১/০২/০৭)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড লেকউড বিল্ডিং ইভেন্টস রোডে ২ বেডরুম লিভিংরুম ডাইনিং প্লেস, বড় কিচেন, মর্ডান গার্ডেন, বড় ব্যাকইয়ার্ড সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার পাশেই বাঙালী মসজিদ ও বাঙালী দোকান, কিউ-৬, কিউ-৬০ ও কিউ-৪০ বাস এবং ই ও জে ট্রেনের স্টেশন।

ফোন : ৯১৭-৫১৯-৫৫৯৪ (কল/টেক্সট)
(০৭/১১/০১/০৯)

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে ৯২ এভিনিউ ২১৮ প্লেসে চলতি আগস্ট থেকে বেসমেন্টে দুই রুমের এবং ১ম তলায় ২ রুমের বাসা ধূমপায়ী কর্মজীবি দুই জনের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : ৩৪৭-৫৫৩-৬১২৭
(০৭/১৮/০২/১৫)

বাসা ভাড়া

১৪৬-১৩ ১০৫ এভিনিউ, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক ১১৪৩৫। প্রাইভেট বাসায় তিন বেডরুম, ১ বাথরুমসহ বাসা আগস্ট থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : ৯২৯-৪৭১-৫৪২৯
(০৭/১৮/০১/০৯)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা সেন্ট অ্যালবান্স-এ ১১৩ এভিনিউ ও ২০৫ স্ট্রিটে এক বেডরুমের ফুল বেজমেন্ট ভাড়া আগামী আগস্ট থেকে দেওয়া হবে। প্রয়োজনে চলতি মাসেও ভাড়া দেওয়া যাবে। বাসার কাছে বাস স্টপ।

ফোন : ৯১৭-৫০০-৭৭৪২
(০৭/১১/০১/০৮)

বেসমেন্ট ভাড়া

জুন মাস থেকে হলিসে ১৯৭-০৩ ৯৯ রোডের সুন্দর পরিবেশে একটি এক বেডরুম, কিচেন, বাথরুমসহ একজন ছেলের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ২৪ ঘণ্টা স্ট্রিট পার্কিংয়ের সুবিধা।

ফোন : ৩৪৭-৩৯৭-৯১৭৫
(০৭/০৪/০২/০৫)

বাসা ভাড়া

Cambria Heights এ খুব সুন্দর location এ Renovated ২ রুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথ, Deck এবং Backyard excess ও ফ্রি গাড়ি পার্কিং সুবিধাসহ ১ম তলায় বাসা ভাড়া হবে। ভাড়া মাসিক ২৬০০ ডলার।

আর্থিক সামর্থ ও ক্রেডিড ভালো হলে আজই যোগাযোগ করুন

রিয়েলটর মুহাম্মদ রহমান
৯২৯-৫৯১-৮২৩৮
(রিয়েলস্টেট ফি প্রযোজ্য)

ড্রাইভিং শিখুন

বিশ্বাসযোগ্য ড্রাইভিং স্কুলে ড্রাইভিং শিখুন। অভিজ্ঞ মহিলা ইনস্ট্রাক্টর দ্বারা মহিলাদের যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়।

যোগাযোগ
৯২৯ ৩৮৬ ৯৩০৫

ব্রডওয়ে ড্রাইভিং স্কুল

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৬৮ স্ট্রিট, নর্দান বুলেভার্ডে বাসার একটি রুম একজন কর্মজীবি মহিলা বা মেয়ে স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-৬৫৬-৫১৫১
(০৭/১৮/০২/০২)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১টি বড় রুম শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন মহিলার নিকট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : মাহবুবা ৩৪৭-৯৩৮-৪৫৪১, রহমান- ৩৪৭-২৮২-২৯৪২
(০৭/১১/০৩/০৩)

রুম ভাড়া

সানিসাইড ৩৯ স্ট্রিট গ্রিন পয়েন্ট এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে এটাচড বাথরুমসহ একটি মাস্টার বেডরুম একজন অধুমপায়ী লোকের কাছে এখনই ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা রুম। ফোন : ৩৪৭-৮৪৮-৯৬০৪, ৩৪৭-৬৫৬-১৫৪৪
(০৭/১৮/০২/০৯)

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ায় ব্রডওয়ে এবং ৩৩ স্ট্রিটে এন ও ডব্লিউ ট্রেনের কাছে ফার্স্ট ফ্লোরে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯১৭৩৩৭১২৫০, ৯২৯৪০১৬৩৪২
(০৭/১১/০২/০৪)

Roon For Rent

Room for rent. Looking for one or two bachelor male near 69 street and 37 Avenue, near R&7 trains, Jackson Heights. No drinking or smoking. Share kitchen & bathroom. Available August 1st.
Contact 646-331-3976. I speak Bangla.
(07/18/02/03)

রুম ভাড়া

৩৩০৯-৩১ এভিনিউ, এস্টোরিয়ায় (এপার্টমেন্ট ৫-ডি) মনোরম পরিবেশে একটি রুম ভাড়া হবে। পাঁচ মিনিটের দূরত্বে এন ও ডব্লিউ ট্রেনের সাবওয়ে।
ফোন : ৭১৬-২২২-৭১৫০
(০৭/০৪/০২/০১)

রুম ভাড়া

উডহ্যাভেন, কুইন্সের ৭৫ স্ট্রিট, এলভার্ট লেন সাবওয়ের নিকটে বেসমেন্টে ১টি রুম ১জন ব্যাচেলরের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৬৪৬-৭১৬-২৪৫৬
(০৭/১৮/০২/০৬)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসে প্রাণকেন্দ্রে একটি বড় রুম অধুমপায়ী ও ধার্মিক ব্যাচলরের কাছে ভাড়া দেওয়া হব। বড় কিচেন এবং বাথরুম আছে, শেয়ার করতে হবে।
ফোন : ৩৪৭-৪৯৪-৩৩৮৪
(০৭/১১/০২/১০)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, টেলিপার্ক, মান্নান গ্রোসারি, এফ ট্রেন, হিলসাইডের সন্নিকটে দ্বিতীয় তলায় একটি রুম শেয়ারে ভাড়া হবে। কর্মজীবি স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার।
৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬, ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪
(০৭/১৮/০২/১২)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৪৩-১৬ ৮৫ ড্রাইভে প্রাইভেট বাসার সেমিবেসমেন্টে আগামী আগস্ট থেকে রুমমেট অবশ্যক। অথবা দুইটি রুমভাড়া দেওয়া হবে। চাইলে এখনই উঠা যাবে।
ফোন : ৭১৮-৬৬৬-৫৪১০
(০৭/১১/০৩/১২)

রুম ভাড়া

বেজমেন্টে ৩টা আলাদা রুম ভাড়া দেওয়া হবে। গথিক ড্রাইভ ও হাইলেনডের মধ্যে ১৬৭ স্ট্রিট জামাইকা, হিলসাইড। শুধু মাত্র পুরুষ-এর জন্য।
ফোন : ৯১৭ ৮১৫ ৪৬২৯
(০৭/০৪/০২/০৯)

রুম ভাড়া

নর্দান বুলেভার্ড ও ৭৯ স্ট্রিট এলাকায় প্রাইভেট বাসায় এক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা মেয়ে-মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোন : ৯১৭-৬০৭-৬২৬৩
(০৭/০৪/০২/১২)

লোক আবশ্যক

বোস্টনের লরেন্স এলাকায় একটি রেস্টুরেন্টে হেলপার হিসেবে দুইজন ছেলে এবং পিজা শপে রেজিস্টারে দুই জন মেয়ে আবশ্যক। থাকা-খাওয়া ফ্রি। পিজা শপের কাজে ইংরেজি জানতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
646-765-1307

পড়াতে চাই

কিন্ডার গার্টেন থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত স্টুডেন্ট পড়াতে চাই। জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এলকার অভিবাবকরা যোগযোগ করুন।
212-203-2581, 347-652-9500

রুমমেট

রুমমেট

৪৮-৩৫- ৪৬ স্টিট, এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের একজন মেয়ে/স্টুডেন্ট রুমমেট আবশ্যক। Woodside, NY, 11377.
ফোন : ৩৪৭-৫৩৬-৬১৬৯, ৬০৭-৩১২-৮৮২৮
(০৭/১৮/০২/০১)

রুমমেট

লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্টের এর পাশে 23rd Ave & 97th ST একটি সুন্দর ও পরিপাটি বাসায় একজন দায়িত্বশীল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রুমমেট খুঁজছি। আমি নিজে পরিশ্রমী ও বন্ধু স্বভাবের একই মানসিকতার মানুষ চাই।
যোগাযোগ: রানা : ২১২-২০৩-৮৪৬৭
(০৭/০৪/০২/০৬)

TLC Car Sale

TLC প্লেটসহ একটি ইয়েলো ক্যাব বিক্রি হবে।
917-770-1341

রুমমেট

জ্যামাইকা ১৪৩-১৬ ৮৫ ড্রাইভে প্রাইভেট বাসায় সেমিবেসমেন্টে আগামী আগস্ট থেকে রুমমেট অবশ্যক। অথবা দুইটি রুমভাড়া দেওয়া হবে। চাইলে এখনই উঠা যাবে।
ফোন : ৭১৮-৬৬৬-৫৪১০
(০৭/১১/০৩/১২)

রুমমেট

জ্যাকসন হাইটসে ৭৭-১০-৩৪ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের ৩ তলায় ২ বেডরুমের এপার্টমেন্টের ১টি রুমের জন্য আগামী ১ আগস্ট থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। ইন্টারনেট, লিফট, ও লন্ড্রির ব্যবস্থা আছে।
ফোন : ৯২৯-২৩১-৬২৫৯, ৩২৯-৬০৫-৮৪১৯
(০৭/১৮/০১/১৭)

রুমমেট

৩৪-৫৭, ৭২ স্ট্রিট, এপার্টমেন্ট #৫ এফ, জ্যাকসন হাইটস-এ ১ জন রুমমেট আবশ্যক।
ফোন : ৭১৮-৪০৭-৯২৫৪
(০৬/২৭/০০/০৪)(৩)

গাড়ি ভাড়া-বিক্রি/ ড্রাইভার

টিএলসি গাড়ি ভাড়া

২০১৮ সালের Rav-4 গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। টিএলসি প্লেটও ভাড়া দেওয়া হবে। উবার / লিফটের জন্য প্রযোজ্য।
ফোন : ৪১৫-৬৫০-৭২৯৪
(০৭/১১/০২/১১)

Car For Sale

Toyota Camre-2017 TCL Car for rent
Phone : 917-664-1405
(07/18/02/16)

TLC Car Rent/Sale

TLC Car for Rent. Nissan-200, WAV, model 2016. Rent 375.00 per Week.
Toyota Prius, High brid Model 2014, High Breed. Rent 425.00 per Week.
Both car will also be sold. If any one interested Please Call or Text.
Phone : 917-250-2356
(06/20/02/11)

টিএলসি গাড়ি/প্লেট ভাড়া

একটি টিএলসি লাইসেন্স প্লেট ভাড়া দেওয়া হবে। একই সঙ্গে একটি টিএলসি গাড়িও ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-২৫০-২৩৫৬
(০৭/১৮/০২/১৩)

Car For Sale

Toyota Corola 2007 Car is for Sale. Condition Very Good. No issue. Milage 165000 mile. Price $3500.
Phone : 917-655-5153 Kamrul.
(০৭/১৮/০২/১৮)

টিএলসি গাড়ি ভাড়া

প্লেটসহ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেয়া হবে। টয়োটা ক্যামরি নন-হাইব্রিড ২০২৩।
ফোন : ৩৪৭-৪৩৬-২৯৯৮
(০৭/০৪/০২/০২)

বাড়ি বিক্রি

ব্রুকসের পার্কচেস্টারে ৪ ফ্যামিলি হাউজ বিক্র হবে, মূল্য ১,৫৫০,০০০ ডলার। ডলার। মরিশপার্কে ২ ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। মূল্য ৬৯৯,০০০ ডলার। জ্যামাইকায় ১ ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে, মূল্য ৫৭৫,০০০ ডলার। আমাদের কাছে ব্যাংকের ১০০+ বাড়ি বিক্রি হবে। আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
আমরা ব্যাংক, অকশন ও রেগুলার বাড়ি বিক্রি করি। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন।
ফোন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর, আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি।

আজকালে বিজ্ঞাপন দিতে আজই কল করুন
646-267-7751
ফোনেও বিজ্ঞাপন নেয়া হয়। চাইলে এই নাম্বারে টেক্সট ম্যাসেজ করতে পারেন। একই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপেও বিজ্ঞাপন দেয়া যায়। এছাড়া ইমেইলেও বিজ্ঞাপন পাঠানো যায়।
ajkalnews@gmail.com

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:
914-343-2629 (Nuri)

Carpet World
উত্তর আমেরিকায় কার্পেটের একমাত্র বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Free Shop at Home Service
আপনি কি সুলভমূল্যে কার্পেট কেনার কথা ভাবছেন?
তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
69-01A Northern Blvd, Woodside, NY 11377
Email: carpetdeco@yahoo.com, www.carpetdeco.com
Tel : 718.429.1920 Fax : 718.429.3739

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

সেলসম্যান আবশ্যক

Midtown Manhattan Cafe & Bagel Store need Fulltime Experience with legal paper Counter Person (Man or Woman), Asst Manager, Deli Person, Kitchen helper. Excellent pay.

Call or Text : 646-691-5728

কনস্ট্রাকশন কাজ

আমরা কনস্ট্রাকশনের নিম্নবর্ণীত কাজ করে থাকি।

Plumbing, Electrical, Boilar মেরামত, দরজা, জানালা, ফ্লোর, কিচেন, বাথরুম পরিবর্তনসহ প্রকার Interior work, Violation remove, ওয়ান ফ্যামিলি থেকে টু ফ্যামিলি পরিবর্তনের জন্য DOB ফাইল প্রস্তুত করে থাকি।

সাইফুল ইসলাম মিলন : **646-261-3040**

কুরআন শিক্ষা

অর্থসহ ছহি-শুদ্ধভাবে নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কোরআন, নামাজ ও মাছলা-মাছায়েল শিক্ষা দেওয়া হয়। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর ও বয়স্করা পড়তে পারেন।

ফোন : 267-206-4162

কুরআন শিক্ষা

অনলাইনে কুরআন মাজীদ শেখার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়া বাচ্চাদের সরাসরি কোরআন মাজীদ ও বাংলা শিক্ষা দেয়া হয়।

* ফ্রি ট্রায়াল ক্লাসের সুযোগ * লাইভ টিচার
* সুবিধামতো টাইম ফিক্সড * ওয়ান টু ওয়ান ক্লাস
* তাজদীদ সহকারে পাঠদান * ক্লাস শেষে ভিডিও রেকর্ড

ফোন : 347-872-4577

পাত্র /পাত্রী চাই

পাত্রী চাই : নিউইয়র্কে বসবাসরত ২৪ বছর বয়সী সিটিজেন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য হিজাবী ও নামাজী পাত্রী চাই। পাত্রীর বয়স ১৮ থেকে ২৪ বছর হতে হবে। টুরিস্ট ভিসায় আসা পাত্রী হলেও সমস্যা নেই। পার্জিয়ানরা সরাসরি বায়ো ডাটা পাঠান বা যোগাযোগ করুন। খুলনা বিভাগ অগ্রাধিকার।

jamelm9876@gmail.com

ফোন : ৬৪৬-৭৮৯-৮৬৫২

চাকুরী চাই

জরুরি ভিত্তিতে বেবিসিটার কেয়ারগিভারের (হোম কেয়ার) কাজ করতে চাই।

যোগাযোগ :

পারভীন আকতার

৯২৯-৩৯৫-৪৮১১

লিভ-ইন ন্যানী আবশ্যক

নাসাউ কাউন্টির ইস্ট মিডো এলাকায় একজন অভিজ্ঞ লিভইন ন্যানী আবশ্যক।

ফোন : ৬৪৬-৬২৫-৯৯২২

বেবিসিটার আবশ্যক

লংআইল্যান্ডের স্টোনিব্রুক এলাকায় বাংলাদেশির বাসায় ফুলটাইম লিভইন বেবিসিটার কাম হাউস কিপার আবশ্যক। থাকা খাওয়ার পাশাপাশি ভালো বেতন দেওয়া হবে। ৪০+ বয়সীদের অগ্রাধিকার।

Please contact Mezbha 718-450-4566

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী, ডিভোর্সড, আমেরিকান সিটিজেন, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। ঘটক বা সরাসরি যোগাযোগ করুন।

hmurshedmd@gmail.com

850-866-9012

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সিটিজেন, উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র ২৮ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য পাত্র আবশ্যক। পাত্রের বয়স ৩০-৩৫ বছর হতে হবে। একই সঙ্গে মার্জিত, ভদ্র ও উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে। স্টুডেন্ট অথবা সিল্যাল স্ট্যাটাসের পাত্ররা যোগাযোগ করুন। (পাত্র ডিভোর্সী হলেও চলবে)। সিরিয়াস প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন ও ইমেইলে বায়োডাটা পাঠান।

allow1686@gmail.com

718-912-8057

পাত্র চাই

২৪ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। শুধুমাত্র আমেরিকাতে বসবাসরত পাত্ররা যোগাযোগ করুন।

929-235-2412(Nasrin)

পাত্র চাই

কম্পিউটার সাইন্সে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করা, ইউএস সিটিজেন পাত্রীর জন্য ইউএসএ-তে বসবাসরত সিলেটি শিক্ষিত পাত্র চাই। পাত্রের বয়স ৩৪-৩৯ বছর হতে হবে।

929-421-6101

পাত্র চাই

আইটি প্রফেশনাল পিতার আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী, গ্র্যাজুয়েট, আইটি সেক্টরে কর্মরত (১০০% রিমোট) পাত্রীর জন্য আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী শিক্ষিত ভাল পাত্র আবশ্যক। সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। দয়া করে বায়োডাটা পাঠান

mdhislam@yahoo.com

Islam: 929-919-2392

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি

PLUS PHYSICAL THERAPY PC

40-16 74th street Elmhurst, NY 11373

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

অল কাউন্টি হেলথ কেয়ারের উদ্যোগ: নিউইয়র্কে প্রবীণ বাংলাদেশিদের নিয়ে রিভার ক্রুজ

দিনটা নিউইয়র্কের সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য একটি অত্যন্ত আনন্দের দিন ছিল। নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কম্যুনিটি র অন্যতম প্রধান হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান অল কাউন্টি সোশ্যাল এডাল্ট ডে কেয়ারের উদ্যোগে সামারের সুন্দর ঝকঝকে সকালে নিউইয়র্কের কুইন্সএর ইস্ট রিভারের বুকে বিখ্যাত স্কাইলাইন প্রিন্সের বিশাল ক্রুজে ৪৩০ জনের একটি বিশাল বহর নিয়ে ঠিক দুপুর ১২টায় যাত্রা শুরু করে জাহাজটি। তিনতলা জাহাজের প্রতিটি আসন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল সিনিয়র সিটিজেন, তাদের পরিবার এবং আমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা। চমৎকার আবহাওয়া আর গ্রীষ্মের ছুটির দিনে নিউইয়র্কের ইস্ট রিভারের নীল জলে ভেসে ছুটে চলেছে জাহাজ লাগুয়ারডিয়া এয়ারপোর্ট,এস্টোরিয়ার ট্রাইবরো ব্রিজ, মিডটাউন ব্রিজ, রুজভেল্ট আইল্যান্ডএর ভেতর দিয়ে ব্রুকলিন ব্রিজের নিচ দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত ম্যানহাটনের স্কাইলাইনের ভেতরে ঢুকে জাতিসংঘ হেডকোয়ার্টার এবং দুইপাশে ম্যানহাটনের সব বিখ্যাত বিল্ডিংয়ের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে স্কাইলাইন প্রিন্সেস। একই সাথে জাহাজের উপর তলায় আয়োজকরা তাদের আনুষ্ঠানিক বক্তব্যর মাধ্যমে সব আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করেছেন আনন্দ যাত্রা। পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা।

এর আগে জাহাজে উঠার আগে অল কাউন্টি সোশ্যাল এডাল্ট ডে কেয়ার এবং অল কাউন্টি হেলথ গ্রুপের সি ই ও, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সি আই পি আব্দুল কাদের, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও অল কাউন্টি হোম কেয়ারের চেয়ারম্যান সি পি এ তারেক হাসান খান, সিফা ভুঁইয়া সহ অল কাউন্টি হেলথ কেয়ার গ্রুপের কর্মকর্তারা ফিতা কেটে ক্রুজ যাত্রার শুভ উদ্বোধন করেন।

এদিকে জাহাজে উঠার পর পরই সবাইকে অল কাউন্টি সোশ্যাল এডাল্ট ডে কেয়ারের সৌজন্যে গিফট ব্যাগ উপহার দেয়া হয়। সাথে সব অতিথিদেরকে একটি করে লোগোযুক্ত টি শার্ট এবং ক্যাপ উপহার দেন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা। ইতিমধ্যে তিন তলার স্টেজে চলতে থাকে ক্রুজের আনুষ্ঠানিকতা। শুরুতে আব্দুল কাদের এবং সিফা ভুঁইয়া সবাইকে ধন্যবাদ জানান ক্রুজে আসার জন্য। নিউইয়র্ক সিটি অ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমারএর পক্ষ থেকে নীল ত্রিবেদী বক্তব্যর মাধ্যমে সি ই ও আব্দুল কাদের, সিফা ভুঁইয়া ও মনিরা মহিউদ্দিনের হাতে সাইটেশন তুলে দেন।

অনুষ্ঠানটি সফল করে তুলতে শামিমা আক্তার ইতি, মনিরা মহিউদ্দিন ও শাহিনা খান মতি নিরলসভাবে কাজ করেছেন। সাথে অল কাউন্টি সোশ্যাল এডাল্ট ডে কেয়ারের কর্মকর্তারা রিভার ক্রুজকে উপভোগ্য করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নাই। ইস্ট রিভারে ভ্রমণ করতে করতে

দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয় সবাইকে। এদিকে উপরে স্টেজে চলতে থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নিউইয়র্কের জনপ্রিয় গায়ক কামরুজ্জামান বকুল, ক্লোজআপ ওয়ানের গায়িকা রন্টি দাস, 'পাগল মন মনরে মন কেন এত কথা বলে খ্যাত গায়িকা দিলরুবা খানের সুযোগ্য কন্যা গায়িকা শিমুল খান এবং বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রিজিয়া পারভিনের গানে প্রবীন নবীন সবাই আনন্দে ভাসতে থাকে।

আমন্ত্রিত অতিথিদের অনেকেই গানের সাথে নেচে গেয়ে উপভোগ করেন। এদিকে বিকালের চমৎকার রোদ আর নদীর প্রাণ জুড়ানো বাতাসের কোলে ক্রুজ শিপ নীল পানিতে ভেসে চলে আসে বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকার ল্যান্ডমার্ক স্ট্যাচু অফ লিবার্টির কাছে। লেডি লিবার্টি দেখে সবাই ভীষণ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। সবাই এই দুর্লভ মুহূর্তের ছবি এবং ভিডিও করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ১৮৭৬সালে ফ্রান্স সরকার এমেরিকার স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমেরিকাকে উপহার দিয়েছিল।

এটি নিউইয়র্কের এলিস আইল্যান্ডে আটলান্টিক মহাসাগরের মোহনায় অবস্থিত। প্রতিদিন হাজার হাজার দেশি বিদেশি পর্যটক স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখার জন্য এলিস আইল্যান্ডে আসে। এখানে এসে ক্রুজ শিপ কিছুক্ষণ গতি কমিয়ে দিয়ে দর্শকদেরকে দেখার সুযোগ করে দেয়।

শিল্পীরা পুরনো দিনের জনপ্রিয় গান গেয়ে জুলাইয়ের দিনটাকে স্মৃতিময় করে রাখেন। গানের সাথে ছিল লাইভ যন্ত্রীবাদক। নিউইয়র্কে বিখ্যাত বাংলা ব্যান্ডএর চমৎকার মিউজিক কম্পোজিশনে শিল্পীরা গান গেয়ে মন মাতিয়েছেন দর্শকদের।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত গিটারিস্ট, যিনি ৪৫ বছর যাবত দেশে বিদেশে বাংলাদেশ ও ভারতের বিখ্যাত সব শিল্পীদের সাথে গিটার বাজিয়েছেন, তিনি

গিটারে মির্জা মনু, বেইস গিটারে সাঈদ, কিবোর্ডে রিপন, প্যাড ড্রামসে ছিল রিদ এবং পার্কাশনস ও তবলায় ছিল শফিক। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নিউইয়র্কের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা শারমিন সিরাজ সোনিয়া তার সাবলীল কণ্ঠে। সাউন্ড সিস্টেমে ছিল সাউন্ড গিয়ার।

বিভিন্ন বাংলা সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকরা আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আই-অন-বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিচালক রিমন ইসলাম, সিনিয়র সাংবাদিক লাভলু আনসার, প্রবাস পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সিনিয়র সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, আইবিটি-ভির সাংবাদিক সৌরভ ইমাম, ঢাকার এনটিভির সাংবাদিক আরিফুর রহমান, ইয়র্ক বাংলা নিউজ পোর্টালের সম্পাদক শাহ ফারুক ও "সাপ্তাহিক আজকাল এর প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আনিসুর রহমান (আনিস) "

এসব চমৎকার আয়োজন চলতে চলতে একসময় দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে যায়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে সি ই ও আব্দুল কাদের, অল কাউন্টি সোশ্যাল এডাল্ট ডে কেয়ার ও অল কাউন্টি হেলথ কেয়ার গ্রুপের কর্মকর্তারা প্রবীণদেরকে স্টেজে ডেকে নেন তাদের রিভার ক্রুজের অভিজ্ঞতা জানার জন্য। সবাই এই রিভার ক্রুজ বা নৌবিহার উপভোগ করার জন্য অল কাউন্টি সোশ্যাল এডাল্ট ডে কেয়ারকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই রিভার ক্রুজ বহুদিন স্মরনীয় হয়ে থাকবে বলে জানান। উল্লেখ্য এখানে বাংলাদেশি, ভারতীয়, নেপালী এবং অন্যান্য কমিউনিটির সিনিয়র সিটিজেন এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা যোগ দেন। পুরো নৌবিহারের যাবতীয় খরচ অল কাউন্টি সোশ্যাল এডাল্ট ডে কেয়ার ও অল কাউন্টি হেলথ কেয়ার গ্রুপ বহন করে। আয়োজকরা সবাইকে ধন্যবাদ জানান ক্রুজে আসার জন্য। এই রিভার ক্রুজ ঠিক বিকাল ৫ টায় আবার ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনা টার্মিনালে এসে শেষ হয়। সবাই একরাশ স্মৃতি আর ভালবাসা নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

সাপ্তাহিক আজকাল
PAGE 62 Friday, 18 July 2025, Issue 879, www.ajkalnewyork.com

ড. মাহবুব উল্লাহ্-এর কলাম ট্রাম্পের শুল্কনীতি বাংলাদেশের গলার ফাঁস
১২ পৃষ্ঠায়

শামীমুল হক-এর কলাম আপা, তখনই খবরটা এলো
১০ পৃষ্ঠায়

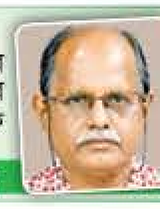
বিভুরঞ্জন সরকার-এর কলাম পিআর পদ্ধতির ভালো দিক, মন্দ দিক
১০ পৃষ্ঠায়

কয়েক হাজার প্রবাসির আনন্দঘন একদিন

সন্দ্বীপ সোসাইটির বৃহত্তম পিকনিক অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মত সন্দ্বীপবাসীর উপস্থিতিতে নর্থ আমেরিকার সব চাইতে বড় পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়েছে আপ স্টেট নিউইয়র্ক-এর রকল্যান্ড লেক স্টেট পার্কে। প্রবাসের অন্যতম বৃহত্তর সংগঠন সন্দ্বীপ সোসাইটির উদ্যোগে গত ১২ই জুলাই আনন্দঘন এই পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়। ২২ টি বাস ও প্রায় ৬০০ মতো প্রাইভেট গাড়ি করে মেহমানগন এই পিকনিক এ অংশগ্রহণ করেন। নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন স্টেট থেকে বিশেষ করে বাফালো, আলবানি, নিউ জার্সি, মেরিল্যান্ড, কানেক্টিকাটসহ আরো অন্যান্য স্টেট থেকে সন্দ্বীপবাসীগণ হৃদয়ের টানে পিকনিক এ অংশ নেন। এ যেন প্রবাসে একখণ্ড সন্দ্বীপ। ৮ টি বিশাল আকৃতির টেন্ট দিয়ে পুরো পিকনিক এরিয়া কভার করা হয়। যেখান দেড় হাজার চেয়ার ও দেড়শো টেবিল দিয়ে মেহমানদের বসার ও খাবার ব্যবস্থা করা হয়। স্পট এ বাস গুলু পৌছার পর থেকেই ক্রমাগত কিছু না কিছু খাবার পরিবেশন অব্যাহত ছিল। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে কয়েক শতাধিক তরমুজ কেটে প্রতি টেবিলে টেবিল এ পরিবেশন করা হয়। বাচ্চাদের জন্য সারাক্ষণ রকমারি চিপস ও খেলনা বিতরণ করা হয়। সারাদিন ধরে ক্রেশলী মেড চা পরিবেশন করা হয়। দুপুর একটা থেকে প্রত্যেক এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

গোপালগঞ্জের ঘটনায় একাত্তরের প্রহরী ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের নিন্দা

আজকাল রিপোর্ট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মভূমিতে সংঘাতে আহত-নিহতের ঘটনায় তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও একাত্তরের প্রহরী ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র। দুইটি সংগঠনেরই সভাপতি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ড. নুরুন নবী। সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো পৃথক সংবাদ বিবৃতির মাধ্যমে এ ঘটনাকে সরকারের কারসাজি বলেও মন্তব্য করেছে সংগঠন দুইটি।
বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, নতুন দল এনসিপির সমাবেশের আগে ও পরে হামলা করে আওয়ামীলীগও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। যদিও এক মাস আগেই এনসিপি এ সমাবেশের তারিখ ঘোষণা করেছিল। সমাবেশ স্থল থেকে টুঙ্গি পাড়া প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে। তবে এরপর ৪৫ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে জুলাই গণহত্যার চিত্রপ্রদর্শনী ৩ আগস্ট

আজকাল রিপোর্ট

চব্বিশের জুলাই বিপ্লবের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগামী ৩ আগস্ট নিউইয়র্কের ডাইভার্সিটি প্লাজায় দিনব্যাপী আলোচনা সভা ও চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করবে নিউইয়র্ক ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন 'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ'। বাংলাদেশ সময় বুধবার রাত সাড়ে ৯টায় নিউইয়র্কের একটি হোটেলে প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ আয়োজিত জুলাই বিপ্লব ও আগামীর বাংলাদেশ শীর্ষক এক সংবাদ এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

বাফেলো বিএনপি'র প্রথম কর্মী সম্মেলন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক স্টেটের বাংলাদেশি অধ্যুষিত শহর বাফেলো বিএনপির প্রথম অফিসিয়াল কর্মী সম্মেলন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ জুলাই ২৭৯ গিলফোর্ড স্ট্রিট, বাফেলো, নিউইয়র্কে আয়োজিত এ কর্মী সম্মেলনে শহরটির বিএনপি ও জাতীয়তাবাদী আদর্শের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
বাফেলো বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে নরসিংদীবাসীর বার্ষিক বনভোজন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সবুজে ঘেরা হেকসেয়ার স্টেট পার্কে উৎসবমুখর পরিবেশে নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৩ জুন এই আয়োজনে অংশ নেন সহস্রাধিক প্রবাসী নরসিংদীবাসী ও আমন্ত্রিত অতিথি। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, নিউ জার্সি, এমনকি বাংলাদেশ থেকেও অনেকে ছুটে এসেছিলেন প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাতে।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

বিয়ানীবাজার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমিতির বনভোজন

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির বার্ষিক বনভোজন গত ১৪ জুলাই হেমিস্টাস্ট লেক স্ট্রিট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিশু থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের নানা শ্রেণীপেশার প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ নেন।
বনভোজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন ছিল। এছাড়া ছিল র‍্যাফেল ড্র। কোলাহল মুক্ত পরিবেশে আনন্দে মেতে এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

আজ প্রবাসীদের ভোটাধিকার শীর্ষক সেমিনার

আজকাল রিপোর্ট

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রবাসী নাগরিকরা ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেলেও বাংলাদেশের কোটি প্রবাসী সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থায় 'প্রবাসীদের ভোটাধিকার' শীর্ষক এক সেমিনার আয়োজন করেছে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব।
আগামী ১৮ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে এই সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথি থাকবেন নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

BANQUET HALL!

The Royal Palm
BANQUET & CATERERS

লং আইল্যান্ডের মনোরম পরিবেশে
মনোমুগ্ধকর সাজসজ্জা
সুস্বাদু খাবার ও আন্তরিক পরিবেশনায়
বাঙালী মালিকানাধীন একমাত্র ব্যাঙ্কুইট হল

The Royal Palm

The Royal Palm
2143 Boundary Ave
Farmingdale
NY 11735

Info@royalpalmny.com
www.royalpalmny.com

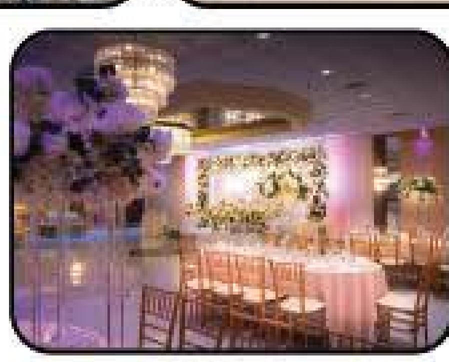

- Outdoor Ceremony & Cocktail Area
- Deshi DJ Entertainment
- Private Bridal Suite
- Stage Decoration
- Photography
- Free Parking

حلال
Halal

Full Package এ
এখন চলছে
30% discount
নির্দিষ্ট ও সীমিত সময়ের জন্য

আপনার পরবর্তী অনুষ্ঠান বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন

(516) 845 1151

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 879 | 18 July 2025

সাহিত্য পাতায় লুৎফর রহমান রিটন-এর ছড়া লুঙ্গি এবং ভাগ্য

>> ১৬ পাতায়

নিউইয়র্কে অবৈধ ইমিগ্রান্টদের গণনির্বাসন!

প্রতিদিন ১১০ জন গ্রেফতার

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটিতে গণনির্বাসন অভিযান আগের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে গত কয়েক সপ্তাহে। নতুন ফেডারেল রেকর্ড অনুসাওে, ট্রাম্প প্রশাসন তার গণনির্বাসনের এজেন্ডা আগ্রাসীভাবে অনুসরণ করেছে। এই গ্রেপ্তারের স্পষ্ট চিত্র জুনের শেষে ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জুলাই প্রথম সপ্তাহেও আইস ও সহযোগি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অভিযান জোরদার করা হয়েছে। যা এখন আশঙ্কাজনক পর্যায়ে রয়েছে। ডিপোর্টেশন ডাটা অনুসারে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে নিউ ইয়র্ক সিটি এবং তার আশেপাশে অভিবাসী গ্রেপ্তার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি জুলাই মাসেও আইস-এর গ্রেপ্তার অভিযান জোরদার অব্যাহত রয়েছে। দুদিনের সময়কালে দেখা যায়, আইস-এর নিউইয়র্ক অফিস প্রতিদিন ১১০ জনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করছে। দিনরাত তাদের এই অভিযান চলছে। সংস্থাটি ২৬ ফেডারেল প্লাজা, ফেডারেল বিল্ডিং যেখানে অভিবাসন আদালত রয়েছে, তার পাশের একটি অফিসে পরিচালিত চেক-ইনগুলিতে লোকদের গ্রেপ্তার করছে। আইসিই গ্রেপ্তারের সংখ্যা মে মাসে ৪৬% থেকে লাফিয়ে গত বছরের ২৮১ থেকে ৪০৯ এ পৌছেছে। জুনের প্রথম ১০ দিনে নিউইয়র্ক এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টের ওপেনিং সিরোমনি

আজকাল রিপোর্ট

ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড-এর উদ্যোগে ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টের বর্ণাঢ্য এক ওপেনিং সিরোমনি অনুষ্ঠিত হয়েছে। জ্যাকসন হাইটস-এর সানাই রেস্টুরেন্টে গত ১১ জুলাই সন্ধ্যায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিষয়বস্তু ছিলো ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট। সংগঠনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের হেড অব চ্যান্সেরি ইসরাত জাহান। গেস্ট এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সমাবেশ

'তারেকের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারিরা গণতন্ত্রের শত্রু'

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের উদ্যোগে ১৪ জুলাই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সমাবেশে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য সাম্মী আকতার বলেছেন, সুশাসনের প্রত্যাশা পূরণের অভিপ্রায়েই অবিলম্বে বাংলাদেশে নির্বাচনের বিকল্প নেই। তা না হলে দীর্ঘ ১৬ বছরের আন্দোলন-লড়াই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সফলতার মুখ দেখবে না জুলাই আগস্টের গণঅভ্যুত্থানও । সাম্মী আকতার আরো উল্লেখ করেন, ভোটে যাদের বিজয়ের কোনই সম্ভাবনা নেই-তেমন কিছু মানুষ গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে 'সংস্কারের ধোয়া তুলে নির্বাচনকে বিলম্বিত করতে।' এ ব্যাপারে প্রবাসীদেরকেও সতর্ক থাকতে হবে।

'বাংলাদেশে গনতন্ত্র ও ভোটের অধিকার এবং জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে শহিদদের স্মরণে' জাসাসের এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশি টেলিভিশন জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের আত্মপ্রকাশ

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বাংলাদেশী টেলিভিশন সাংবাদিকদের নিয়ে 'বাংলাদেশী এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ নিয়ে সেমিনার

ন্যায় বিচার, সংস্কার ও ভূ-রাজনীতিই প্রাধান্য

হাসান মাহমুদ

বাংলাদেশের 'গণতন্ত্র' টানা ১৬ বছর নিষ্পেষিত হবার পর অপরাধি গোষ্ঠি দেশ ছেড়ে পালায়; অপরাধিদের অনেকে প্রভাবশালীদের আশ্রয় গ্রহণ করে। অসংখ্য ছেলে-মেয়ে ও জনতার জীবনের বিনিময়ে গত বছর ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। তবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের যাত্রা এখন কোন পথে? তা নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে হয়ে গেলো 'ন্যায় বিচার, সংস্কার ও গণতন্ত্রের পথে যাত্রা- আজকের বাংলাদেশ' শীর্ষক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনা অনুষ্ঠান। বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট শাসকদের বিদায়ের এক বছর পূর্তিতে এই আলোচনার আয়োজন করা হয়। গত ১৫ জুলাই সকালে প্রথম আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান লয়েট ডগেট। ওয়াশিংটন ডিসিতে ইউএস ক্যাপিটল হিলের ভিজিটর সেন্টারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের পাকিস্তান সফর নিয়ে মিডিয়া গরম

আজকাল রিপোর্ট

নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করেছে পাকিস্তান। সম্প্রতি হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির। পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এটি এখন নতুন খবর। এতে ভারত সরকার নড়েচড়ে বসেছে। চারদিকে খোঁজ খবর নিচ্ছেন তারা। আগামী সেপ্টেম্বরেই ইসলামাবাদ সফরে যেতে এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্ট

প্রতিরোধের আহ্বান হাসিনার

আজকাল রিপোর্ট

ভারতে থাকা শেখ হাসিনা আবারও অডিও বার্তা দিয়েছেন বাংলাদেশের মানুষের জন্য। গোপালগঞ্জের ঘটনায় ইতিমধ্যে ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশের পুলিশ। তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। তার মাঝেই এল হাসিনার বার্তা। শেখ মুজিবুর এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com